পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 149 Thursday, 30 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৪৯ সংখ্যা ❋ ১৬ বৈশাখ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের হার ছাড়াল ৯২.৫ শতাংশ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ প্রথম দফার মতো দ্বিতীয়াতেও রেকর্ড গড়ল বঙ্গের ভোটের হার। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ১৪২ আসনে দ্বিতীয় দফায় সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৯২.৪৭ শতাংশ। রাজ্যের ৭টি জেলাতেই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, উৎসবের আবহে ভোট দিয়েছেন। দিনের শেষে এটাও বলতে হয়, যে প্রথম দফার মতো না হলেও ভোট দ্বিতীয়াতেও ভোট হয়েছে মোটের উপর অবাধ ও শান্তিপূর্ণ। দ্বিতীয় দফায় ৭ জেলার যে ১৪২ আসনে ভোট হল সেই আসনগুলিতে ২০২১ সালে ভোট পড়েছিল ৮০.৪ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ১২ শতাংশ ভোট বেড়েছে দ্বিতীয় দফায়। ভোটদানের হারে সন্তোষপ্রকাশ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলছে, স্বাধীনতার পর এটাই বাংলার দুই পর্বে সবচেয়ে বেশি ভোটদান। নির্বাচন কমিশনের তরফে সকল ভোটারকে শুভেচ্ছা। এখন প্রশ্ন হল, এই বিপুল হারে ভোটদানের কারণ কী? আর সেটা কী ইঙ্গিত করে? বস্তুত এবারের ভোটবৃদ্ধির মূল কারণ অবশ্যই এসআইআর। ভোটার তালিকা যত স্বচ্ছ হয়, ভোটের হার তত বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক। এসআইআর প্রক্রিয়ায় সব মিলিয়ে বাংলায় যে ৯১ লক্ষ ভোটার বাদ গিয়েছে তার প্রায় ৬০ লক্ষ হয় মৃত নয় স্থানান্তরিত। অন্তত কমিশনের তথ্য সে কথাই বলছে। এই বিপুল সংখ্যক ভোটার এতদিন ভোটার তালিকায় ছিল। যা মোট ভোটারের প্রায় ৮-৯ শতাংশ। এই বিপুল ভোটার ছেঁটে ফেলার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভোট শতাংশ সমহারে বেড়েছে। এতদিন ভোটার তালিকায় ৮-৯ শতাংশ ছিল অস্তিত্বহীন ভোটার। অর্থাৎ ভোট হচ্ছিলই ৯১-৯২ শতাংশ ভোটারের মধ্যে। ফলে বিপুল হারে

ভোট পড়লেও চূড়ান্ত সংখ্যাটা তুলনায় কমই দেখাত। এবার যেহেতু ভোটার তালিকা থেকে ওই বিপুল অস্তিত্বহীন ভোটার কমে গিয়েছে, তাই এমনিতেই ভোটের হার ৮-১০ শতাংশ বেশি দেখাচ্ছে। তাছাড়া এসআইআরের ফলে এবার অনেক ভোটারের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করেছে। ভোটারদের একটা বড় অংশের মনে হয়েছে, এবার ভোট না দিলে পরবর্তীকালে সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকে বহু ভোটার যারা হয়তো এতদিন ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে দোনামনা করতেন, তারাও এবার ভোট দিয়েছেন। ভিনরাজ্য থেকে হাজারে হাজারে পরিযায়ী শ্রমিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে এসেছেন স্রেফ ওই আশঙ্কা থেকে। তবে এই দুই ফ্যাক্টরকে হিসাবে ধরেও বলা যায়, আগের তুলনায় কিছুটা হলেও বঙ্গে ভোটদান বেড়েছে। আর সেটাতে নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা প্রাপ্য। কমিশন যেভাবে ভোটারদের মনে আতঙ্ক কাটিয়ে সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছে, সেটাই ভোটবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে। এখন প্রশ্ন হল, এই বিপুল ভোটবৃদ্ধি কী ইঙ্গিত করে? একটা বহু পুরনো তত্ত্ব ভোট বিশারদরা আউড়ে থাকেন। সেটা হল, প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া থাকলে বেশি ভোট পড়ে। তেমন হলে রাজ্যে পোয়াবারো হতে পারে বিজেপির। কিন্তু সম্প্রতি একাধিক নির্বাচনে সেই মিথ ভেঙেচুরে গিয়েছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ বিহারের নির্বাচন। সেখানে ভোটের হার অনেকটা বাড়া সত্ত্বেও সরকারের বিরুদ্ধে ভোট পড়েনি। বরং আরও বেশি আসন নিয়ে নীতীশ কুমার সরকার গড়েছেন। সম্প্রতি আরও একাধিক নির্বাচনে এই ট্রেন্ড দেখা গিয়েছে। তবে একটা তত্ত্ব সর্বজনবিদিত। বেশি ভোটের নির্বাচন সাধারণত কোনও ‘ওয়েভের’ বা বড় ঝড়ের ইঙ্গিত দেয়। সেটা শাসকের পক্ষেও হতে পারে বিপক্ষেও। বাংলায় এবারের নির্বাচনে ভোটবৃদ্ধির কারণ যেহেতু এসআইআর, সেক্ষেত্রে এসআইআর-এর বিরোধিতাও ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলতে পারে। আর সেটা হলে কিন্তু শেষ হাসি হাসতে পারে তৃণমূল। আপাতত দুই শিবিরই কিন্তু জয়ের দাবি করছে।

‘পাঁচ রাজ্যের ভোটে ঐতিহাসিক জয়ের হ্যাটট্রিক করবে বিজেপি’

সংবাদ সংস্থা, হরদই (উত্তর প্রদেশ), ২৯ এপ্রিলঃ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ‘ঐতিহাসিক জয়’ নিয়ে ফের একবার নিজের আত্মবিশ্বাস জাহির করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার উত্তরপ্রদেশের হরদই থেকে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাস করার সময় পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ পর্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, এই নির্বাচনে বিজেপি ‘জয়ের হ্যাটট্রিক’ করতে চলেছে। রাজ্যের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণকে ‘গণতন্ত্রের উৎসব’ তকমা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে বিপুল ভোটদানের খবর আসছে। প্রথম দফার মতোই সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লাইন দিয়ে ভোট দিচ্ছেন, যা দেখে মনে হচ্ছে ছয়-সাত দশকে এমন দৃশ্য কল্পনাও করা যায়নি।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনের প্রতি ইঙ্গিত করে মোদির সংযোজন, ‘‘ভয়মুক্ত বাতাবরণে মানুষ ভোট দিচ্ছেন। এটি আমাদের সংবিধান ও মজবুত গণতন্ত্রের এক পুণ্য প্রতীক।’’ এদিন ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি রাজ্যের জনসাধারণকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ভোটদানের আহ্বান জানান। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, বিজেপি যে দেশজুড়ে জয়ের

ধারায় রয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দিতে মোদি বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং সাম্প্রতিক গুজরাত স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার ভোটের উদাহরণ টেনে আনেন। তিনি বলেন, ‘‘বিহারের ভোটে এনডিএ বিপুল জয় পেয়ে ইতিহাস গড়েছে। গতকালই গুজরাতের পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোটের ফলে ৮০-৮৫ শতাংশ আসন বিজেপি জিতে নিয়েছে।’’ এই সাফল্যের রেশ ধরেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি ঐতিহাসিক জয়ের হ্যাটট্রিক করবে। নিজের ভাষণে মোদি এদিন ‘বিকশিত ভারতের’ সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘আগামী ৪ মে-র নির্বাচনী ফলাফল কেবল রাজনৈতিক জয়ের প্রতীক নয়, এটি বিকশিত ভারতের সংকল্পকে আরও মজবুত করবে। দেশের বিকাশের গতিতে নতুন শক্তি জোগাবে।’’ উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আধুনিক পরিকাঠামো তৈরির ওপর জোর দিয়ে মোদি এদিন পরোক্ষভাবে রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য মূলত তৃণমূলকে কোণঠাসা করার এবং বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মনোবল বাড়ানোর একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। ৪ মে গণনার দিনই স্পষ্ট হবে, প্রধানমন্ত্রীর এই ‘জয়ের হ্যাটট্রিকের’ দাবি কতটা বাস্তবের মাটিতে সফল হয়।

‘জীবনে এমন ভোট দেখিনি, অবাধ ভোটের নামে দিনভর অত্যাচার চলেছে’

ভবানীপুরে ভোট দিয়ে বললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ বিকেলের চড়া রোদ পেরিয়ে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ভোটকেন্দ্র থেকে বেরিয়েই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর

কণ্ঠে ঝরল তীব্র ক্ষোভ। অবাধ নির্বাচনের দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, এটা কি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন? ভোট দিয়ে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগের সুরে বলেন, জীবনে এমন ভোট দেখিনি। অবাধ ভোটের নামে দিনভর অত্যাচার চলেছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এমনকী, মহিলাদের ওপরও মারধর চালানো হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। বিশেষ করে নদিয়ার বিভিন্ন এলাকা, আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট এবং ক্যানিংয়ের পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘কাল রাত থেকে আমাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি এমন গণতন্ত্র কোথাও দেখিনি।’’ সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন নিজের বুথের দিকে দেখিয়ে তিনি বলেন, ‘‘দেখুন এখানে শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ নেই। বাহিনী বুথ দখল করে রেখেছে। তাদের উচিত সীমান্তে সুরক্ষা দেওয়া, এখানে নয়।’’ পুলিশ অফিসারদের নিরপেক্ষতা নিয়েও এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। তিনি অভিযোগ করেন, বাইরে থেকে নিয়ে আসা পুলিশ অফিসারদের একাংশ তৃণমূল কর্মীদের নিশানা করছেন এবং স্থানীয় থানার ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। বুধবার সকাল থেকেই ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে ময়দানে ছিলেন মমতা। কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চেতলায় ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করা থেকে শুরু করে চক্রবেড়িয়ার ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর অসীম বসুর সঙ্গে বৈঠক-সারা দিনই ছিলেন প্রচারের মেজাজে। মমতা স্পষ্ট জানান, ‘‘আমি আজ সারা দিন রাস্তায় থাকব। তবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে।’’ রাত জেগে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা এবং বুথ পরিদর্শন, ভোটের দিন কার্যত ‘ফিল্ডেই’ কাটালেন তিনি। সব অভিযোগের মাঝেও ভোটের ফলাফলের বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। ‘ভিক্ট্রি’ চিহ্ন দেখিয়ে তিনি জানান, সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জয় নিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘আমি জীবনে এমন ভোট দেখিনি। তা সত্ত্বেও বলছি তৃণমূলই জিতবে। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমরা ক্ষমতায় ফিরব।’’ ভোট দেওয়ার পর মমতা সোজা কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতা বনাম শুভেন্দুর এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের দিনে মুখ্যমন্ত্রীর এই সুর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মমতার অভিযোগ নিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও বক্তব্য, বিবৃতি, কুৎসার আজকে আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে কোনও ধরনের গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর কোনও অভিযোগ নিয়ে মানুষ চিন্তা করবেন না।’’ এদিকে, ভোটের ফলাফল নিয়ে বিজেপিরও দাবি, এবার বাংলায় তারা সরকার গঠন করবে। বিদায়ী বিরোধী দলনেতা তথা ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারবেন। শেষ পর্যন্ত ভোটের ফল কী হয়, সেটাই দেখার। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামী ৪ মে পর্যন্ত। কারণ, ওইদিন ফলাফল ঘোষণা হবে।

এক্সিট পোলে সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই!

চার সংস্থায় পাল্লা ভারী বিজেপির, উল্টো সুর পিপলস পালসে

সি-ভোটার (১৪৮)

দল	আসন
তৃণমূল	০ - ০
বিজেপি	০ - ০
বাম জোট	০ - ০
কংগ্রেস	০ - ০
অন্যান্য	০ - ০

চাণক্য (১৪৮)

দল	আসন
তৃণমূল	১৩০ - ১৪০
বিজেপি	১৫০ - ১৬০
বাম জোট	০ - ০
কংগ্রেস	০ - ০
অন্যান্য	৬ - ১০

পি-মার্ক (১৪৮)

দল	আসন
তৃণমূল	১১৮ - ১৩৮
বিজেপি	১৫০ - ১৭৫
বাম জোট	০ - ০
কংগ্রেস	০ - ০
অন্যান্য	০ - ০

ম্যাট্রিজ (১৪৮)

দল	আসন
তৃণমূল	১২৫ - ১৪০
বিজেপি	১৪৬ - ১৬১
বাম জোট	০ - ০
কংগ্রেস	০ - ০
অন্যান্য	৬ - ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভোট মিটতেই শুরু হয়ে গিয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। নীলবাড়ির লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন? তৃতীয়বারের জন্য কি ক্ষমতায় ফিরবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নাকি বাংলায় প্রথমবার ফুটবে পদ্মফুল? ভোট পরবর্তী একাধিক বুথফেরত সমীক্ষা বা ‘এক্সিট পোল’ সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তবে কোনও একটি নির্দিষ্ট দিকে পাল্লা ভারী নয়, বরং জনমতের এক বিভ্রান্তিকর কিন্তু রোমাঞ্চকর ছবি উঠে আসছে পাঁচ সংস্থার সমীক্ষায়।

একনজরে চার সংস্থার ভবিষ্যদ্বাণী

১. পি-মার্ক। এই সংস্থার সমীক্ষা বলছে এগিয়ে থাকবে বিজেপি। তাদের মতে গেরুয়া শিবির পেতে পারে ১৫০ থেকে ১৭৫টি আসন। অন্যদিকে শাসক দল তৃণমূলের ঝুলি আটকে যেতে পারে ১১৮ থেকে ১৩৮-এর মধ্যে। বাম-কংগ্রেস এখানে শূন্য।

২. ম্যাট্রিজ। ম্যাট্রিজ-এর সমীক্ষাতেও এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। তাদের হিসেবে বিজেপি পেতে পারে ১৪৬ থেকে ১৬১টি আসন। তৃণমূল পেতে পারে ১২৫ থেকে ১৪০টি আসন। অর্থাৎ ম্যাট্রিজ-এর মতে বিজেপি ম্যাজিক ফিগার (১৪৭) পেতে পারে। অন্যান্যরা পেতে পারে ৬ থেকে ১০টি আসন।

৩. চাণক্য স্ট্র্যাটেজিস। চাণক্যর সমীক্ষাও বিজেপির পক্ষেই পাল্লা ভারী রাখছে। তাদের মতে বিজেপি ১৫০ থেকে ১৬০টি আসন জিতে ক্ষমতায় আসতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল থমকে যেতে পারে ১৩০ থেকে ১৪০টি আসনেই।

৪. প্রজা পোল। প্রজা পোল সংস্থারও দাবি বাংলায় সরকার গড়বে বিজেপি। তাদের মতে ১৭৮ থেকে ২০৮টি আসন পেয়ে সরকার গড়বে বিজেপি। অন্যদিকে, ৮৫ থেক ১১০ আসনের মধ্যে থাকবে। অন্যান্যরা পেতে পারে পাঁচ থেকে নয়টি আসন।

৫. পিপলস পালস। বাকি চার সংস্থাকে এক্কেবারে উড়িয়ে দিয়ে উল্টো ছবি দেখাচ্ছে পিপলস পালস। তাদের মতে বাংলায় বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ফিরছে তৃণমূলই। তাদের হিসেব অনুযায়ী তৃণমূল পেতে পারে ১৭৮ থেকে ১৮৯টি আসন। সেখানে বিজেপি থমকে যেতে পারে একশোর নিচেই (৯৫-১১০)। কংগ্রেসের ভাগ্যে ১ থেকে ৩টি এবং বামেরা বড়জোর ১টি আসন পেতে পারে।

ম্যাজিক ফিগার ও বাম-কংগ্রেসের দশা

বাংলার ২৯৪ আসনের বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার অর্থাৎ সরকার গ।ার গণ্ডি হলো ১৪৭। পি-মার্ক, ম্যাট্রিজ, চাণক্য এবং প্রজা পোল - চার সংস্থাই বলছে বিজেপি এই ১৪৭-এর গণ্ডি টপকে যাবে। উল্টোদিকে শুধুমাত্র পিপলস পালস বলছে তৃণমূল অনায়েসেই এই লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলবে। তবে সবকটি সমীক্ষাতেই একটি বিষয় পরিষ্কার, তা হলো বাম-কংগ্রেস বা সংযুক্ত মোর্চার ভরাডুবি। প্রায় সব সংস্থাই তাদের আসন সংখ্যা শূন্য থেকে বড়জোর ৩-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

শেষ হাসি কার?

এক্সিট পোলের ফল যে সবসময় চূড়ান্ত ফলের সঙ্গে মেলে এমনটা নয়। অনেক সময় জনমত সমীক্ষাকে ভুল প্রমাণ করে মানুষ অন্য রায় দেন। তবে এই বুথফেরত সমীক্ষাগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বাংলায় লড়াই হয়েছে সেয়ানে-সেয়ানে। একদিকে যেমন বিজেপির উত্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তেমনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যাজিক যে শেষ হয়ে যায়নি, সেই ইঙ্গিতও রয়েছে কোনও কোনও সমীক্ষায়। আসল ফলের জন্য এখন নজর ৪ মে-র দিকে। সেদিনই ইভিএম খুললে বোঝা যাবে, বাংলার রায় কার দিকে গেল- ‘দিদি’ নাকি ‘মোদি’?

‘নিজের বুথেই হারবেন মমতা, ভবানীপুরে ২০ হাজার ভোটে জিতব’, ভবিষ্যদ্বাণী শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ বিক্ষিপ্ত অশান্তি আর হাইভোল্টেজ ড্রামার মধ্য দিয়ে শেষ হল ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। বুধবার সব নজর ছিল ভবানীপুর কেন্দ্রের দিকে, যেখানে লড়াই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারীর। ভোট শুরুর আগে থেকেই আত্মবিশ্বাসী শুভেন্দু ভোট মিটতেই আরও চড়া সুরে জয়ের দাবি করলেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি সাফ জানালেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বুথেই হারবেন। শুভেন্দু অধিকারীর সবথেকে বড় দাবিটি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বুথ নিয়ে। তিনি বলেন, ‘‘মিত্র ইনস্টিটিউশন, যা মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের বুথ, সেখানে তিনি অন্তত ২০০ ভোটে হারবেন।’’ তাঁর দাবি, ভবানীপুরের ৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৭টিতেই বিজেপি বড় ব্যবধানে এগিয়ে থাকবে। তাঁর হিসেব অনুযায়ী, ‘‘আমি নিশ্চিত যে ৭টি ওয়ার্ডে আমার ৩০ হাজারের বেশি লিড থাকবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে সামান্য কিছু লিড পেতে পারেন। সব মিলিয়ে বিজেপি এখানে অন্তত ২০ হাজার ভোটে জিতবে।’’ শুভেন্দুর মতে, এবারের ভবানীপুরে ৯০ শতাংশের বেশি ভোটদান হয়েছে, যা এই বিধানসভার ইতিহাসে রেকর্ড। এই ব্যাপক ভোটদানকে তিনি ‘পরিবর্তনের পক্ষে’ বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া ভোটের কারচুপি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘প্রায় ২০০০ ছাপ্পা দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তৃণমূলের, আমি নিজে গিয়ে তা ভেস্তে দিয়েছি। ২৬৭টি বুথেই বিজেপির এজেন্টরা ইভিএম সিল হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। ৩টি বুথ থেকে এজেন্টদের বের করে দেওয়া হলেও পরে ফের তাঁদের বসানো হয়েছে।’’ ভোটের শতাংশের ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে শুভেন্দু দাবি করেন, এই বিধানসভার অন্তত ৮৫ শতাংশ হিন্দু ভোটার বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। পাশাপাশি অবাঙালি ভোটারদের ৯৫-৯৬ শতাংশ ভোট পড়েছে এবং তাঁদের সিংহভাগই ক্যামেরার সামনে পদ্মফুলে ভোট দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। রাজনৈতিক লড়াই থাকলেও ব্যক্তিগত সম্মানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, তিনি বয়সের দিক থেকে মমতার জুনিয়র। তবে তাঁর দাবি, তৃণমূলের অনেক নিচুতলার কর্মীও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগে ছিলেন। বক্তব্যের শেষে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘‘চিরদিনের জন্য রিফিউজি হওয়ার থেকে দুদিনের জন্য সনাতন হওয়া ভাল।’’ বুধবারের এই রেকর্ড ভোটদান এবং শুভেন্দুর আত্মবিশ্বাসী জয়ের দাবি ভবানীপুরের লড়াইকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। ৪ মে ইভিএম খোলার পরই স্পষ্ট হবে, শুভেন্দুর এই ‘২০ হাজারি’ লিডের দাবি সত্যি হয় নাকি মমতার গড় অটুট থাকে।

স্বাধীনতার পর রেকর্ড ভোটদান বাংলায়!

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিলঃ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে গণতন্ত্রের উৎসবে নয়া ইতিহাস গড়ল পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পর থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে এ বছরই রাজ্যে সর্বোচ্চ শতাংশ ভোটদান রেকর্ড করা হয়েছে। বাংলার এই বিপুল জনঅংশগ্রহণকে সম্মান জানিয়ে তিনি একে ‘ভোটের উৎসব, পশ্চিম মেদিনীপুর ও সামগ্রিকভাবে বাংলার গর্ব’ বলে অভিহিত করেছেন। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফায় রাজ্যে প্রায় ৯৩.১৯ শতাংশ এবং দ্বিতীয় দফায় সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ৯০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ দিনাজপুর ও কোচবিহারের মতো জেলাগুলোতে ভোটদানের হার ৯৫ শতাংশও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই ভোটদানের খুশি হয়ে বাংলার মানুষকে মন থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার। তাঁর কথায়, গরম বা নানা বাধা সামলেও বাংলার মানুষ যেভাবে দলে দলে ভোট দিতে এসেছেন, তা সারা দেশের কাছে একটা বড় দৃষ্টান্ত।

কত আসন পাবে দল? ভোট শেষে অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট দিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ ভোটদানের হারে সর্বকালের সেরা ভোট দেখল বাংলা। সেরা ভোট দেখল দেশ। তৃণমূল থেকে বিজেপি, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী যুযুধান দুই শিবিরই।

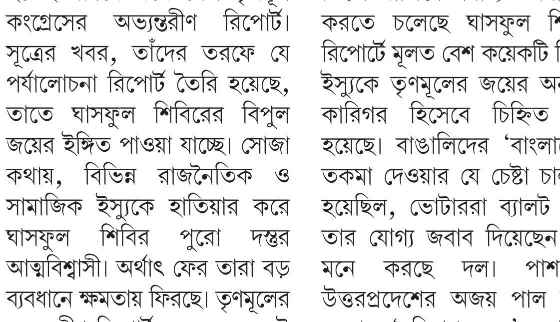

এবার দ্বিতীয় দফা শেষ হতে না হতেই সামনে এসে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট। সূত্রের খবর, তাঁদের তরফে যে পর্যালোচনা রিপোর্ট তৈরি হয়েছে, তাতে ঘাসফুল শিবিরের বিপুল জয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সোজা কথায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুকে হাতিয়ার করে ঘাসফুল শিবির পুরো দস্তুর আত্মবিশ্বাসী। অর্থাৎ ফের তারা বড় ব্যবধানে ক্ষমতায় ফিরছে। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট বলছে, দল এই নির্বাচনে ২৩০টি আসন পেতে চলেছে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু বড় দাবি করা হয়েছে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর, উভয় কেন্দ্রেই শুভেন্দু অধিকারীর পরাজয় নিশ্চিত। জয়ের আনন্দে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে ডিজে বাজিয়ে বর্ণাঢ্য উদযাপনও করতে চলেছে ঘাসফুল শিবির। রিপোর্টে মূলত বেশ কয়েকটি বিশেষ ইস্যুকে তৃণমূলের জয়ের অন্যতম কারিগর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাঙালিদের ‘বাংলাদেশি’ তকমা দেওয়ার যে চেষ্টা চালানো হয়েছিল, ভোটাররা ব্যালট বাক্সে তার যোগ্য জবাব দিয়েছেন বলে মনে করছে দল। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের অজয় পাল শর্মার মতো ‘বহিরাগতদের’ বাঙালি মহিলাদের প্রতি অপমানজনক মন্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাট থেকে বিজেপি নেতারা এসে বাঙালির উপর যে ভাবে ‘ধমক-চমক’ বা ভয়ের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ তাকে ভালোভাবে নেয়নি। একে বাঙালির আত্মমর্যাদায় আঘাত হিসেবেই দেখেছেন ভোটাররা। এমনটাই মনে করছে তৃণমূল। পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের প্রভাবে রাজ্যের নারীশক্তি তৃণমূলের উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছে। যা ভোটের ফলে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছে। একইসঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা এবং তাঁদের প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তৃণমূলের ভোটের বাক্সে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পাশাপাশি এনআরসি এবং সিএএ নিয়ে মানুষের মনে যে আশঙ্কার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তার জেরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ভোটের রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে বলে তৃণমূলের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে বলে খবর।

বৈশ্বিক ঐকমত্যই স্থিতিশীলতার চাবিকাঠিঃ বিশকেকে এসসিও বৈঠকে রাজনাথ সিং

বিশকেক,২৯এপ্রিলঃকিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও)-র প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Rajnath Singh। মঙ্গলবারের এই বৈঠকে তিনি বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রশ্নে স্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরেন।রাজনাথ সিং তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিশ্বজুড়ে প্রায়ই নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ার আহ্বান শোনা যায়। তবে তাঁর মতে, নতুন কাঠামোর চেয়ে বেশি জরুরি একটি সুশৃঙ্খল ও ন্যায়ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে প্রতিটি মানুষের মর্যাদা ও সম্মান নিশ্চিত হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এমন একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার যেখানে মতপার্থক্য স্বাভাবিক থাকবে, কিন্তু তা কখনও সংঘাতে রূপ নেবে না এবং কোনও বিরোধ মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠবে না।তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্বের আসল সংকট কোনও কাঠামোর অভাব নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করার প্রবণতা। এই পরিস্থিতিতে দেশগুলির উচিত প্রতিযোগিতা ও সংঘাতের পরিবর্তে সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহানুভূতির ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া। তাঁর মতে, একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক ঐকমত্য গড়ে তোলাই শান্তি ও স্থিতিশীলতার মূল পথ।সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সাম্প্রতিক পহেলগাম হামলার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ২২ এপ্রিল ওই সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি দেশ শ্রদ্ধা জানিয়েছে এবং এই ঘটনা শুধু একটি অঞ্চল নয়, গোটা মানবজাতিকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান সবসময়ই কঠোর এবং স্পষ্ট।রাজনাথ সিং আরও জানান, অপারেশন সিঁদুর-এর মাধ্যমে ভারত তার দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ দিয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদের আশয়স্থল আর শাস্তির বাইরে নয়। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া সন্ত্রাসবাদের মতো বৈশ্বিক হুমকির মোকাবিলা সম্ভব নয়।এসসিও বৈঠকের এই মঞ্চে ভারতের এই বার্তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষ করে এমন সময়ে যখন বিশ্বব্যাপী নানা ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সংঘাত এবং অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

ভোট দিলেন মহুয়া মৈত্র, বললেন এবার গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি,নদীয়া, ২৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ভোট দেওয়ার পর তিনি বলেন, এবার গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই। নদিয়ার করিমপুর গার্লস হাই স্কুলে ১২০ নম্বর ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন মহুয়া. মৈত্র। ভোট দিতে তিনি টোটো-তে আসেন এবং ভোট দেওয়ার পর টোটো-তেই ফিরে যান। টোটোয় ভোট দিতে আসার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, মহুয়া মৈত্র বলেন, নির্বাচন কমিশন বলেছে মোটরবাইকে আসা যাবে না। তাই আমরা টোটোতে এসেছি। তিনি বলেন, এবার আমরা গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছি। ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ভোটাররা অবশ্যই শতভাগ ভোট দেবেন। তাই ভোটের হার অনেক বেশি হবেই। এটা সাধারণ গণিত। মানুষ প্রতিশোধ নিতে ভোট দিচ্ছে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশন যে তামাশা করেছে, তার যোগ্য জবাব তারা দেবে।ভোট দেওয়ার পর মহুয়া মৈত্র আরও বলেন, ভোটের হার স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি হবে, কারণ আমরা এখানে প্রতিশোধ মূলক ভোট দেখতে পাচ্ছি। আজ এই মুহূর্তে, ২৭ লক্ষ বৈধ ভোটারকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখানে প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ মানুষ বাস করেন। এখানে কোনও রেল সংযোগ নেই এবং একটি সীমান্ত রয়েছে। আমাদের কোনও উপায় নেই। তাই বিজেপির যদি কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকত, তাহলে তাদের রেললাইন তৈরি করা উচিত ছিল, কিন্তু তার বদলে, প্রতি নির্বাচনে তারা একটি ললিপপ নিয়ে আসে এবং বলে, আমাদের ভোট দিন। আমরা আপনাদের জন্য রেললাইন নিয়ে আসব। কিন্তু তাদের তো ইতিমধ্যেই রেলমন্ত্রী আছেন। তাদের তো ইতিমধ্যেই রেল মন্ত্রক আছে। যদি তারা মানুষের কথা ভাবতে চাইত, তাহলে তাদের রেললাইন তৈরি করে তারপর সেই বিষয়ে ভোট নেওয়া উচিত ছিল। আমাদের কোনও সমস্যা ছিল না। মহুয়া জোর দিয়ে বলেন, অবশ্যই, আমরা ক্ষমতায় থাকার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। আমরা বাঙালি। অন্য কেউ এখানে আসছে না।

দ্বিতীয় সপ্তাহে কিছুটা ভাটা ‘ ভূত বাংলা’-য়

মুম্বই, ২৯ এপ্রিল ঃ দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়তেই আয়ের গতিতে কিছুটা ভাটা পড়েছে অক্ষয় কুমার অভিনীত হরর-কমেডি ছবি ‘ ভূত বাংলা’র। মুক্তির ১২ দিন পর ছবিটির বক্স অফিসে গতি আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে।বুধবার বক্স অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ছবিটি আয় করেছে ৪.৩৫ কোটি টাকা। তার আগের দিন, ২১ এপ্রিল আয় ছিল ৩.৬৫ কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত ছবিটির মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ১২১.৪০ কোটি টাকায়। আগামী দিনে এই গতি কতটা বজায় থাকে, সেদিকেই নজর প্রযোজক-পরিচালকদের।অন্যদিকে, মাইকেল জ্যাকসন-এর জীবনভিত্তিক হলিউড ছবি ‘ মাইকেল দর্শকদের আগ্রহ বাড়িয়েছে। মুক্তির পঞ্চম দিনে, মঙ্গলবার ছবিটির আয় হয়েছে ২.৪০ কোটি টাকা। মোট সংগ্রহ পৌঁছেছে ২১.১৫ কোটিতে।তবে এই দুই ছবির প্রতিযোগিতায. অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে ‘ গিনি ওয়েডস সানি-২’। মুক্তির পঞ্চম দিনে ছবিটির আয় হয়েছে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। মোট সংগ্রহ ১.৪৩ কোটিতে থেমে রয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যায় ভোটারদের ভোটদানে খুশি প্রধানমন্ত্রী

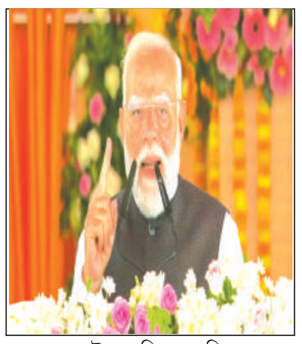

হারদোই, ২৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যায় ভোটারদের ভোটদানে খুশি প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার উত্তর প্রদেশের হারদোই-এ এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলায় বর্তমানে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ চলছে এবং রিপোর্ট অনুযায়ী ভোটারদের উপস্থিতি বেশ ভালো। প্রথম দফার মতোই, বিপুল সংখ্যায় মানুষ ভোট দিতে আসছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ লাইনের ছবি ঘুরছে। বাংলায় এমন এক নির্ভয় পরিবেশে ভোটগ্রহণ হচ্ছে, যা গত ছয়-সাত দশকে অকল্পনীয় ছিল। মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিচ্ছেন। এটি দেশের সংবিধান এবং দেশের শক্তিশালী গণতন্ত্রের এক পুণ্যময় প্রতীক। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে এতটা সচেতন এবং বিপুল সংখ্যায. ভোট দেওয়ার জন্য আমি বাংলার মহান জনগণকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ভোটগ্রহণ শেষ হতে এখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা বাকি। আমি বাংলার জনগণকে গণতন্ত্রের এই উৎসবে একই উৎসাহে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, গতমঙ্গল গুজরাট মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, জেলা পঞ্চায়েত, টাউন পঞ্চায়েত এবং তহসিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে এবং বিজেপি ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ পৌরসভা ও পঞ্চায়েতে জয়লাভ করেছে বলে মনে করা হয়েছে আজ।

দক্ষিণ হাওড়ায় বিশৃঙ্খলা ও ভোটার হেনস্থার অভিযোগ শ্যামল কুমার হাতির

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ ভোটের দিনেই বিশৃঙ্খলার অভিযোগে সরগরম দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্র। থানামাখুয়া মডেল হাই স্কুলের ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী শ্যামল কুমার হাতি। সেক্টর অফিসারের ভূমিকা নিয়েও প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।শ্যামলবাবুর আরও অভিযোগ, ভোটকেন্দ্রের ভিতরে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও আন্দুল রোডের উপর দীর্ঘ লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে ভোটারদের। তাতে যেমন ভোগান্তি বাড়ছে, তেমনই ধীরগতিতে চলছে ভোটগ্রহণ। তাঁর দাবি, এই পরিস্থিতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এর পিছনে প্রশাসনিক গাফিলতির ইঙ্গিত রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।ভোটারদের একাংশও লাইনে দাঁড়িয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা ও ভোটদানের ধীর গতিতে বিরক্তি ছড়িয়েছে ভোটকেন্দ্র চত্বরে।অন্যদিকে, একই দিনে শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ সকালেই নিজের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানান, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সকলেই যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সেটাই তাঁর প্রত্যাশা। প্রথম দফার নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছেন উল্লেখ করে তাঁর আশা, দ্বিতীয় দফাতেও সেই প্রবণতা বজায় থাকবে।তাঁর কথায়, মানুষ নিজের মতো করে ভোট দেবেন। কোনও বাধা টিকবে না। নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনার আবহে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও, শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ হবে বলে আশাবাদী তিনি সাংবাদিকদের বলে।

দিল্লিতে হঠাৎ আবহাওয়ার রদবদল, বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় গরম থেকে স্বস্তি-আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৯ এপ্রিলঃ গরমে হাঁসফাঁস করা রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন এনসিআর অঞ্চলের মানুষ বুধবার সকালে আচমকাই পেলেন স্বস্তির পরশ। দিনের শুরুতেই আবহাওয়ার নাটকীয় পরিবর্তন চোখে পড়ে। প্রবল ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে, আকাশ ঢেকে যায় ঘন মেঘে, আর তারই সঙ্গে দেখা যায় বজ্রবিদ্যুৎ। কিছু সময়ের জন্য হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিও হয়, যা তীব্র গরমে অতিষ্ঠ মানুষের কাছে স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসে।দিল্লির পাশাপাশি নয়ডা ও গাজিয়াবাদেও একই রকম মনোরম আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। সকালবেলার এই পরিবর্তনে অনেকেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়েন, উপভোগ করেন শীতল হাওয়া ও বৃষ্টির আমেজ। গত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বাড়তে থাকা তাপমাত্রার পর এমন আবহাওয়ার পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি এনে দিয়েছে জনজীবনে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, এই আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে স্থানীয় বায়ুমণ্ডলীয় অস্থিরতা। উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে তৈরি হওয়া পরিবর্তনের ফলেই এই ঝড়-বৃষ্টির সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে, আর্দ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধিও এই পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার ও বৃহস্পতিবার দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এর পাশাপাশি হালকা বৃষ্টি, বজ্রঝড় এবং দমকা হাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ফলে আগামী দু'দিন আবহাওয়ার এই অনিশ্চয়তা বজায় থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।এদিকে তাপমাত্রার দিক থেকেও কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত মিলেছে। আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, বুধবার দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে, আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে। যদিও তাপমাত্রা এখনও গ্রীষ্মের মানদণ্ডেই রয়েছে, তবুও বৃষ্টির কারণে গরমের তীব্রতা কিছুটা কম অনুভূত হচ্ছে।উল্লেখযোগ্যভাবে, মঙ্গলবার দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি। সেই তুলনায় বুধবার সকালের আবহাওয়া মানুষের জন্য অনেকটাই আরামদায়ক হয়ে উঠেছে।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, শুধু দিল্লি নয়, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, মধ্য ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্যেও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি শিলাবৃষ্টির আশঙ্কাও করা হচ্ছে। এর ফলে কিছু অঞ্চলে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।তবে আবহাওয়াবিদদের মতে, এই অস্থির পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সপ্তাহান্তের দিকে আবহাওয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ততদিন পর্যন্ত মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে বজ্রঝ।রে সময় খোলা জায়গায় না থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সব মিলিয়ে, আকস্মিক এই আবহাওয়ার পরিবর্তন গরমে ক্লান্ত রাজধানীবাসীর জন্য সাময়িক স্বস্তি এনে দিলেও, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ঝড়-বৃষ্টির কিছু ঝুঁকিও। তাই পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

নিয়মিতকরণের দাবিতে আগরতলায় অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের বিক্ষোভ, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের কাছে ডেপুটেশন

আগরতলা,২৯এপ্রিলঃত্রিপুরার রাজধানী Agartala-এ বুধবার নিয়মিতকরণসহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও ডেপুটেশন জমা দিল বিএমএস সমর্থিত অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা সংঘ। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সহায়িকা এদিন আন্দোলনে সামিল হন।সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, Supreme Court of India-এর নির্দেশ মেনে অবিলম্বে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকাদের চাকরি নিয়মিত করা, পেনশনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ন্যায্য দাবি পূরণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন তাঁরা। সেই দাবিতেই এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সচিবের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।বুধবার সকাল থেকেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শহরের Swami Vivekananda Maidan-এ জড়ো হন আন্দোলনকারীরা। সেখান থেকে সুশৃঙ্খলভাবে মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে মহাকরণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। তবে Circuit House Area সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ মিছিল আটকে দিলে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা তৈরি হয়, যদিও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।এরপর সংগঠনের প্রতিনিধিরা সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন। ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্য সভানেত্রী Debashree Koloi সাংবাদিকদের জানান, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকারা দীর্ঘদিন ধরে অতি স্বল্প পারিশ্রমিকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের ন্যায্য দাবি দ্রুত মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান তিনি।তিনি আরও বলেন, আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী কর্মীদের মর্যাদা ও আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার ইঙ্গিতও দেন আন্দোলনকারীরা।

ভোট দিয়ে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হাই-প্রোফাইল প্রার্থী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন। বুধবার দুপুরে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে নিজের ভোট দেন তিনি। ভোটদান প্রক্রিয়া শেষ করে বুথ থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা চলে যান কালীঘাট মন্দিরে।সেখানে গিয়ে দেবী দক্ষিণাকালীর দর্শন করেন এবং রাজ্যের মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবারই ভোটের দিন মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দেওয়ার পর কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার একটি প্রথা বজায় রাখেন তিনি। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি।মন্দিরে পুজো দেওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও ভক্তদের সঙ্গেও তাঁকে কথা বলতে দেখা যায়। মন্দির চত্বরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। পুজো শেষে তিনি পুনরায় নিজের বাসভবনের উদ্দেশে রওনা দেন।বিকেল ৩টে পর্যন্ত ভোটদানের হারের নিরিখে ভবানীপুর তথা কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে ভোটারদের বেশ ভালোই সাড়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে সকাল থেকেই এই কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর বুথ পরিদর্শন ও কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের জেরে রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে ছিল বলে মনে করা হয়েছে আজ ভোটের দিনে।

বৃহস্পতিবার কাংড়ায় রাহুল গান্ধী, যোগ দেবেন দলীয় অধিবেশনে

ধর্মশালা, ২৯ এপ্রিলঃ হিমাচল প্রদেশের কাংড়ায় কংগ্রেসের সমাপনী অধিবেশনে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার পৌঁছচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। দশদিনব্যাপী ‘ সংগঠন সৃজন অভিযান’-এর সমাপনী পর্বে তাঁর উপস্থিতি শুধু আনুষ্ঠানিক নয়-দলীয় সংগঠনকে নতুন করে সাজানোর বৃহত্তর প্রয়াসের অংশ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা।বুধবার দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই শিবিরে হিমাচল প্রদেশের পাশাপাশি পঞ্জাব ও জম্মু ও কাশ্মীরের জেলা কংগ্রেস কমিটির (ডিসিসি) নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী সংগঠনকে বুথস্তর পর্যন্ত সক্রিয় করার উপর জোর দিতে পারেন। সাম্প্রতিক সময়ে কংগ্রেস যে সংগঠনগত দুর্বলতার মুখোমুখি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এই বার্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।বিশ্লেষকদের মতে, এই সফরকে আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখা কঠিন। স্থানীয় স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করা, নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো এবং ভোটমুখী কৌশল নির্ধারণ-এই তিনটি লক্ষ্যই সামনে রাখা হয়েছে বলেই ধারণা। বিশেষ করে পঞ্চায়েত ও পুর নির্বাচন ঘিরে দলের প্রস্তুতি কতটা এগিয়েছে, সে বিষয়েও আলোচনা হতে পারে।রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি বিনয় কুমার জানিয়েছেন, এই সফর সংগঠনে ‘ নতুন শক্তি’ যোগাবে। তবে রাজনৈতিকভাবে এর গুরুত্ব আরও বিস্তৃত-কারণ, জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের পুনরুত্থানের প্রশ্নে সংগঠনের ভিত্তি মজবুত করা এখন অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।এদিকে, সফরকে কেন্দ্র করে কাংড়ায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, সংক্ষিপ্ত সফর শেষে বিকেলেই দিল্লি ফিরবেন রাহুল গান্ধী।

নিউটাউনের বিশ্ববঙ্গ কনভেনশন সেন্টারে ৯ম বার্ষিক সর্বভারতীয় ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ বৃহস্পতিবার আরম্ভ

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার থেকে ৯ম বার্ষিক সর্বভারতীয় শ্রী সিমেন্ট ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ আরম্ভ হতে চলেছে। নিউ টাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। আয়োজক - কর্পোরেট ব্রিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংগঠনের সম্পাদক দেবাশিস রায় এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, চলতি মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল বুধবার থেকেই তা শুরু হচ্ছে। চারদিনের ওই প্রতিযোগিতা আগামী মাসের ৩ মে পর্যন্ত চলবে। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে আয়োজিত ওই সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অর্ণব গুহ এবং যুগ্ম সম্পাদক সৌরেন দত্ত। প্রাইজ মানি রয়েছে ১০ লাখ টাকা। ৫২টি দল যোগ দিচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রায় ৪০০ জনের কাছাকাছি প্রতিযোগী এবছর যোগদান করতে চলেছে। ইতিমধ্যেই ৩৫০ জনের অধিক নাম লিখিয়েছে। প্রসঙ্গত, বুধবার এ রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে। গাড়িঘোড়া বেশ কম। এ কারণেই অন্যান্য দিনের তুলনায় যানবাহন প্রায় নেই বললেই চলে। এর ফলে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীদের কলকাতায় এই মুহূর্তে যোগদানের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যা। পরিবহন সমস্যা রয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের তরফেও ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তাদের ও সমস্যা রয়েছে।

বিশ্ব দলীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপঃপুরুষ দল তিউনিসিয়াকে বিধ্বস্ত করেছে, মহিলা দল ওয়াকওভার পেয়েছে

লন্ডন, ২৯ এপ্রিলঃ বিশ্ব দলগত টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে বড় জয় দিয়ে ভারতীয় পুরুষ দল তাদের অভিযান শুরু করেছে, অন্যদিকে মঙ্গলবার মহিলা দল ওয়াকওভার পেয়েছে।মানুষ শাহ, মানব থাক্কার ও হরমি দেসাই ভারতের হয়ে.চিত্তাকর্ষক জয়.তুলে নিয়েছেন।মানুষ এসিদ ওয়াসিমকে ৩-১ (১১-৫, ৯-১১, ১১-৩, ১১-৫) গেমে পরাজিত করে দলকে একটি স্থিতিশীল সূচনা এনে দেন, এরপর থাক্কার ও দেশাই অভিন্ন ৩-০ গেমে জয় তুলে নেন।বিশ্বের ৩৮ নম্বর খেলোয়াড় থাক্কার একতরফা ম্যাচে ইউসেফ আইডলিকে ১১-৩, ১১-৩, ১১-৩ গেমে বিধ্বস্ত করে ব্যবধান বাড়ান। দেশাই আবুবাকের বুরাসকে ১১-৫, ১১-৪, ১১-৮ গেমে হারিয়ে ম্যাচটি শেষ করেন এবং ভারতীয় দলের জন্য একটি বড় জয় নিশ্চিত করেন।প্রথম পর্বের 'বি' গ্রুপের ৭ নম্বর গ্রুপে স্থান পাওয়ায় এই ফলাফলের সুবাদে ভারতীয় পুরুষ দল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে, যে গ্রুপে স্লোভাকিয়া ও গুয়াতেমালাও রয়েছে।দিনের শুরুতে, উগান্ডা ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায়ভারতীয় মহিলা দল ৩-০ গোলের ওয়াকওভার পায় আজকের খেলায় জানান।

মিত্র ইন্সটিটিউশনে ভোট দিলেন মমতা

কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃকলকাতার মিত্র ইন্সটিটিউশনে ভোট দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিকেল ৪টের পর ভোট দেন তিনি। এদিন বাহিনীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে মমতা বলেন, তৃণমূলই জিতছে। সিআরপিএফ আমাদের লোকজনদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। বাচ্চাদের মেরেছে, মেয়েদের মেরেছে। কী যে করছে, ভাবতে পারবেন না। কাল রাত থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী অত্যাচার করছে। এটা আদালত অবমাননা। আমার পাড়ার লোক, মেয়েদের মেরেছে। কী যে করছে, কী যে না করছে ওরা। এটা কি ওদের ডিউটি? এটা ওরা করতে পারে না। আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাটেও অত্যাচার করছে। তৃণমূলই জিতছে। বিজেপি হারছে, দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে তৃণমূলের।বুধবার, ভোটের দিন সকালেই কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন মমতা। প্রথমেই তিনি পৌঁছে যান চেতলায়। সেখানে গিয়ে ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তার পরে বলেন, আমি আজ সারা দিন রাস্তায় থাকব। তবে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নয়, তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে। সকাল থেকেই দফায় দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনী, নির্বাচন কমিশন, পুলিশ পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী মমতা। তিনি এ-ও জানান, মঙ্গলবার সারা রাত জেগে পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছেন।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জন্য অনেক এনার্জিতে ভরা থাকবে। আপনি অনেক নতুন প্ল্যান শুরু করার সুযোগ পাবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

বৃষঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি চমকার নতুন ধারণা নিয়ে আসবেন যা আপনাকে আর্থিক ভাবে লাভবান করবে। আপনার মাধুর্যতা এবং ব্যক্তিত্ব আপনাকে কিছু নতুন বন্ধু তৈরি করতে সাহায্য করবে। আপনার ভালোবাসার মানুষ বা স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া বার্তা অথবা একটি সু ন্দর যোগাযোগ আজকের দিনে আপনার মনোবল বাড়িয়ে তুলবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মিথুনঃ আপনার জন্য এটা নতুন কিছু শুরু করার সময়। আপনার চিন্তাভাবনায় থাকবে নতুনত্ব আর ক্রিয়েটিভিটি, যা আপনার কাজে নতুন এনার্জি আনবে। আপনি নিজের আইডিয়া খোলামেলা ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, এতে কাছের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভাল হবে। পার্সোনাল লাইফে কমিউনিকেশনের গুরুত্ব বুঝো।

কর্কট রাশি ঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। সন্তান হতে পারে

সিংহঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ আজ আপনাকে বিরক্ত করতে পারে যার কারণে আপনাকে হাসপাতালে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। গৃহ প্রবেশের পক্ষে শুভ দিন। শুভদিন

কন্যাঃ যদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। একটি ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও আপনি সহজেই ক্লান্তি সামলাতে সক্ষম হবেন। শুভদিন।

তুলাঃআজকের দিনটা পজিটিভ এনার্জি আর নতুন সম্ভাবনায় ভরা থাকবে। চারপাশের মানুষের সঙ্গে মিশতে আরাম লাগবে, এতে সম্পর্কের মিষ্টতা বাড়বে। আজ আপনি সামাজিক কাজে অ্যাকটিভ থাকবেন আর আপনার বুদ্ধিমত্তা আর মিলেমিশে চলার ক্ষমতা অনেক সুযোগ এনে দেবে।।

বৃশ্চিকঃ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয.করতে হবে না। শুভদিন

ধনুঃ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে- আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন।

মকরঃ আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। বিবাহের যোগ হবে।

কুম্ভঃআজকের দিন কুম্ভ রাশির জন্য কিছু বিশেষ ইতিবাচক শক্তি নিয়ে. আসবে। আজ আপনি নতুন পরিকল্পনা করার এবং তা বাস্তবায়ন করার কথা ভাববেন। শুভ দিন ।

মীনঃআপনার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সারাতে হাসি চিকিৎসা ব্যবহার করুন কারণ এটি সব সমস্যার সেরা প্রতিষেধক। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সিনিয়রদের কাছ থেকে আর্থিক পরিচালনা এবং সঞ্চয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে পারেন এবং সেগুলি আপনার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারেন। আপনার ঘরে ঐক্য আনতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করুন।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসছে জলীয় বাষ্প। সেই কারণে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই বৃষ্টির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কালবৈশাখীরও রয়েছে সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হতে পারে ঝড়-বৃষ্টি। কলকাতা-সহ কয়েক জেলায় ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার। ঝড়-বৃষ্টির সৌজন্যে গরম কমে, স্বস্তি ফিরবে। আগামী তিন দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও কমবে।দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়ায় হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি ঝড় বইতে পারে। ওই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায়ও ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গেও।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬২ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫০মিনিট এবং রাত ১২টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১০মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে আটক তৃণমূল নেতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৯ এপ্রিল ঃ এবার ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনা বানু শেখের স্বামী মতিউর সেখকে আটক করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, জয়নগর বিধানসভার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বুধবার সকালে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন মতিউর সেখ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। এরপরই তাঁকে আটক করা হয়। বকুলতলা থানার এক আধিকারিক জানান, 'ভোটের দিন এলাকায় অশান্তি পাকানো বা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই নির্দেশ মেনেই তাঁকে আটক করা হয়েছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।' এদিন সন্ধ্যায় তাকে ছাড়া হয়।কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেওয়া হয়েছে।

আইএসএফ প্রার্থীর সহযোগীকে ব্যাপক মারধর, উত্তপ্ত খানাকুল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল, ২৯ এপ্রিল ঃ দ্বিতীয় দফার ভোটে উত্তপ্ত হুগলির খানাকুল। আই এস এফ প্রার্থীর সহযোগীকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে খানাকুল থানার সামনে ধর্নায় বসেন আইএসএফ প্রার্থী সাদ্দাম হোসেন। তাঁর বক্তব্য, খানাকুলে আর তৃণমূলের অস্তিত্ব নেই। ভয় পেয়েই হামলা চালিয়েছে শাসকদলের দুষ্কৃতীরা। বুধবার কড়া নিরাপত্তায় রাজ্যের ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হয় সকাল ৭টায়। খানাকুলে একাধিক বুথে আইএসএফ এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। সেই খবর পেয়ে বুথে এজেন্ট বসাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন খানাকুলের আইএসএফ প্রার্থীর সহযোগী শেখ মণিরুল ইসলাম। খানাকুলের আইএসএফ প্রার্থী সাদ্দাম হোসেনের অভিযোগ, খানাকুল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বেশ কয়েকটি বুথে এদিন তাঁদের এজেন্টদের বসতে বাধা দেয় তৃণমূল। তার মধ্যে কামদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১১১ নম্বর বুথে এজেন্ট বসানোর জন্য এজেন্ট ও কয়েকজন দলীয় কর্মীকে নিয়ে সেখানে হাজির হন সাদ্দাম। আই এস এফ প্রার্থীর অভিযোগ, বুথের এজেন্ট বসানোর জন্য তিনি বুথের ভেতরে গেলে সেই সময় বুথের বাইরে থাকা তাঁর সহযোগী শেখ মণিরুল ইসলামের উপর হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। মাটিতে ফেলে তাঁকে লাঠি ও রড দিয়ে পেটানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই সহযোগীকে উদ্ধার করে খানাকুল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে খানাকুল থানার সামনে ধর্নায় বসে পড়েন আইএসএফ প্রার্থী সাদ্দাম হোসেন। আইএসএফ প্রার্থী সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'খানাকুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫টি বুথে আমাদের এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের এজেন্টদের পথে আটকায়। এবং এজেন্ট কার্ড কেড়ে নেয়। খানাকুলে তৃণমূলের যে অস্তিত্ব নেই, তা প্রমাণিত। বেছে বেছে শুধু আই এস এফের উপর হামলা হচ্ছে।'

ধনেখালিতে ভোটের দিন নকল ইভিএম নিয়ে ব্যক্তি, পুলিশের হাতে আটক

দুরন্তবার্তা, নিজস্স সংবাদদাতা, ধনেখালি হুগলি, ২৯ এপ্রিল ঃ বুথে যাওয়ার পথে প্রত্যেক ভোটারকে পেরোতে হবে সেই এলাকা। সেখানেই ওই ব্যক্তির সামনে এল পুলিশ। ধরে নিয়ে গেল! গাছের তলায় একটা চাতালে মাদুর বিছিয়ে বসে! সেখান থেকেই সকলে ভোট দিতে যান। জানা যাচ্ছে, নকল ইভিএম নিয়ে বসে ছিলেন ওই ব্যক্তি। যাঁরা ভোট দিতে যাচ্ছেন, মেশিনে দেখাচ্ছেন কোথায় টিপতে হবে বোতাম! ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার ধনেখালি বিধানসভার দশঘড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ৯০ নম্বর বুথ এলাকায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল সদস্যকে ইতিমিধ্যেই আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, দশঘড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূল নেতা অরূপ ঘোষ ওই বুথের আশেপাশে সাধারণ ভোটারদের নকল ইভিএম দেখিয়ে তৃণমূলের চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির পক্ষ থেকে সরাসরি নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। গেরুয়া শিবিরের দাবি, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং ভয় দেখিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছিল তৃণমূল। যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ভাঙড়ে আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঙড়, ২৯ এপ্রিল ঃ ভাঙড়ে বুথে বাধার অভিযোগ, ঘটনাস্থলে নওশাদ সিদ্দিকী। ভাঙড়ে ভোটকে ঘিরে ফের উত্তেজনা ছড়ালো শাইহাটি এলাকায়। বুথ নম্বর ২৫৮ ও ২৫৯-এ ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বুধবার সকাল থেকেই একাংশ ভোটারকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না এবং এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়। এই খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী। সেখানে গিয়ে ক্ষুব্ধ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। নওশাদ সিদ্দিকীর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে বিরোধী সমর্থকদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন, জেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কেন সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারছেন না, তা নিয়ে সরব হন তিনি। অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন আইএসএফ প্রার্থী এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, বিরোধীরা ভোটে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কায় মিথ্যা অভিযোগ তুলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং কোথাও কোনও অনিয়ম প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও নিরাপত্তা বাহিনী দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বুথের সামনে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। ভাঙড়ে ভোটকে ঘিরে একের পর এক অভিযোগে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে, যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে।

কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাদে মোটের উপর 'শান্তিপূর্ণ'ই হাওড়ার ভোটগ্রহণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাদে মোটের উপর 'শান্তিপূর্ণ'ভাবেই চলছে হাওড়ার ভোটগ্রহণ, তৃণমূলের এজেন্টদের উপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ এর অভিযোগ লিলুয়ায়। মধ্য হাওড়ায় ধারাল অস্ত্র সহ আটক যুবক। স্লো পোলিং থেকে শুরু করে ইভিএম খারাপের অভিযোগ একাধিক বুথে। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাদে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খবর অনুযায়ী মোটের উপর 'শান্তিপূর্ণ'ভাবেই চলছে হাওড়ার ভোটগ্রহণ। তৃণমূলের এজেন্টদের উপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ এর অভিযোগ উঠেছে বালি বিধানসভা কেন্দ্রের লিলুয়ায়। মধ্য হাওড়ায় ধারাল অস্ত্র সহ এদিন আটক হন এক যুবক। এছাড়াও 'স্লো-পোলিং' থেকে শুরু করে 'ইভিএম খারাপে'র অভিযোগ উঠেছে হাওড়ার একাধিক বুথে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী বিকেল ৫টে পর্যন্ত হাওড়া জেলায় ভোটের হার ৮৯.৪৪। এদিন সকাল সাতটা থেকেই হাওড়া জেলাতেও ভোটগ্রহণ শুরু হয়। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথের সামনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। মহিলাদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। সকালের দিকে হালকা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই মানুষকে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। বয়স্ক, শারীরিক প্রতিবন্ধী হুইল চেয়ারে ভোট দিতে এসেছেন এমন ছবিও দেখা যায়। এদিন হাওড়ার বালি বিধানসভা কেন্দ্রের ডন বসকো লিলুয়ায় সোহনলাল দেওরালিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে ইভিএম খারাপ এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী 'লাঠিচার্জ' করে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেসের আরও অভিযোগ, বাংলা বলায় এজেন্টদের মারধর করা হয়। এর বিরুদ্ধে সরব হন বালির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র। এই ঘটনায় দু'জনকে আটক করা হয় বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী। ১৫২, ১৫৩ ও ১৫৪ নম্বর বুথে গন্ডগোলের অভিযোগ ওঠে। এদিন সকালে মধ্য হাওড়ায় কাসুন্দিয়া মহাকালী বালিকা বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ রায়। ভোটদানের পর তিনি জানান, আপাতত ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ঠিকঠাক চলছে। ভোটারদের নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদানের আহ্বান জানান তিনি। এর পাশাপাশি হাওড়ার শিবপুর বিধানসভার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ এদিন সকালে তাঁর নিজের ভোটকেন্দ্রে এসে ভোটদানের প্রক্রিয়া পরিদর্শন করেন। পরে দুপুরে জগাছা গার্লস স্কুলে তিনি ভোটদান করেন। তিনি বলেন, এটা গণতন্ত্রের লড়াই। সবাই নিজের ভোট যাতে সুষ্ঠুভাবে দিতে পারেন এটাই আশা করব। তিনি আরও বলেন, প্রথম দফার নির্বাচনে ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ভোট দিতে পেরেছেন। এবারও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ঠিক সেইমতোই নিজের মতো করে মানুষ ভোট দিচ্ছেন। অন্যদিকে, এদিন দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভার থানামাখুয়া মডেল হাইস্কুলের ভোটকেন্দ্রে এসে ভোটারদের হেনস্থার অভিযোগ তোলেন বিজেপি প্রার্থী শ্যামল কুমার হাতি। বুধবার তিনি সেক্টর অফিসারের বিরুদ্ধে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন। প্রার্থীর অভিযোগ, ভোটকেন্দ্রের ভিতরে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও আন্দুল রোডের উপর ভোটারদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে এবং ধীরগতিতে ভোটগ্রহণ চলছে। তাঁর দাবি, এই পরিস্থিতি রাজ্য সরকারের স্বার্থে কাজ করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। শ্যামল বাবু জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি এদিন বালি বিধানসভা কেন্দ্রের লালাবাবু শায়র রোডে তৃণমূল ক্যাম্পে দুপুরের লাঞ্চ টাইমে মহিলাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয় বলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে তৃণমূল।এই ঘটনা শুনেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র। রাস্তা অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। অবিলম্বে দোষী পুলিশকে এসে ক্ষমা চাইতে হবে এই দাবি তোলা হয়। এদিন কৈলাশ মিশ্র বলেন, বালিতে বুথ এজেন্ট দেওয়ার লোক নেই বিজেপির অথচ কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির হয়ে এদিন কাজ করেছে। কোথাও পুলিশ মারধর করছে। অন্যদিকে, এদিন মধ্য হাওড়ার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের নরসিংহ বোস লেন এলাকায় ধারালো অস্ত্র হাতে এক যুবককে ঘুরতে দেখা যায়। 'ভাইরাল' হয় সেই ভিডিও। যদিও সেই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি এই সংবাদমাধ্যম। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই যুবক এলাকার বাসিন্দাদের বিজেপিতে ভোট দেওয়ার কথা বলছিলেন এবং ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছিলেন।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে শিবপুর থানার পুলিশ ওই যুবককে আটক করে এবং ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার করে। তবে বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এদিকে, এদিন উত্তর হাওড়ার নন্দীবাগান ফার্স্ট বাই লেনের ১৪৪ নম্বর বুথে 'ফলস ভোট' দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে তৈরি হলো তুমুল উত্তেজনা। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাই। বুথের ভেতরেই প্রিসাইডিং অফিসারের সাথে তপ্ত বাক্যবিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন তিনি। উমেশ রাইয়ের অভিযোগ, বেলা বাড়ার সাথে সাথেই শাসক দল ভোট লুঠের মরিয়া চেষ্টা চালায়। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় তিনি নিজে বুথে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। ইতিপূর্বেই পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। এদিন হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভার অন্তর্গত জগৎবল্লভপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৯ নম্বর বুথের সামনে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে বুথ জ্যামের অভিযোগ ওঠে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এদের সরিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি এদিন বালি বিধানসভা কেন্দ্রের সোহনলাল দেউরালিয়া বালিকা বিদ্যালয় ১৫২ নম্বর বুথের প্রিসাইডিং অফিসার হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স আনা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সাময়িক 'বন্ধ' হয়ে যায় ভোটগ্রহণ। বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। ওই প্রিসাইডিং অফিসারকে জয়সোয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সবাই অবাক, ভবানীপুরে তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে শুভেন্দু অধিকারী, খেলেন ঠান্ডা পানীয়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ ভোটের দিনে ভবানীপুরে বড় চমক। তৃণমূলের ক্যাম্পে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বুথে বুথে ঘোরার সময় আচমকা তৃণমূলের একটি ক্যাম্প অফিসে ঢুকে পড়েন বিজেপি প্রার্থী। তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে হেসে কথা বলেন। তাঁদের সঙ্গে হাত মেলান। সেই সময় তৃণমূলের এক কর্মী শুভেন্দুর দিকে ঠান্ডা পানীয় এগিয়ে দেন। সেই ঠান্ডা পানীয় খেয়ে হাসিমুখে তৃণমূলের ক্যাম্প অফিস থেকে বেরিয়ে যান ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী। ছাব্বিশের নির্বাচনে সবচেয়ে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ভবানীপুর। এই কেন্দ্রে একদিকে তৃণমূলের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বিজেপি প্রার্থী করেছে বিধানসভার বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুকে। সারা দেশের নজর রয়েছে এই কেন্দ্রের দিকে। এদিন সকাল থেকে ভবানীপুরের বুথে বুথে ঘুরছেন শুভেন্দু। বুথে বুথে ঘোরার সময় কালীঘাট চত্বরে তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন তৃণমূলের মহিলা কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। ওঠে 'জয় বাংলা' স্লোগান। সেইসময় ফোনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডাকেন বিজেপি প্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুভেন্দুর অভিযোগ, এলাকায় বহিরাগত ঢুকিয়েছে তৃণমূল। একদিকে যখন কালীঘাট চত্বরে শুভেন্দুকে ঘিরে বিক্ষোভের ছবি দেখা গিয়েছিল, অন্য জায়গায় দেখা গেল তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে বিজেপি প্রার্থীকে। রাস্তার ধারেই তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে বসেছিলেন ঘাসফুল শিবিরের কর্মীরা। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন শুভেন্দু। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের দেখে শাসকদলের ক্যাম্প অফিসের দিকে এগিয়ে যান বিজেপি প্রার্থী। প্রথমে কিছুটা হতচকিত হয়ে যান তৃণমূল কর্মীরা। পরে তাঁরাও শুভেন্দুর সঙ্গে হেসে কথা বলেন। বিজেপি প্রার্থী তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে হাত মেলান। এক মহিলা তৃণমূল কর্মীকে শুভেন্দু বলেন, তএকসঙ্গে থাকা দরকার।দ ওই মহিলা তৃণমূল কর্মী বলেন, 'অবশ্যই।' এক তৃণমূল কর্মী একটি বোতলের ঠান্ডা পানীয় শুভেন্দুর দিকে এগিয়ে দেন। হাসিমুখে ঠান্ডা পানীয় খেয়ে তৃণমূলের ক্যাম্প থেকে আবার এগিয়ে যান শুভেন্দু।

জওয়ানের ধাক্কায় বুথেই লুটিয়ে পড়লেন একাশির বৃদ্ধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ বাংলায় নির্বাচনে বাহিনীর দৌরাত্ম্য! ভোট দিতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ গেল বৃদ্ধের। অভিযোগ, তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে। জানা গিয়েছে, নাম পূর্ণচন্দ্র দোলুই। বুধবার দ্বিতীয় দফায় ভোট হাওড়ায়। উদয়নারায়ণপুরের খোসালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিতে যান একাশির বছরের ওই বৃদ্ধ। কিন্তু ছেলেকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। কোনওমতে একাই বুথের ভিতরে ঢোকেন পূর্ণচন্দ্র। ঠিক তখনই তাঁকে কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা ধাক্কা মেরে মাটিকে ফেলে দেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রবীণ ভোটারের। এদিকে এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'অমিত শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়েছে; সাধারণ মানুষের ওপর লেলিয়ে দেওয়া একদল লাইসেন্সপ্রাপ্ত গুণ্ডা'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, তোমরা কোন রাজ্য থেকে আসছ তাতে কিছু যায় আসে না। কার রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় তোমরা আছ, সেটাও বড় কথা নয়। এই বর্বরতার সঙ্গে জড়িত তোমাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করা হবে এবং আইনের চরম শাসনের মুখোমুখি করা হবে। তোমাদের এই সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হবে চরম ধ্বংসের মধ্য দিয়ে'। কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক অবশ্য জানিয়েছেন, পূর্ণচন্দ্র দলুই নামে ছেলের সঙ্গে ভোট দিতে গিয়েছিলেন। ভোট দেওয়ার পর ভোটদান কক্ষের কাছে পড়ে যান। খবর পাওয়া গিয়েছে, অসুস্থ বোধ করছিলেন তিনি। আমতা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

বিয়ে বাড়ির আদলে মডেল বুথ সরবেড়িয়ায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৯ এপ্রিল ঃ জয়নগর গণতন্ত্রের উৎসবে সাধারণ ভোটারদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই এবার আস্ত একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রকে বিয়ে বাড়ির আদলে রূপ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত নারায়নীতলা পঞ্চায়েতের সরবেড়িয়া টিএস সনাতন হাই স্কুলের ১৮৫ এবং ১৮৬ নম্বর বুথে ১৫২৩ জন ভোটার রয়েছে। আর সেই দু'টি বুথ যে স্কুলে রয়েছে সেখানে বিয়ে বাড়ির রঙিন আলো এবং পাখার ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। চলছে রান্না। ভোট দিতে এসে অত্যন্ত খুশি সাধারণ ভোটাররা। এবারের ভোটে প্রতিটা বিধানসভায় মডেল বুথ করেছে নির্বাচন কমিশন।তবে অন্যান্য বিধানসভা থেকে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার মডেল বুথকে ভিন্ন ধরনের করা হয়েছে। এখানে ভোটারদের জন্য একাধিক সুবিধা রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে ভোট দিতে আসা এক ভোটার বলেন, আমি ভোট দিতে এসে চমকে গেছি। এটা ভোটের বুথ নাকি বিয়ে বাড়ি বুঝতে পারছিলাম না। তবে এসে খুব ভালো লাগলো।নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের উদ্যোগ খুব ভালো লাগলো।

'ভাল সরকার, ভাল ভবিষ্যৎ', ভোট দিয়ে আশাবাদী দেব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিন সকালে শহরের সাউথ সিটির একটি স্কুলে ভোট দিলেন তৃণমূল সাংসদ ও অভিনেতা দেব। গত এক মাস ধরে দলীয় প্রচারে সক্রিয় থাকার পর ভোটের দিন তাঁর বার্তা স্পষ্ট;সকলের অংশগ্রহণেই গণতন্ত্র। ভোট দিয়ে বেরিয়ে দেব বলেন, তভোটের মাধ্যমে আমরা একটা ভাল সরকার এবং একটা ভাল ভবিষ্যৎ যেন পাই।দ তাঁর মতে, এ দিন পর্যন্ত ভোটগ্রহণ মোটের উপর শান্তিপূর্ণ হয়েছে এবং মানুষের অংশগ্রহণও সন্তোষজনক। তযত বেশি ভোট পড়বে, ততই ভাল। প্রতিটা ভোটের গুরুত্ব আছে;এটা মানুষকে বুঝতে হবে,দ যোগ করেন তিনি। এ বারের নির্বাচনে লড়াই কঠিন কি না, সেই প্রশ্নে অভিনেতা-সাংসদের জবাব ছিল সরাসরি। 'আমি দলের কর্মী হিসেবে চাইব, আমার দলই জিতুক। যে দলের হয়ে এত দিন প্রচার করেছি, চাইব তারাই জিতুক। চাই, চতুর্থ বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নিন। তবে শেষ কথা বলবে মানুষ, ৪ মে ফলেই সব স্পষ্ট হবে।' প্রচারের সময় থেকেই ধর্মকে ভোটের ইস্যু না করার বার্তা দিয়ে আসছিলেন দেব। ভোটের দিনেও সেই অবস্থানেই অনড় তিনি। তাঁর কথায়, তআমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। সব ধর্ম, সব জাতিকে সম্মান করতে হবে। যারা দেশ চালান, তাঁদের এই নীতিতে অটল থাকা জরুরি।দ একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী বদলাতে পারেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশন, সেনাবাহিনী বা তদন্তকারী সংস্থাগুলির নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' ভোটারদের উদ্দেশেও বার্তা দিয়েছেন তিনি। তকে কাকে ভোট দেবেন, তা আমি বলতে পারব না। মানুষ নিজের মতো করে প্রার্থী বেছে নিনদ; বলেছেন দেব। ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিয়েও নিজের মতামত জানিয়েছেন অভিনেতা-সাংসদ। তাঁর মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখন বড় চ্যালেঞ্জ, যার প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও। তদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু সেই হারে কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না, বলেন তিনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন বলেও মত তাঁর। এটা পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় মেটার বিষয় নয়। ২০-২৫ বছরের পরিকল্পনা দরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য; সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সব মিলিয়ে, ভোটের দিনেও রাজনৈতিক বার্তা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার মিশেলে নিজের অবস্থান স্পষ্ট রাখলেন দেব;গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নই তাঁর মূল ফোকাস।

'সেলিব্রিটি ট্রিটমেন্ট চাই না', লাইনে ভোট মিঠুন চক্রবর্তী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড়, ২৯ এপ্রিল ঃ অভিনয়ের রঙিন জগত হোক বা রাজনীতির ময়দান; মিঠুন চক্রবর্তী বরাবরই মেজাজে থাকেন। বুধবার সকালে কলকাতার বেলগাছিয়া এলাকার তাঁর ভোটকেন্দ্রে তাঁর উপস্থিতি ঘিরে তৈরি হয় প্রবল উন্মাদনা। তবে আর পাঁচজন তারকার মতো বিশেষ সুবিধা নয়, বরং সাধারণ ভোটারদের সঙ্গেই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে নিজের ভোটের প্রতীক্ষা করলেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই মহাগুরুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা। ভোট দিয়ে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন 'মহাগুরু'। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানান, কোনও বিশেষ সুবিধা বা 'সেলিব্রিটি ট্রিটমেন্ট' তিনি চাননি। মিঠুন বলেন, 'একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেই আমি ভোট দিতে এসেছি। আমি কোনও বাড়তি সুবিধা দাবি করিনি। আমার বিশ্বাস, নির্বাচন প্রক্রিয়া খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। সমস্ত ব্যবস্থা সঠিকভাবে করার জন্য আমি নির্বাচন কমিশনকেও ধন্যবাদ জানাই।' এদিন সকাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন বুথে টলিউড তারকাদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, আবির চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়; প্রত্যেকেই সকালেই পৌঁছে যান ভোটকেন্দ্রে। ভোট দেওয়ার পর কালি লাগানো আঙুলের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সাধারণ মানুষকেও ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন এই তারকারা। চলচ্চিত্র জগতের পাশাপাশি রাজনীতির ময়দানেও মিঠুনের সফর বেশ দীর্ঘ। ২০১৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে তাঁর সংসদীয় রাজনীতির সূচনা হয়েছিল। রাজ্যসভার সদস্য হলেও ২০১৬ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ইস্তফা দেন তিনি।

নির্বাচনী কাজে বিজেপির প্রভাব, বিএলও-র বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শ্রেয়া পাণ্ডে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ কলকাতার মনিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রানি ভবানী স্কুলে ভোটগ্রহণকে ঘিরে মঙ্গলবার তীব্র উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সকাল থেকেই এই বুথে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়, তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। ভোটারদের একাংশ অভিযোগ করেন, ভোটদানের গতি অত্যন্ত ধীর, যার ফলে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের ভোগান্তি বাড়ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডের অভিযোগকে কেন্দ্র করে। তিনি দাবি করেন, বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন না এবং বিজেপির পক্ষ নিয়ে আচরণ করছেন। তাঁর অভিযোগ, ভোট প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতমূলক ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। শ্রেয়া পাণ্ডে আরও অভিযোগ করেন যে, একই বুথে বিজেপি প্রার্থীকে সহজেই প্রবেশ করতে দেওয়া হলেও তাঁকে বা তাঁর দলের প্রতিনিধিদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশন বিষয়টি জেনেশুনে এড়িয়ে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সকল প্রার্থীর সমান অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না বলেই তাঁর অভিযোগ। শ্রেয়া পাণ্ডের মতে, এই ধরনের আচরণ ভোটের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

বাসন্তীতে বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড়, ২৯ এপ্রিল ঃ বাসন্তী বাসন্তীতে বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে 'জয় বাংলা' স্লোগান, গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য। বাসন্তীতে বিজেপির প্রার্থীর ওপরে হামলা ও গাড়ি ভাঙার অভিযোগ। বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের ৭৬ নম্বর বুথের ঘটনা। বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দার যখন বুথ পরিদর্শনে যান, তখন তাঁর উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। ভেঙে দেওয়া হয় বিকাশ সর্দারের গাড়ি। তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীর আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও তারা উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এরই মধ্যে একটি ভিডিয়ো ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা গিয়েছে, প্রবল ধাক্কাধাক্কি ও ধস্তাধস্তি হচ্ছে। সেখানেই বিজেপি প্রার্থীকে কার্যত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ছবি দেখা যায়। বিজেপি প্রার্থী গাড়িতে ওঠার পরে, সেই গাড়িতে চড়-থাপ্পড় ও মারতে দেখা যায় বিক্ষোভ কারীদের। প্রথমে ওই বুথে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী। বুথে ঢোকার আগে বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে বেশ কয়েকজন যুবককে জয় বাংলা স্লোগান দিতে দেখা যায়। বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অনেকে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের কাছে নালিশ জানান বিজেপি প্রার্থী। তারপরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানকে বলতে শোনা যায়, 'এটা পোলিং বুথ। এখানে চেঁচামেচি করবেন না।' বুথ থেকে বেরিয়ে আসার পরেও বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে স্লোগান করেন বেশ কয়েকজন যুবক। তবে বাসন্তীর এই ঘটনায় এফ আই এর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন বলে সূত্রের খবর।

ভোটের দিনে তৃণমূলের ক্যাম্পে গিয়ে 'আড্ডা' মারছেন সুজন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ দ্বিতীয় দফার ভোটে খোশমেজাজে সুজন চক্রবর্তী। ভোট দিতে এসে গল্প জুড়লেন তিনি। তাও আবার তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে। এই দৃশ্যে অবাক অনেকেই। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে সৌজন্যের ছবি। কোথাও তৃণমূল প্রার্থী 'বেস্ট অব লাক' বলছেন বিজেপি প্রার্থীকে, কোথাও আবার হেসে হাত মেলাচ্ছেন। এই সৌজন্যের ছবি দেখালেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীও। সোনারপুর দক্ষিণের ভোটার প্রাক্তন বাম সাংসদ সুজন চক্রবর্তী। এ দিন সকালেই তিনি ভোট দিতে যান। তবে ভোটদানের আগে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে খোস মেজাজে গল্প জোড়েন। তাদের ক্যাম্পে গিয়ে গল্প জুড়ে দেন সুজন চক্রবর্তী। এরপরে ভোট দেন। অবাধ ও শান্তিপুর্ণ ভোটের দাবি জানান তিনি। তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় দফার ভোট এখনও পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে। কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর পেয়েছি। তবে মোটের উপরে শান্তিপূর্ণ হচ্ছে। ভোটারদের লম্বা লাইন বুথে। সবাই নিজের ভোট নিজে দিন।' একই ছবি দেখা গিয়েছে নবদ্বীপ বিধানসভার ভালুকা এলাকায়। তৃণমূলের বুথ অফিসে গিয়ে হাতে জপমালা নিয়ে বসে থাকেন নবদ্বীপের বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামী। তাঁর বক্তব্য, 'সারাদিন সবাই ভোট করবে, সন্ধ্যা বেলায় সকলে একসঙ্গে চা খাবে। ভোটের ময়দানে এসে সামাজিক সম্পর্ক যাতে নষ্ট না হয়'।

বুথ পরিদর্শন করে ভোট দিলেন জয়নগর তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৯ এপ্রিল ঃ বুধবার সকাল থেকেই জয়নগর বিধানসভার প্রতিটা বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন চোখে পড়লো। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোটগ্রহণ চলছে। এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার বুথে বুথে ঘুরে ভোটের কাজ পরিদর্শনের পাশাপাশি এদিন দুপুরে জয়নগর বিধানসভার মায়াহাউড়ি পঞ্চায়েতের দাড়া আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ১৬৬ নং বুথের ১ নং ঘরে গিয়ে ভোট দিলেন জয়নগর বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস। এদিন তিনি ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে বলেন, খুব ভালো নির্বাচন হচ্ছে। মানুষ ভোটের বাক্সে জোড়াফুল ফোটাচ্ছে।

সকাল সকাল নিজের ভোট দিলেন জয়নগর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৯ এপ্রিল ঃ জয়নগর বুধবার সকাল থেকেই জয়নগর বিধানসভার প্রতিটা বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন চোখে পড়লো।কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোটগ্রহন চলছে।এদিন সকালেই ভোটারদের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন জয়নগর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অলোক হালদার।এদিন বিজেপি প্রার্থী অলোক হালদার পদুয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিয়ে সকল ভোটারদের ভোট দিতে আসার আহবান জানালেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৪৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ বৈশাখ, ১৪৩৩

বিশ্বজয়ী বাংলা ভাষা

রাস্তায় সকাল বেলা ঘুরলেই বুঝতে পাওয়া যায় যে অসংখ্যা ছাত্রছাত্রীরা পিঠে বইয়ের বোঝা নিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করেছে। তারা বলতে গেলে অধিকাংশ ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রছাত্রী। তাদের পিতামাতা প্রায় সময়ে বলতে থাকে যে তাদের সন্তানরা মাতৃভাষাটা ঠিক মতো করে বলতে পারে না এবং লিখতে পারে না। এটা বেশ গর্ব করে বলতে শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি বিশেষ করে শহরের বাংলা স্কুলগুলি অধিকাংশ তালাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনা করানোর ইচ্ছা এখন আর অভিভাবকদের নেই। তারা এখন তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলে পড়াতে আগ্রহী। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর বেশ কয়েকটি করে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি ছাত্রদের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে বাংলা মাধ্যমে পড়ে ছাত্রদের তার মুর্খ রাখার ইচ্ছা অভিভাবকদের নেই। কিন্তু শহর কলকাতা ছেড়ে যদি একবার গ্রামের দিকে তাকানো যেতে পারে তাহলে দেখতে পাওয়া যায় সেখানে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি বেশ রমরমা করে চলছে। সেখানকার স্কুলে ছাত্রদের অভাব নেই। স্কুলে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছেন সেখানকার শিক্ষকেরা। বাংলাভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা ওপরে বেশি করে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বিলাত যখন বাংলায় স্কুল খোলার কথা চিন্তা করতে শুরু করে তখন রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ওপরে শিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে। রামমোহন রায়ের নীতি ধরে পথ চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি তো প্রথম থেকেই বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ওপরে জোর দেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। তিনি তো সেই সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষাকে বাংলার ভাষার পাশাপাশি রাখার চর্চার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বেথুন সাহেব। তিনি তো মহিলাদের শিক্ষা ব্যাপারে এগিয়ে এসে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই বেথুন স্কুলে ছাত্রী জোগাড় করতে এগিয়ে এসেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বাংলা ভাষা বা মাতৃভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করার ওপরে বেশি করে জোর দিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' নাম ছিল সেই পত্রিকার। সেই সময়ে বাংলার অধিকাংশ মানুষেরা বাংলা ভাষা চর্চার ওপরে বেশি করে গুরুত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা একদিকে যেমন বাংলা ভাষার চর্চা করতো অপরদিকে তারা আবার ইংরেজি ভাষার চর্চা করতো। তা বড় প্রমাণ হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি তো একেবারে সাহেব তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোনও সময়ে বাংলা ভাষা শুনতে পাওয়া যেত না। কিন্তু ভাগ্য তাকে আবার মাতৃভাষার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। তিনি ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা ত্যাগ করে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করতে শুরু করলেন। বাংলা ভাষাকে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু শত অত্যাচারে বাংলা ভাষা বিশ্ব জয়ী।

ভারতীয় ক্রিকেটের স্বর্গ

ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার পরই ক্রিকেট ভারতের একটি জনপ্রিয় খেলা। সেই কারণে ভারতের প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত শহরে একটি করে ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ে উঠেছে। কলকাতার যেমন ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়াম ঠিক সেই রকম মুম্বইতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম রয়েছে। ইংল্যাণ্ডের লর্ড স্টেডিয়াম যদি বিলাতের ঐতিহ্য হয় তাহলে ভারতের ক্রিকেট স্টেডিয়াম হিসাবে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম লর্ডস এর সমতুল্য। যদিও কলকাতার ইডেন গার্ডেনও লর্ডসের মতো ঐতিহ্যকে বহন করে। তবে বিশ্ব ক্রিকেটে লর্ডসের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এবারে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শচীন তেন্ডুলকরের একটি মূর্তি বসেছে। তাই নিয়ে গোটা মহারাষ্ট্র আবেগে ভেসে যেতে শুরু করে দিয়েছিল। এই স্টেডিয়ামে রয়েছে 'ভিক্ট্রি মেমোরিয়াল স্ট্যান্ড'। ২ এপ্রিল ২০১১ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির বিশ্ব কাপ জেতার ছক্কা এখানে এসে পড়েছিল। সেই ছক্কার জায়গাটিকে সুরক্ষিত করেছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। ভারত-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ খেলার দিনই এবারে শচীনের একটি বিশাল মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। সেটা উদ্বোধন করেছেন শচীন স্বয়ং। তিনি তাঁর নিজের মূর্তি উদ্বোধন করে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। কলকাতার ইডেন এবং মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা একটা আলাদা আভিজাত্যের মর্যাদা এনে দেয়। সেই আভিজাত্যকে ঘিরে চলতে থাকে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতমানের ক্রিকেট। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মিউজিয়াম করার কথা উঠতে শুরু করেছে। তার জন্য বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থার সহযোগিতা নেওয়া হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিশ্বের সমস্ত ক্রিকেট সংস্থার কাছ থেকে তাদের ক্রিকেট কিংবদন্তির ইতিহাস সংগ্রহ করে এই মিউজিয়ামে রাখা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। মুম্বইকে ভারতের ক্রিকেটের স্বর্গ রাজ্য বলা হয়ে থাকে। মুম্বই এখন ভারতীয় চলচ্চিত্র স্বর্গ রাজ্যে পরিণত। যতই মাদ্রাজ বা বাংলাতে উন্নতমানে চলচ্চিত্র হোক না কেন মুম্বই চলচ্চিত্রের বিশ্ব জোড়া ব্যবসা রয়েছে। বাংলার চলচ্চিত্র খ্যাতি অর্জন করেছিল সত্যজিৎ রায় উত্তম কুমারের আমলে। তারপরে আর বাংলা সেই চলচ্চিত্র মর্যাদাকে ধরে রাখতে পারেনি। ফলে টলিউড কিন্তু এখন আঞ্চলিক চলচ্চিত্র কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত। মাদ্রাজও চলচ্চিত্রে সুনাম অর্জন করেছে। দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্রের সুনাম রয়েছে। তবুও বলিউডের কাছে তারা কিন্তু লড়াই করে জিততে পারছে না। চলচ্চিত্রের এবং ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক ব্যবসাটা ধরে রেখেছে মুম্বই। যদিও কলকাতাতেই প্রথম ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছিল। তার প্রমাণ মেলে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

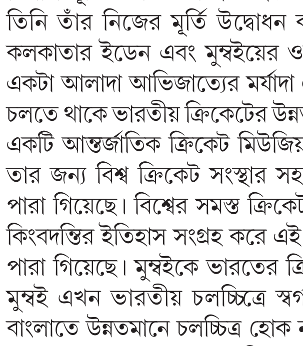

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন,সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না।

সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোস করা চলবে না। মা ভবতারিণীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, মানব সেবায় ব্রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ।যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায় ।ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা।

বেনারস গুপ্ত সমিতির নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল

রবীন্দ্রকুমার শীল

(বাংলায় গুপ্ত সমিতি গঠন করে বিপ্লবী আন্দোলন করতে গিয়ে বিপ্লবী অরবিন্দ ব্যর্থ হয়ে ছিলেন তার প্রধান কারণ হল যুগান্তর বিপ্লবী দলের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকারে গুপ্তচর ছিল। তারাই অরবিন্দের সব সশস্ত্র পরিকল্পনার কথা আগাম ব্রিটিশ সরকারকে পাচার করতো। তার ফলে অতি সহজেই ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের সব ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। চন্দনগরের মেয়র তার্দিভেল থেকে শুরু করে ছোটলাট স্যার এড্রু ফ্রেজার, ফুলার হত্যা এমনকী কিংসফোর্ড হত্যা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল তার এক মাত্র কারণ ব্রিটিশ পুলিশ আগে থেকেই এই সব পরিকল্পনার কথা জানতে পারে এবং সতর্ক হয়ে যায়। ফলে অরবিন্দের সব গুপ্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। এমন কী বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বিদেশি অস্ত্র সংগ্রহ করে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে লড়াই করা পরিকল্পনাও লালবাজারের দৃষ্টির বাইরে ছিল না। সেই কারণে বিপ্লবী রাসবিহারী বোস বাংলা থেকে তাঁর কোনও বিপ্লবী আন্দোলনকে সফল করতে অগ্রসর হননি। তিনি দেরাদুনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে বড়লাট হার্ডিঞ্জকে হত্যার পরিকল্পনা এবং তারপরে বেনারসে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে দ্বিতীয় সিপাই বিদ্রোহের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ব্রিটিশ সেনাদের পরাস্ত করে ভারতকে স্বাধীন করার যে পরিকল্পনা তাও ফাঁস হয়ে যায়। ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম সাফল্য লাভ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ হল দলের মধ্যেই বিশ্বাসঘাতকের অবস্থান। দলীয় পরিকল্পনার কথা আগাম জেনে যাওয়ার ফলে ব্রিটিশ প্রশাসন অতি সহজেই এই সব সশস্ত্র সংগ্রামকে দমন করতে সমর্থ হয়। বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের দ্বিতীয় সেপাই বিদ্রোহ সফল না হওয়ায় ভারত ভূমি ত্যাগ করে তিনি জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে সেনা বাহিনী প্রস্তুত করতে থাকেন ব্রিটিশ সেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।)

ভারতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮৫৭ সালে বারাকপুর থেকে। এবারে আর একটি 'দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ' নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন রাসবিহারী বোস এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। ভাইসরয় হার্ডিঞ্জ এবং গর্ডন হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও চুপ করে বসে থাকার লোক নন রাসবিহারী। তিনি এবারে চিন্তা ভাবনা করলেন যে আর দেরাদুনে থাকা চলবে না। এবারে অন্য কোনও স্থান থেকে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে। বাংলা এবং চন্দননগরের ওপরে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সেখান থেকে আর কোনও বিপ্লবী কাজকর্ম করা অসম্ভব। সেই সময়ে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, চন্দননগরের বিপ্লবী সমিতির সব সদস্য এবং রাসবিহারী বোসরা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিলেন যে কলকাতা এবং চন্দননগর থেকে বিপ্লবীর কাজকর্ম অন্যত্র সরাতে হবে যেখানে ব্রিটিশ সরকারের নজর থাকবে না। বেনারস হচ্ছে ধর্মীয় স্থান। ফলে এই স্থানের দিকে ব্রিটিশ সরকারের নজর কম থাকবে। ১৯১৩ সালে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বেনারস গোষ্ঠীর নেতা রূপে পরিটিতি লাভ করলেন। তবে তার আগেই তিনি ১৯০৮ সালে বেনারসে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ সরকার 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে শচীন্দ্রনাথ বেনারসের 'অনুশীলন সমিতি'এর নাম পরিবর্তন করে 'ইয়ং মেন'স অ্যাসোসিয়েশন' নাম রাখলেন। অনুশীলন সমিতি'র নাম বদল করা হল শুধু মাত্র ইংরেজদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। তিনি আবার অভিভাবকদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করলেন। সেই কমিটি তৈরি করার একমাত্র লক্ষ্য হল অভিভাবকেরা যাতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সহযোগিতা করেন। ১৯১২ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত এই অভিভাবক কমিটি সদসর্য খুবই সক্রিয় ছিল। "formed a new party the object of which was to get in touch with the Bengal anarchists an to carry on a similar work in the United Provinces. The obtaining of arms and ammunation, the manufacture of bombs, the distribution of seditious literature, and tampering with the loyalty of the troops were among the means to be employed. From this time the activities of Sachindra and his friends became definitely criminal in character. Sachindra did in fact get in touch with the Bengal anarchists through one Makhan babu who introduced him to Sasanka Mohan Hazra, and Sachindra used to visit Bengal time to time and obtain both funds and bombs from that source. In the autumn of 1913 seditious literature was distributed by hand to a number of schools and colleges in Benares, while some numbers pasted sedtious leaftets on walls, and other copies of leaflets were distributed through the post. (The Judgement of Benares Conspiracy Case, as reported in the Statesman of February, 15, 1916) "

দেশীয় সিপাইরা এখন বিদেশে গিয়ে যুদ্ধ করছে। সেখানেই তারা মারা যেতে শুরু করেছে। সৎকার হচ্ছে না। ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা পরিবারের মধ্যে। ১৯১৪-১৫ সালে 'শ্রমজীবী সমন্বয়' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মারফৎ রাসবিহারী বোস এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সরাসরি যোগযোগ করার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯১৩ সালে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে গোপন আলোচনা বসল। সেখান রাস বিহারী ১৮৫৭ সালে সেপাই বিদ্রোহের মতো ভারতীয় সেনাদের সহযোগিতা নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী একটি সেনা অভ্যুত্থান করার পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দিলেন। এর আগে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে হাবিলদার এবং স্থানীয় সেপাই দের মধ্যে জাতীয় চেতনা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। এদিকে ইউরোপে যুদ্ধ অভ্যসম্ভাবী। বাংলার সেনা অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জিকে দায়িত্ব নেওয়ার কথা উল্লেখ করলেন রাস বিহারী। রাসবিহারী সেই সময়ে মতিলাল রায়কে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে অরবিন্দের কাছে উপস্থিত হওয়ার কথা বললেন। মতিলাল রায় একেবারে ইংরেজ সাহেবদের মতো সাজপোশাক করে পণ্ডিচেরীর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। সঙ্গে ছিলেন সুদর্শন চ্যাটার্জি। সেখানে তিন মাস তিনি ছিলেন। মতিলাল অরবিন্দের সম্মতি নিয়ে চন্দননগরে এসে উপস্থিত হলেন।

পরিস্থিতি পর্যলোচনা করতে প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী বেনারস এসে পৌঁছালেন শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে সঙ্গী করে। তিনি শচীন্দ্রনাথের বাঙালিটোলার বাড়িতে বাস করতে শুরু করলেন। তারপরে তিনি অযোধ্যা, লখনউ, কাউনপুর, আগ্রা পরিদর্শন করে কলকাতায় ফিরে আসেন। রাসবিহারী তখন বেনারস, দিল্লি এবং লাহোর অঞ্চলে বিপ্লবী সচেতনা বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত ছিলেন। শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং রাসবিহারী তখন বেনারস গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এদিকে ১৯১৪ সালে দিল্লিতে আমির চাঁদ এবং অবোধ বিহারী গ্রেফতার হওয়ার খবরের পরই রাস বিহারীকে গ্রেফতার করার ওয়ারেন্ট ইস্যু বের করলো ব্রিটিশ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ সালে। যাবজ্জীবন কারা দণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেতে রাসবিহারী চন্দননগরে এসে গা ঢাকা দিলেন। সেই সময়ে স্কুল বন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ রাস বিহারীকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হল রাসবিহারীকে। সেই ঘরটি বাইরের থেকে তালা দেওয়া যাতে কেউ বুঝতে না পারে ঘরের ভিতর লোক রয়েছে। রাসবিহারী একাকী অন্ধকার থাকতে লাগলেন। খাদ্য থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস খুব গোপনে তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো। ১৯১৪ সালের ৮ মার্চ কলকাতা পুলিশ-এর ডেনহ্যাম এবং টেগার্ট সেই বাড়িতে এসে উপস্থিতহলেন রাস বিহারীকে গ্রেফতার করতে। তাদের খালি হাতে ফিরতে হল। ১৯১৪ সালের ২৯ জুলাই পুলিসের সাপ্তাহিক রিপোর্টে উল্লেখ ছিল যে "he (Rash Behari) was present at home on the night his house was searched at Chander nagore, and actually watched the search from behind a mango tree in his garden close by."।

হাই-ভোল্টেজ এরিয়া ঃ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্র

বুদ্ধদেব মিশ্র

বাংলার অধিকাংশ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য - ভবনীপুরের ভোট যুদ্ধ। হাই ভোল্টেজ এরিয়া বলে নির্বাচনী মহল বলে খ্যাতি লাভ করেছে ভবানীপুর। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভোট যুদ্ধ। সেখানকার ভোটাররা কাকে বেছে নেয় তার দিকে লক্ষ্য থাকছে আগামি ৪ মে। সেদিন ভোটের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। আর সেইদিন জানা যাবে যে আগামি ভোট শান্তিপূর্ণ। কোথাও কোথাও ইতঃস্থত বিক্ষিপ্ত ঝামেলা হয়েছে যা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিবেশ শান্ত করেছে নির্বাচনী প্রশাসন এবং পুলিশসহ নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনী। অসহ্য গরম থাকলেও পরিবেশ সুন্দর ছিল। এবারে প্রকৃতির অসীম করুনা। মানুষ দলে দলে ভোটদান উৎসবে সামিল হল।

কয়েকজনের সাথে কথাবার্তায় জানা গেল যে সকালের হাঁটা শেষ করে আমাদের club -এ একটু উঁকি দিয়ে দুই মেয়ে এবং তার

পাঁচ বছরের জন্য কোন দল সরকার গঠন করবে পশ্চিমবঙ্গে। এদিকে প্রধনমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে নয়া সরকার শপথ গ্রহণে কলকাতার লোকভবনে উপস্থিত থাকবেন। অন্য দিকে ভবানীপুরে অঞ্চলে নিজের ভোট দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিক্টরি চিহ্ন দুই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। ফলে সবাই ভোটের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সত্যিই কোন দল সরকার গঠন করতে এগিয়ে থাকবে না তা নিয়ে রীতিমতো জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

২৯ এপ্রিল ভবানীপুরের এলাকায় সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে বুথে লম্বা লাইন ভোটারদের। অধিকাংশ ভোটাররা ভোট দিতে আগ্রহী। খুবই শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। যদি আংশিক অশান্তি আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী এবং অবজার্ভাররা সতর্ক ছিল এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করতে তারা বধ্যপরিকর ছিলেন। নির্বাচন কমিশন এবারে জগন্নাথ হয়ে বসে থাকেনি। তারাও দিল্লি এবং রাজ্য নির্বাচনী সদর দফতর থেকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এবং প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিতে দেখা গেছে।

এবারে মতো মানুষের ভোটদানের প্রতি আগ্রহ আর কোনও কালে দেখতে পাওয়া যায়নি। সবাই কিন্তু সকাল সকাল ভোট দিতে লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিল। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার husband -কে নিয়ে school এ গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহায়তায় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে নিশ্চিন্ত মনের আনন্দে বাড়ি ফিরেছে।

আরও একজন একটু বিরক্ত ভাব দেখিয়ে জানালেন যে বুথে smart watch and Mobile phone not allowed. নিষেধের তালিকায়। বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে অনেকেই হাতে ঘড়ি পরে ভোট দিতে এসেছে। যদিও সেগুলো দম দেওয়া ঘড়ি। কিন্তু ইলেকট্রনিক ঘড়ি পরে বুথে যাওয়া বারণ করা হচ্ছে। সভ্যতা যত এগিয়ে চলতে শুরু করেছে ভোট পদ্ধতিতে এসে উপস্থিত হচ্ছে নয়া প্রযুক্তি। তার ফলে কোনও রকমভাবে কেউই চাইছে না যে সামান্য কারণে ভোটটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাক। সেই কারণে মোবাইল এবং ইকেট্রনিক ঘড়ি পরে বুথে যাওয়ার ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করেছে আধা সামরিক বাহিনী। বুথের ছবি বাইরে প্রকাশ করতে দিতে নারাজ নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন মনে করে যে বুথের ছবি প্রকাশ পেলে গণতান্ত্রিক অধিকারের গুপ্ত বিষয়টা প্রকাশ্যে এসে পড়তে পারে। তার ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। সেইকারণে বথের ভিতরে কোনও রমক ইলেকট্রনিক পণ্য নিয়ে যাওয়া চলছে না।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

বিশ্ব মহাকাব্যের সৃষ্টি নর - নারীর সমন্বয়ে

কামারুল ইসলাম

বেদনার মহাকাব্য কাদম্বরী। বোশেখের অবগাহনে আনন্দ উৎসবের আবেগে, কোন কোন বেদনার ঘটনায় মর্মাহত হয়ে পড়ি । আমরা প্রতিনিয়ত বিশ্বালয়ের ভেতর বেদনা ও সৃষ্টির প্রমত্ত অভিলাষে থাকি । উর্বশী, আফ্রোদিতের প্রেমের উপাখ্যান আজো বিশ্বে সতেজ যৌবনের মোহে গভীর উন্মাদনা সৃষ্টি করে । উন্মত্ত প্রেমের উপাখ্যানে প্রেম সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে, গভীর সংযোগের মাধ্যমে মানব মানবীর ঐকতানে নতুন সুর তৈরী করে। মহাকবি কালিদাসের ' বিক্রম -উর্বশী' , মহাকবি ভার্জিলের ঈনিয়াড; উর্বশী ও আফ্রোদিতের প্রেম উপাখ্যান, যা যুগ থেকে যুগে বাহিত হয়েছে প্রেম-ভালোবাসার আরাধ্য রূপে । বিশ্বের মহা উৎসবে, সেইসব দিকভ্রষ্ট হয়নি, বরং কালে কালে তা যেন জ্যোতি দেয় । জ্যোতি রূপে নব প্রেম নতুন আলোয় আমাদের নিয়ে চলে সৃষ্টির গোপন অভিসারে। তখন ভাবতে ভাবতে বোধের জগতে কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে, আর অন্তরে জানতে চায়, তা কী সুদূর পরাহত? অপূর্ব লাজে, কোন কোন প্রেম বিরহের প্রায়শ্চিত্তে বোশেখের তীব্রদহনের মতো হৃদয়ে অন্যরকম ঝড় বয়ে যায় ! আর প্রেমের সারথী জারুল, সোনালী, কৃষ্ণচূড়ার মতো রাঙিয়ে দিয়ে যায়, বেদনার মহাকাব্য।

বৈশাখ বিবিধ স্বপ্নসুন্দরে অভিনব সৌন্দর্যে মানবিক রূপে, লাবণ্যে, প্রেমে, বেদনায় পূর্বকালের সনাতন ঐতিহ্যে লালিত পালিত হয়ে আছে । দ্রোহ বেদনার নির্মলরূপে বৈশাখ চিরকালের নিবেদনে বেদনার আকাশকে ছুঁয়ে যায়, নিভৃত স্বপ্নাচারের ভিতর শিল্পের উৎস অনুবর্তীরূপে মোহমুগ্ধ করে।

যাপিত জীবনে ' কাদম্বরী দেবী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পের উৎস এবং সতের বছরের নিবিড় সান্নিধ্য সারাজীবন ধরে শিল্পের সম্ভার রূপে দীপ্যমান ছিল। শিল্পের অনুধ্যানে কাদম্বরী দেবী এক বিপুল বিস্ময় এবং বেদনার মহাকাব্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স সাত, আর কাদম্বরী দেবীর নয় বছর । ১৮৬৮ থেকে ১৮৮৪, এই সতের বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প

সাধনার শক্তিশালী প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

১৮৭৭ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকা বের করলেন এবং এই পত্রিকাকে ঘিরে সাহিত্য আড্ডা। সেই আড্ডায় বিহারীলাল সহ সাহিত্যের দিকপালরা, কাদম্বরী দেবী ও তাঁর স্বামী, দেবর রবীন্দ্রনাথ আড্ডা সভার প্রাণ ছিলেন ।পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্ম প্রকাশিত হতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসন ' এমন কর্ম আর করবো না' (১৮৭৭), নাটকের মঞ্চায়ন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন ।তাঁরা হয়ে উঠলেন শিল্পের সারথি। রবীন্দ্রনাথ কোন কিছু লিখলেই প্রথম পাঠক তাঁর বন্ধু বৌদি এবং বৌদির অনুপ্রেরণা উৎসাহ তাঁকে সাহিত্যে শক্তি শালী অবস্থান তৈরিতে সহায়তা করে। কাদম্বরী দেবী'র কেশবিন্যাস , আঁখি, মধুর হাসি, রূপ লাবণ্য -এ যেন রবীন্দ্র অন্ত সৌন্দর্যকে শিল্পসুষমায় নিয়ে যায় । কাদম্বরী দেবী' স্বামীর সাথে যতবার বাইরে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সহচর ছিলেন। আর রচনা করেছেন অসাধারণ কবিতা, সংগীত। আহা কী অপূর্ব সে সব গান, যেমন, তোমারি করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ; আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমারও প্রাণ, সুরের বাঁধনে; আমার নয়ন , তব নয়নে; বনে এমন ফুল ফুটেছে, মান করে থাকা আর কী সাজে; তুমি কোন কাননের ফুল...এসব তো প্রাণ ছুঁয়ে যায়। কিংবা গঙ্গার ধারে দোতলা বাড়িতে বসে যা লিখলেন, ছমছম্ ঘন ঘনরে, গগনে ঘনঘটা; তা যেন এক বিস্ময় ।

সমাজের দিকে কবির দৃষ্টি, চন্দননগরের বাগানবাড়িতে রাষ্ট্রচিন্তা, বিবিধ প্রসঙ্গ, বৌ-ঠাকুরানীর হাট..এসব লিখলেন। সেইসব সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল কাদম্বরী দেবী'র ১৮৮৮ সালের ১০ বৈশাখে। আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ৮ বৈশাখ , দুদিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে জীবনের অবসান হয়। এই অন্তর্ধান রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবন তাড়িত করেছে। কবিগুরুর সহধর্মিনী'র প্রয়াণের (১৯০২) পর কবি সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন একাকী, নি সঙ্গভাবে। সেই নিঃসঙ্গতার দেবী কাদম্বরী।

কবিগুরু তাঁর বহু গ্রন্থ উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেছেন,শ্রীমতী হে.. তোমাকে দিলাম'। কবিগুরু আরও লিখেছেন বেদনার কালজয়ী সংগীত, 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান, তার বদলে আমি চাইনে কোন দান; আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে, বসন্তের বাতাসটুকুর মতো, সে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল; এ সব যেন গভীর বেদনায় বহিঃপ্রকাশ। একইভাবে হৃদয়কে বেদনার্ত করে টলস্টয়ের ' আন্না কারেনিনা'র যন্ত্রণাময় ট্রাজেডিতে।

বোশেখের উচ্ছল ও শক্তিশালী দ্রোহ বেদনার নির্মল প্রান্তে আমরাও উন্মত্ত হয়ে উঠি। মনের সংযোগে ভাবনায় প্রকাশ পায়... এমনও প্রেম দিও নাগো তুমি / এমনও ভরা দিনে / নিশিদিন ভাবি তোমারে, ওগো প্রিয়/ এমনও প্রেম দিও নাগো তুমি..../ তোমারে ভাবিয়া, আকুল হয়ে আমি / খুঁজি ফিরি নিরালায়, / তবু কেন দেখা মেলে না তোমায়/ তবু কেন এত প্রেম দিলে / এমনও প্রেম দিও নাগো তুমি। (কালের নটরাজ - কামরুল ইসলাম)

অন্তরতম প্রেয়সীর বেদনার মহাপ্রলয়ে কবি বিশ্বকে অনুভব করেছেন। বোশেখের উন্মত্ত সৃষ্টিশীলতায় বেদনার মহাকাব্য 'কাদম্বিরী'র স্মৃতিতর্পণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করি। বিশ্বের যে কোনও সৃষ্টির অলক্ষ্যে রয়েছে কোনও না কোনও প্রতিভাবান মহিলায় স্পর্শ। তিনি না থাকলে দেখতে পাওয়া যে কোনও ঐতিহ্য সৃষ্টি হচ্ছে না। সারা বিশ্ব তৈরি হয়েছে নর আর নারীদের সম্বন্বয়ে। সেই কারণে সৃষ্টি সঙ্গে নর নারীদের সংযোগ রয়েছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। নর নারী সংযোগ ছাড়া কোনও মহাকাব্য সৃষ্টি হতে পারে না। তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' । গ্রীস দেশের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'ও নর নারীর সমন্বয়ের মহাকাব্য বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

চিনের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি

রাজু হাজরা

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মোদি চেষ্টা করেছিলেন চিনের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি করতে। চিন এই সখ্যতাকে সামনে রেখে যেভাবে ভারতের ওপরে তাদের অধিকার ফলাতে শুরু করে দিয়েছে তা কবে মিটবে বলা খুবই মুশকিল। পাকিস্তান জঙ্গিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। আগে নেপালের সঙ্গে ভারতের এত মত বিরোধ ছিল না। তা এখন কমতে শুরু করেছে। এদিকে বাংলাদেশকে চিন ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এখন যদি আমেরিকা ভারতকে আর্থিক, যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য না করে তাহলে যে কোনও সময়ে ভারতের অবস্থা কাহিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমেরিকা এবং রাশিয়া ছাড়া ভারতের আর কোনও গতি নেই। এদিকে জাপান যদি এ ব্যাপারে লিপ্ত হতে চাইছে না। কিন্তু ভারত আক্রান্ত হলে জাপান চুপ করে বসে থাকবে না সেটা স্পষ্ট। কোরিয়ার কিম কী করবে জানা নেই। তারা সম্ভবত চিনের দিকে ঝুঁকে থাকবেন। রাশিয়া কোনও পক্ষে নেই বলে সাফাই গাইতে থাকবে। পুতিন কারোর পক্ষ অবলম্বন করবে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে চিন। সেই চিনকে এখন জব্দ করতে পারে ইউরোপ। কিন্তু গোটা ইউরোপের যা অবস্থা সেই অবস্থায় এখন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না কেউই। চিনের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ক্রমশ পড়তির দিকে এগিয়ে গেলেও তারা ক্রমশ শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। গোটা ইউরোপ আমেরিকা এবং এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ চিনা পণ্য করলেও তা পরে প্রত্যাহার করছে। এদিকে ইসরায়েল এবং ইরান যুদ্ধের ফলে তেলের রপ্তানিতে চান পড়তে শুরু করেছে। যতই ইউরোপ এবং আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে ততই চিনের আর্থিক বৃদ্ধি হবে। চিন চায় আমেরিকা এবং ইউরোপ যুদ্ধ করুক। মাঝখান থেকে তারা আর্থিক উন্নয়ন চালিয়ে যাক। চিনে লক্ষ্যই হচ্ছে তাদের প্রতিপক্ষকে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা যাতে তারা ক্রমশ আর্থিক দিক দিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। ভারত তো যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় না। সেই কারণে ভারত এখনও পর্যন্ত আর্থিক দিক দিয়ে সফল। একেবারে ভেঙে পড়েনি। চিন সেই ভয়টা পেতে শুরু করে দিয়েছে। চিন পণ্য বয়কট করলেও চিন ছাড়া এখন আর গতি নেই। এদিকে ভারত ক্রমশ চিন বিরোধিতা থেকে সরে আসতে শুরু করেছে ।চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে ভারত শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ ভারত বিরোধী স্লোগান শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভারতের সঙ্গে মৈত্রী করে ব্যবসা শ্রীবৃদ্ধি করা দিকে লক্ষ্য রাখছে। এদিকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্ভবত বাংলাদেশে না গিয়ে ভারত থেকেই তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামি লিগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন। এদিকে হাসিনা চাইছেন যে তার দল আওয়ামি লিগ ক্রমশ শক্তিশালী হোক। যদিও ভারত এখন আর বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সুসম্পর্কটা নষ্ট করতে চাইছে না। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন চলছে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত ব্যবসা রয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত ব্যবসা আরও বৃদ্ধি করার দিকে লক্ষ্য রয়েছে ভারত সরকার। বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রী রয়েছে।

একটি স্ফুলিঙ্গই যথেষ্টঃ পূর্ব রেলের নিরাপদ ও অগ্নিমুক্ত যাতায়াতের মিশনে যোগ দিন

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ কল্পনা করুন, একটি আর্দ্র সন্ধ্যায় ঘড়িতে তখন সাড়ে ছ'টা। অফিসের কাজের চাপে ক্লান্ত শরীর নিয়ে আপনি

ফিরছেন, দুপুরে লাঞ্চ করারও সময় মেলেনি। স্টেশনে পৌঁছানোর তাগিদে পথে কিছু খাওয়ার সুযোগও হয়নি। জনাকীর্ণ স্টেশনে ঢোকা মাত্রই গরম, মুচমুচে 'আলুর চপ' আর টাটকা 'মুড়ি'র মন মাতানো গন্ধ আপনার নাকে এল। কাছেই একজন বিক্রেতাকে দেখে আপনার মন সেই সাধারণ খাবারের স্বাদ নিতে চাইল। কিন্তু থামুন-সেই খাবারটি কেনার আগে নিজেকে একবার প্রশ্ন করুনঃ একটি ব্যস্ত রেলওয়ে স্টেশনের মাঝখানে এই খাবারগুলো কীভাবে গরম গরম পরিবেশন করা হচ্ছে? এর অর্থ হলো, আশেপাশে কোথাও আগুন জ্বলছে। বেঞ্চের নিচে বা কোণে লুকিয়ে রাখা সেই ছোট্ট আগুনের শিখা আসলে এক নীরব ঘাতক। সামান্য এক মুহূর্তের অবহেলা আপনার প্রতিদিনের স্বাভাবিক বাড়ি ফেরার পথকে ধোঁয়া আর শোকের এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে পারে। আপনার পরিবার রাতের খাবারের টেবিলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সামান্য এক টুকরো ভাজা খাবারের জন্য সেই অপেক্ষা যেন চিরস্থায়ী না হয়ে যায়। রেলওয়ে চত্বরে আগুন বা দাহ্য পদার্থ যাতে আপনার নিরাপত্তার বিঘ্ন না ঘটায়, তার জন্য পূর্ব রেল দিনরাত নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (RPF) মধ্যরাতের টহল থেকে শুরু করে স্টেশন কর্মীদের সার্বিক নজরদারি-আমাদের প্রতিটি দল আপনাকে সুরক্ষিত রাখতে নিবেদিতপ্রাণ। তবে, যাত্রীদের সক্রিয় উদ্বেগ ও সহযোগিতা ছাড়া এই বিশাল কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল এবং মালদহ-সমস্ত বিভাগে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি, সুরক্ষা অভিযান এবং প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। এই সতর্কতা কেবল প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না রেললাইনের আশেপাশে বা ট্র্যাকের ধারে আগুন জ্বালানো বা দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ট্র্যাকের ধারের শুকনো ঘাস, আবর্জনা বা অননুমোদিত রান্না থেকে সৃষ্ট আগুন চলন্ত ট্রেনের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিপদ থেকে যাবে যদি যাত্রীরা নীরব থাকেন। গ্যাস সিলিন্ডার, পেট্রোল, কেরোসিন, স্টোভ, বাজি বহন করা বা এমনকি ধূমপান করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এটি হাজার হাজার মানুষের জীবনের জন্য চরম হুমকি। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন এক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর। রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৬৪ এবং ১৬৫ ধারা অনুযায়ী, বিপজ্জনক বা দাহ্য বস্তু বহন করা একটি গুরুতর অপরাধ। দোষী সাব্যস্ত হলে তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড, ভারী জরিমানা বা উভয় দণ্ডই হতে পারে। আমরা প্রতিটি যাত্রীকে অনুরোধ করছি যে, অবৈধভাবে আগুন ব্যবহারকারী বিক্রেতাদের কাছ থেকে খাবার কেনা বন্ধ করুন এবং সতর্ক থাকুন। আপনি যদি কাউকে সন্দেহজনক ব্যাগ বহন করতে, স্টোভ ব্যবহার করতে বা কামরার ভেতরে, প্ল্যাটফর্মে বা রেললাইনের কাছে ধূমপান করতে দেখেন, তবে অবিলম্বে আরপিএফ-এর কাছে অভিযোগ জানান অথবা রেলওয়ে হেল্পলাইন ১৩৯ বা 'রেলওয়ান' অ্যাপ ব্যবহার করুন। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি এই যৌথ দায়িত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেনঃ প্রত্যেক যাত্রীই এমন একটি পরিবারের সদস্য যারা বাড়িতে তাঁদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। পূর্ব রেল যখন আপনাদের সুরক্ষায় চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে, তখন আমাদের প্রয়োজন আপনাদের সজাগ দৃষ্টি ও সচেতনতা। ট্র্যাকের ধারে ছোট কোনো স্ফুলিঙ্গ, লুকানো স্টোভ বা কাউকে আগুন জ্বালাতে দেখলে অবহেলা করবেন না আপনার একটি সতর্কবার্তা শত শত প্রাণ বাঁচাতে পারে। আসুন আমরা সবাই মিলে রেলওয়ে চত্বরকে অগ্নিমুক্ত রাখার শপথ নিই এবং নিশ্চিত করি যে প্রতিটি যাত্রা যেন প্রিয়জনদের সাথে এক নিরাপদ ও আনন্দময় মিলনের মাধ্যমে শেষ হয়। সুবিধার চেয়ে নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে আপনি কেবল নিজেকেই নয়, আপনার সহযাত্রীদেরও সুরক্ষিত রাখছেন।

গণতন্ত্রের প্রহরীঃ ভোট রক্ষায় তপ্ত রোদ উপেক্ষা করে পূর্ব রেলের আরপিএফ

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ রেললাইন আর লোকোমোটিভের ছান্দিক শব্দের বাইরেও দেশের প্রতি এক গভীর দায়বদ্ধতা কাজ করে। ডায়মন্ড হারবার এলাকায় যখন গ্রীষ্মের প্রখর রোদ মাথার ওপর ঠিকরে পড়ছে, তখন পূর্ব

রেলের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী-র নারী-পুরুষরা গণতন্ত্রের নিঃশব্দ প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা কেবল স্টেশন পাহারা দিচ্ছিলেন না লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি নাগরিকের স্বপ্ন আর অধিকার রক্ষা করছিলেন। নেতৃত্বের এক বিরল ও অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, অমিয় নন্দন সিনহা, আইজি-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনারপূর্ব রেল, স্বয়ং বুথগুলিতে উপস্থিত থেকে তাঁর কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ তদারকি করেন। তাঁর উপস্থিতি বিভাগের নিষ্ঠারই এক প্রমাণ, যা নিশ্চিত করেছে যে প্রত্যন্ত কোণেও পরিবেশ শান্ত ও নিরাপদ থাকে। এই অঞ্চলে আরপিএফ এবং আরপিএসএফ -এর মোট ৪০ টি কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও, এই আধিকারিকদের বয়স্ক ভোটারদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে এবং আশ্বস্ত হাসিমুখে পাশে থাকতে দেখা গেছে। বিভিন্ন সেক্টর থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সর্বত্র ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ ছিল, যা এক কঠিন প্রশাসনিক কাজের বদলে নাগরিক কর্তব্যের উৎসবে পরিণত হয়েছে। পরিবারের থেকে দূরে থাকা খাকি পোশাকের এই নায়করা মানুষের সেবার মধ্যেই এক নতুন ঘর খুঁজে পেয়েছেন। 'আমাদের বাহিনী প্রতিটি ভোট নিশ্চিত করে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশন দ্বারা খাদ্য সুরক্ষা মানদণ্ডে এক বড় মাইলফলক অর্জন

মালিগাঁও, ২৯ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের অধীনে ১০টি রেলওয়ে স্টেশন এবং লামডিঙস্থিত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়ের ক্যান্টিনকে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) দ্বারা মর্যাদাপূর্ণ 'ইট রাইট স্টেশন' সার্টিফিকেট দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। এই সার্টিফিকেট এফএসএসএআই নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৩০ মার্চ ২০২৬ থেকে ২৯ মার্চ ২০২৮ পর্যন্ত সময়কালের জন্য বৈধ থাকবে। যে স্টেশনগুলি এই সার্টিফিকেশন লাভ করেছে, সেগুলির মধ্যে শিলচর (কাছাড় জেলা), করিমগঞ্জ (শ্রীভূমি জেলা), নিউ হাফলং (ডিমা হাসাও জেলা), ডিফু (কার্বি আংলং জেলা), লামডিং ও লঙ্কা (হোজাই জেলা), চাপরমুখ (নগাঁও জেলা), জাগিরোড (মরিগাঁও জেলা) এবং সরুপাথার (গোলাঘাট জেলা) রয়েছে পাশাপাশি লামডিঙস্থিত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়ের ক্যান্টিনটিও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। এই স্বীকৃতিটি উল্লিখিত স্থানসমূহের খাদ্য স্টল, ক্যাটারিং ইউনিট এবং খাদ্য পরিষেবা কর্মীদের ওপর পরিচালিত একটি বিস্তারিত নিরীক্ষার পর প্রাপ্ত হয়েছে যা খাদ্য সুরক্ষা মানদণ্ড, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, সুরক্ষিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা, কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং যাত্রীদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের বিকল্প উপলব্ধতার বিষয়ে কঠোর পালন নিশ্চিত করে। এই সাফল্য রেলওয়ে আধিকারিক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ক্যাটারিং ইউনিট, অনুমোদিত বিক্রেতা এবং স্টেশন ব্যবস্থাপনা টিমগুলির

পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য সুরক্ষার উচ্চমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে করা প্রচেষ্টা ও সমন্বয়েরই প্রতিফলন। 'ইট রাইট স্টেশন' সার্টিফিকেট, এফএসএসএআই-এর প্রধান পদক্ষেপ 'ইট রাইট ইন্ডিয়া'-এর একটি অংশ, যার লক্ষ্য হলো সারা দেশে সুরক্ষিত, স্বাস্থ্যকর ও দূরদর্শী খাদ্যচর্চার প্রসার করা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র নেটওয়ার্কে যাত্রী-সুবিধার মান উন্নয়ন এবং মানসম্মত, সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই টিকিট বুকিং পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা

নয়ডা, ২৯ এপ্রিল ঃ ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিয়োরিটি (বিসিএএস)-র অনুমোদন মেলার পর নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা চালুর পথ কার্যত পরিষ্কার হয়ে গেল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই টিকিট বুকিং পরিষেবা শুরু হতে পারে। বুধবার যমুনা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেড (ওয়াইএপিএল) জানিয়েছে, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম ও প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এখন বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে পরিষেবা শুরুর দিনক্ষণ নির্ধারণের কাজ চলছে। সব ব্যবস্থাকে চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদভাবে পরিষেবা শুরু করাই লক্ষ্য। প্রাথমিকভাবে মে মাসের শেষের দিকে ১৭টি শহরের সঙ্গে বিমান পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে শুধুমাত্র দেশীয় ও পণ্যবাহী উড়ান চালু হবে। এই পরিষেবা চালুর জন্য ইন্ডিগো , এয়ার ইন্ডিয়া এবং আকাসা এয়ার-এর সঙ্গে আলোচনা চলছে। টিকিট বুকিং শুরু হলেই গন্তব্য শহরগুলির তালিকাও প্রকাশ করা হবে। অধিকাংশ প্রশাসনিক ও কারিগরি বাধা ইতিমধ্যেই দূর করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি সংস্থার শীর্ষ পদে পরিবর্তন এনে নীতু সমরাকে অন্তর্বর্তী প্রধান নির্বাহী আধিকারিক করা হয়েছে এবং ক্রিস্টোফ শ্নেলমানকে পরিচালনা পর্ষদে কার্যনির্বাহী সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যাত্রী পরিষেবার শুল্ক নির্ধারণের প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে। এয়ারপোর্ট ইকোনমিক রেগুলেটরি অথরিটি ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে আলোচনা করেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য ব্যবহার উন্নয়ন ফি নির্ধারণ করা হতে পারে, যা ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে ২০৩১ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রযোজ্য হতে পারে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৮ মার্চ এই বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেন। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১৩৩৪ হেক্টর এলাকায় নির্মিত এই প্রকল্পে রানওয়ে, যাত্রী টার্মিনাল, নিয়ন্ত্রণ টাওয়ার এবং পণ্যবাহী কেন্দ্র প্রস্তুত রয়েছে। আন্তর্জাতিক টার্মিনালের কাজ এখনও চলছে। কর্তৃপক্ষের আশা, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিয়মিত বিমান পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে।

ভোটের উত্তাপেও অন্য ছবি শিবপুরে! রানা-রুদ্রের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ হাওড়া জেলার শিবপুর কেন্দ্রে ভোটের উত্তাপে যখন রাজনৈতিক তরজা চরমে, ঠিক তখনই ধরা পড়ল এক অন্য ছবি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, শিশু চিকিৎসক রানা চট্টোপাধ্যায় এবং বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের মধ্যে হল সৌজন্য সাক্ষাৎ। পরস্পরের সঙ্গে হাসিমুখে হাত মেলানোর সেই মুহূর্ত ইতিমধ্যেই চর্চার কেন্দ্রে। ভোটের ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও, ব্যক্তিগত সৌজন্যে যে কোনও খামতি নেই-সেই বার্তাই যেন দিলেন দুই প্রার্থী। তাঁদের এই সাক্ষাতের সময় উপস্থিত কর্মী- সমর্থকদের মুখে একসঙ্গে শোনা গেল 'জয় বাংলা' এবং 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান, যা মুহূর্তটিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এর আগেও শিবপুরে তৃণমূলের এক ব্লক সভাপতির সঙ্গে বিরোধী শিবিরের কর্মীদের কোলাকুলির ছবি সামনে এসেছিল, যেখানে একইসঙ্গে ওঠে দুই রাজনৈতিক শিবিরের স্লোগান। সেই ধারাবাহিকতাতেই এবার দুই প্রধান প্রার্থীর এই সৌজন্য বিনিময় নজর কাড়ল রাজনৈতিক মহলের। রাজনীতির ময়দানে দ্বন্দ্ব থাকবেই, কিন্তু শিবপুরে এই মুহূর্ত যেন মনে করিয়ে দিল- ভোটের লড়াইয়ের বাইরেও আছে সহাবস্থান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার জায়গা, আর সেটাই শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রকে আরও শক্ত ভিত দেয়।

ভারী বুটের শব্দ সত্ত্বেও বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত বাংলা মমতারই

তন্ময় সিংহ, ২৯ এপ্রিল ঃ দ্বিতীয় দফায় শাসকদলের গড়ে রক্তক্ষরণ তত্ত্বেও গড় অক্ষুন্ন রাখবে শাসক শিবির, বুথ ফেরত সমীক্ষায় এই ইঙ্গিত আসার সাথে সাথেই পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ এর হাই ভোল্টেজ নির্বাচনে যে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার চতুর্থ বারের জন্য ক্ষমতায় আসছে তার ইঙ্গিত দিল কি ভাবছে বাংলা ও এপেক্স রিসার্চ সলিউশনের বুথ ফেরত সমীক্ষা। গত ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে যেভাবে মহিলা ভোটাররা ভোট দিয়েছিল, তাঁদের এই ভোট যে এসআইআর চলাকালীন মহিলাদের ডকুমেন্ট না থাকার জন্য হয়রানি এবং মাসিক স্বনির্ভরতা দেওয়া লক্ষীর ভান্ডারের জন্যই তাঁর ইঙ্গিত মিলে ছিল বুথ ফেরত সমীক্ষায়। অন্যদিকে ২০২৬ নির্বাচনের আগে বাবরি মসজিদ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ভোটের ময়দানে নামা হুমায়ুন কবীরের স্টিং অপারেশনের পরবর্তীকালে নিজেদের মধ্যে সমস্ত বিভেদ এড়িয়ে মাইনরিটি সম্প্রদায় এককাট্টা হয়ে মমতা ব্যানার্জির ভোট দিয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলেছিল প্রথম দফার জনমত সমীক্ষায়- দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত কঠিন ক্ষেত্রে বিজেপি ভালো ফল করার জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেছিল মিডিয়ায় ন্যারেটিভ এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত বাহিনী এবং তাদের নেতৃত্বের ওপর। বুটের ভারী শব্দে সাঁঝব গাড়ি দাপাদাপিতে কিছুটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তৃণমূলের তথাকথিত গুন্ডাবাহিনীকে আটকে দিয়ে মেরুকরণের ভোট করার প্রচেষ্টাই ছিল বিরোধী শিবিরের লক্ষ্য। বাংলার যুবসমাজে কর্মহীনতা অর্থনীতি এবং পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাওয়ার জন্য এই ভোট বিরোধী শিবির পাচ্ছে বলে ইঙ্গিত জনমত সমীক্ষায়। কিন্তু ৯০ এর উপর ভোট পড়ার সাথে সাথে এবং মহিলাদের ব্যাপক যোগদান ও সংখ্যালঘুদের সমস্ত ভয় পিছনে ফেলে এগিয়ে আসা ইঙ্গিত দিচ্ছে মোটের ভোট শতাংশ কমলেও তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে তাদের সরকার চতুর্থবারের মতন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলেই মনে করছে কি ভাবছে বাংলা ও অ্যাপেক্স রিসার্চ সলিউশনের বুথ ফেরত জনমত সমীক্ষা। প্রথম দফার নির্বাচনে ব্যাপক ভোট দান অনেকটা এসআই এর বিরোধী এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী বলে মনে করে দ্বিতীয় দফায় তাদের দুর্বল জায়গা গুলিতে ভোট পার্সেন্টেজ ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে কমিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন আবাসনে ভোট তৈরি করে বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল বিপক্ষ দল, যদিও ভয় মুক্ত হয়ে মানুষের বেরিয়ে আসা এবং প্রথমবারের মতো দ্বিতীয়বার মহিলাদের ব্যাপক ভোট দান যে মমতা ব্যানার্জির হাতকে শক্ত করছে তা বুথ ফেরত সমীক্ষায় স্পষ্ট। অসমের প্রত্যেক মেয়েকে বিজেপি ৯০০০ টাকা করে অগ্রিম দিয়েছিল ও বিহারের দশ হাজার দিয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেইরকম কোনো অনুদান না থাকায় বা একাউন্টে না আশায় পরবর্তীকালে তিন হাজার টাকা দেওয়ার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার মহিলারা গ্রহণ করেনি বলেই উঠে আসছে বুধ ফেরত সমীক্ষায়। অন্যদিকে প্রাথমিক বাধা বিপত্তির সত্ত্বেও মাইনরিটি সম্প্রদায়ের ভোট, অন্য কোন ভোট কাটুয়া কে না দিয়ে তারা যে তৃণমূল কংগ্রেসের উপরেই ভরসা করেছে তা উঠে আসছে বুথ ফেরত সমীক্ষায়। সবে মিলে ইঙ্গিত মিলেছে চতুর্থবারের মতো মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সরকার গঠন করার এপেক্স রিসার্চ সলিউশন ও কি ভাবছে বাংলার ওপিনিয়ন পোলে পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে দেওয়া হয়েছিল ১৮১ টি আসন এবং বিজেপিকে ১০২ টি আসন, বুধ ফেরত সমীক্ষাতেও সেই একই ট্রেন্ড বজায় আছে, হাইভোল্টেজ ক্যাম্পেইনের পরেও তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে ১৮৪ টি আসন, তাদের আসন সংখ্যা হতে পারে ১৭৯ থেকে ২০২ পর্যন্ত। বিজেপি পেতে পারে ১০০ টি আসন তাদের আসন সংখ্যা হতে পারে ৮৮ থেকে ১১০ টি পর্যন্ত। হুমায়ুনের দল একটি নওশাদ সিদ্দিকীর দল একটি এবং সিপিএমও একটি আসন পেতে পারে যদিও ভালো ফল করলে তাদের আসন আরো একটি দুটি করে বাড়তে পারে। কংগ্রেস সর্বাধিক সাতটি আসন পেতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে জনমত সমীক্ষায় যদিও ফল ভালো হলে দু অংক ছুঁতে পারে কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস ৪৫ শতাংশের কাছাকাছি এবং বিজেপি প্রায় চল্লিশ শতাংশ ভোট পেতে পারে এই নির্বাচনে এই ইঙ্গিত মিলেছে বুথ ফেরত সমীক্ষায়।

ট্রাক্টর উল্টে পিষে গেলেন চালক, মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৯ এপ্রিল ঃ ট্রাক্টর চালিয়ে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা। গ্রামের রাস্তায় ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরের কেন্দুগাড়ী অঞ্চলের কদমখন্ডী গ্রামে ট্রাক্টর উল্টে গুরুতর জখম হন চালক। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ট্রাক্টর চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে খবর, মৃত ট্রাক্টর চালকের নাম কমল সোরেন। মঙ্গলবার বিকেলে কদমখন্ডী গ্রামের রাস্তায় ট্রাক্টর উল্টে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে আহত চালককে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু প্রাণে বাঁচানো যায়নি চালক কমলে। বুধবার সকালে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ মৃত চালকের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করে। মৃতের দাদা জানান, মঙ্গলবার কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল ভাই। পথেই দুর্ঘটনা ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টর উল্টে যেতে তার নীচে চাপা পড়েন কমল। হাসপাতালে আনা হলেও বাঁচানো গেল না ভাইকে।

গলসিতে ভোটদান ঘিরে বিভ্রাট, উঠল ভয়ঙ্কর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের দিন প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের জন্য বিশেষ সুবিধার কথা নির্বাচন কমিশন বারবার বললেও, গলসিতে ধরা পড়ল তার উল্টো ছবি। পূর্ব বর্ধমানের গলসি বিধানসভার বামুনআড়া গ্রামের ২২৯ নম্বর বুথে বয়স্ক ও অসুস্থদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ ওঠে কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচনী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। বামুনআড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওই বুথে এদিন সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় ভোটারদের অভিযোগ, শোভারানি বেগম, শামু বিবি, সাবিলা বিবির মতো একাধিক প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটাররা যখন পরিবারের সদস্যদের সাহায্য নিয়ে ভোট দিতে যান, তখন তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী, বিশেষভাবে সক্ষম বা প্রবীণদের সহায়তার অনুমতি থাকলেও, প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা সেই সুযোগ দেননি বলে দাবি পরিবারের। লুৎফান্নেসা বিবি-সহ একাধিক ভোটারের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা পরিবারের সদস্যদের বুথের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও অসুস্থ ভোটাররা চরম ভোগান্তির শিকার হন। ভোটারদের প্রশ্ন, যদি সরকারি স্তরে সহায়তার নিয়ম থাকে, তবে বুথে কেন তা মানা হচ্ছে না? এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুথ চত্বরে দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনা থাকে। স্থানীয় বাসিন্দদারা এই আচরণের প্রতিবাদে ক্ষোভ উগরে দেন। তবে এই বিষয়ে এখনও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আধিকারিক বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বাঁকুড়ায় ছ'টি আসনেই জয়ের আশায় তৃণমূল, পাল্টা আত্মবিশ্বাস বিজেপিরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার ছ'টি বিধানসভা আসনেই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় স্তরে ভোট-পরবর্তী পর্যালোচনায় উঠে এসেছে এমনই ইঙ্গিত। বুথভিত্তিক রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে ঘাসফুল শিবিরের দাবি, এই বার ভোটের অঙ্কে তাদের অবস্থান আগের তুলনায় আরও মজবুত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল ভবনে আয়োজিত বৈঠকে ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বের কাছ থেকে বিস্তারিত বুথওয়ারি রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে তৃণমূল নেতৃত্বের ধারণা, বামপন্থী ভোটের একটি অংশ বিজেপি থেকে সরে এসে আবার বামেদের দিকে ফিরেছে। শাসক শিবিরের মতে, এর ফলে বিজেপির ক্ষতি হওয়ায় তাদের ফল আরও অনুকূল হতে পারে। বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত নেতারা জানান, সংখ্যালঘু ভোটও এ বার বড় অংশে তাদের পক্ষেই রয়েছে। আইএসএফ প্রার্থী থাকলেও তারা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেনি বলেই দাবি শাসক দলের। সব মিলিয়ে জেলার ছ'টি আসনেই জয় আসবে বলে অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে ইঙ্গিত মিলেছে। তৃণমূলের দাবি, জেলার অধিকাংশ বুথেই মূল লড়াই হয়েছে বিজেপির সঙ্গে। উল্লেখযোগ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ছ'টি আসনের মধ্যে তিনটি করে আসন পায় তৃণমূল ও বিজেপি। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে ছ'টির মধ্যে পাঁচটিতেই তৃণমূল এগিয়ে ছিল। অন্যদিকে, তৃণমূলের এই দাবি পুরোপুরি খারিজ করেছে বিজেপি। দলের প্রার্থী নিলাদ্রি শেখর দানা, শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউরি এবং জেলা সভাপতি প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় বলেন, জেলার মানুষ এ বার তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের কথায়, রামের ভোট বামে ফেরেনি, ভবিষ্যতেও ফিরবে না। তৃণমূল সব আসনেই ভরাডুবির মুখে পড়বে। তাঁদের দাবি, জেলার সবক'টি আসনেই বিজেপির জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে বাম শিবিরও আত্মবিশ্বাসী। সিপিএম প্রার্থী অভয় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, হারানো জমি ফিরে পেতে এ বার জোর লড়াই হয়েছে। তাঁর কথায়, তৃণমূল ও বিজেপি- দুই পক্ষকেই মানুষ জবাব দিয়েছে। ফল প্রকাশের পরই তা স্পষ্ট হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বাঁকুড়ায় ত্রিমুখী লড়াইয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট। তৃণমূল যেখানে নিজেদের পক্ষে ভোটের সমীকরণ দেখছে, সেখানে বিজেপি ও বাম শিবিরও সমান আত্মবিশ্বাসী - ফলে চূড়ান্ত ফলাফল নিয়েই এখন সব পক্ষের নজর।

৬০ বছরে এমন ভোট দেখিনি, ভোট দিতে এসে ক্ষোভ উগরে দিলেন রঞ্জিত মল্লিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ রাজ্যের নির্বাচনী লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ ঘিরে সরগরম দক্ষিণবঙ্গ। সাতটি জেলার ১৪২টি আসনে সকাল সাতটা থেকেই শুরু হয়েছে ভোট। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আপাতত শান্তিপূর্ণভাবেই এগোচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়া। এদিন সকাল থেকেই বুথে বুথে সাধারণ মানুষের ভিড়।

সকাল সকাল ভোট দিচ্ছেন সেলিব্রিটিরাও। এই আবহেই ভোট দিতে দেখা গেল টলিউডের অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক -কে। রাজ্যসভায় সাংসদ হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম ভোটদান। প্রতি বারের মতো এবারও বাবা মায়ের সঙ্গে ভোট দিলেন তিনি। ভোট দিয়ে এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হলেন রঞ্জিত মল্লিক ও কোয়েল মল্লিক। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এদিন কোয়েল জানান, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই কোনও পরিস্থিতিতেই তিনি ভোট দেওয়া মিস করেন না। পরিবার নিয়ে ভোটকেন্দ্রে আসাও তাঁদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। তবে ভোটের দিনেই খানিক আক্ষেপ শোনা গেল রঞ্জিত মল্লিকের গলায়। তাঁর অভিযোগ, এবারের ভোটে বহু মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি, যার জন্য দায়ী SIR। তাঁর কথায়, আমি প্রায় ৬০ বছর ধরে ভোট দিচ্ছি। আমার বয়স এখন আশির কাছাকাছি। কিন্তু এমন পরিস্থিতি আগে কখনও দেখিনি, যেখানে এত মানুষ ভোট দিতে পারলেন না। ৬০ বছরে প্রথম এমন ভোট দেখলাম। এদিকে, দ্বিতীয় দফার এই ভোটযুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশেষ করে SIR-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোন দিকে সাধারণ মানুষের সমর্থন, তার উত্তর ৪ তারিখ স্পষ্ট হয়ে যাবে। এদিন একইভাবে SIR নিয়ে দু ঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায় লাভলি মৈত্রকে। সব মিলিয়ে, একদিকে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের ছবি, অন্যদিকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ- দ্বিতীয় দফার ভোটে এই দুই বিপরীত চিত্রই সামনে আনছে বাংলার নির্বাচনী বাস্তবতা।

তর্কাতর্কিতে জড়ালেন লাভলি মৈত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ ভোট দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জ।ায়ে প।লেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী লাভলি মৈত্র। রাজপুর- সোনারপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাভূষণ বিদ্যাপীঠের ১৪৩ নম্বর বুথে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'প্রথমবার নিজেকে ভোট দিলাম।'' তবে ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। ফলে তারা ভোট দিতে পারেননি।পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলেও দাবি তোলেন তৃণমূল প্রার্থী। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আজকের পর বিজেপির আর কোনও জায়গা থাকবে না।'' সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র দ্বিতীয় দফায় অন্যতম নজরকাড়া কেন্দ্র ছিল। সোনারপুর দক্ষিণে মূলতঃ দুই অভিনেত্রীর মধ্যে লড়াই হয়েছে। তৃণমূলের অরুন্ধতী (লাভলি) মৈত্র এবং বিজেপির রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। অরুন্ধতীকে লাভলী মৈত্র নামেই পরিচিত। ওই কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়কও তিনি।

অ্যাম্বুল্যান্স করে ভোট দিয়ে গেলেন সাংসদ মিতালি বাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২৯ এপ্রিল ঃ অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে এসে ভোট দিলেন আরামবাগারে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মিতালি বাগ। সোমবার সাংসদের গাড়িতে ভাঙচুর চালানো নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে চিকিসা চলছে তাঁর। বুধবার ১৩৯ নম্বর বুথে ভোট দিলেন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ। ভোট দিয়ে বেরিয়ে মিতালি বলেন, ' বাংলার গণতন্ত্রকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। আরামবাগে অভিষেকের জনসভায় যাওয়ার পথে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল, গাড়িতে হামলা চলেছিল। আমি বেঁচে ফিরেছি। নির্বাচন কমিশন এ বার বলেছিল ভোট শান্তিতে হবে!''

বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

জববলপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। বুধবার জব্বলপুর- দামোহ সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ পাটন নগরের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া - এর নিকটবর্তী এলাকায় দামোহ থেকে জব্বলপুরমুখী একটি ট্রাক দ্রুতগতিতে এসে একটি বাইককে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার পর বাইক আরোহী ট্রাকের চাকায় আটকে পড়েন এবং প্রায় ৫০ মিটার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের কাছে থাকা নথি থেকে অনুমান, তাঁর নাম রাম সিং এবং তিনি সম্ভবত সেওনি জেলার বাসিন্দা। তবে মৃতের পূর্ণ পরিচয় এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটিকে আটক করা হযেছে এবং চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হযেছে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

উদ্ধার বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন উত্তেজনা পূর্ব বর্ধমান জেলারকেতুগ্রাম বিধানসভায়। কেতুগ্রাম বিধানসভার বিরুরী গ্রামের ৩৫ নম্বর বুথ থেকে কিছুটা দূরেই উদ্ধার ৬টি তাজা বোমা। বুথ থেকে স্বল্প দূরেই একটি ফাঁকা জায়গায় একটি ব্যাগের মধ্যেই রয়েছে তাজা বোমা। ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ইতিমধ্যেই বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

আটক মাদক পাচারকারী

শিমলা, ২৯ এপ্রিল ঃ হিমাচল প্রদেশের শিমলায় পুলিশের তৎপরতায় এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় থিওগ থানার অন্তর্গত রাহিঘাট বাইপাস সড়কে এই অভিযান চালানো হয়। বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম প্রীতিশ (২৪)। তার কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ৭.২৩ গ্রাম মাদক (হেরোইন) উদ্ধার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে মাদক পাচারের খবর মেলে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে নজরদারি বাড়ানো হয়।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর: ডিএলডব্লিউ-ডিকেএই-এএমসি-কম্প্রেসার। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র.নং: ০১। টেন্ডার নম্বর: ডিএলডব্লিউ-ডিকেএই-এএমসি-কম্প্রেসার। কাজের নাম: ডানকুনি লোকো ওয়ার্কস, সিএলডব্লিউ, ডানকুনিতে ২৪ (চব্বিশ) মাস মেয়াদে ০৩টি স্ক্রু টাইপ এয়ার কম্প্রেসার, মডেল-জিএই৯০এএফএফ, ক্যাপাসিটি- ৯.৫ বার-এ ৫০০ সিএফএম, মেক-অ্যাটলাস কপকো লিমিটেড-এর এএমসি। টেন্ডার মূল্য (টাকায়): ₹ ৫,৮২,৮৭৪.২৩ (পাঁচ লক্ষ বিরাশি হাজার আটশো চুয়াত্তর টাকা এবং তেইশ পয়সা) মাত্র, জিএসটি সহ। টেন্ডার নথির মূল্য (টাকায়): ₹ ২,০০০.০০ (দুই হাজার টাকা) মাত্র। বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি (টাকায়): ₹ ১১,৭০০.০০ (এগারো হাজার সাতশো টাকা) মাত্র। সম্পন্নের মেয়াদ: ২৪ মাস। বিঃদ্রঃ: (i) সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে। (ii) যোগাযোগ নম্বর: ০৩২১২-২৩০০০৩। (iii) টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২.০৫.২০২৬ তারিখ ১২:০০ টায়।
PR1/337 ডব্লিউএম/প্ল্যানিং/ডানকুনি
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

বিজ্ঞপ্তি
DSP MUTUAL FUND
আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Thursday, 30th April 2026	Digha More, Buran, Egra, West Bengal - 721429	1:00 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।

দেশ-বিদেশ

দাউদ ইব্রাহিমের ডি-কম্পানিতে বড় ধাক্কা মাদক চক্রের মূল হোতা সলিম ডোলা ভারতে প্রত্যর্পিত

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী অভিযানে ভারতের বড় সাফল্য হিসেবে ধরা হচ্ছে ডি-কম্পানির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সলিম ডোলার প্রত্যর্পণ। দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত এই ব্যক্তি অবশেষে বিদেশ থেকে ভারতে আনা হয়েছে, যা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অর্জন। কুখ্যাত আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিম-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত সলিম ডোলা বহুদিন ধরেই গোয়েন্দা সংস্থার নজরে ছিলেন। অভিযোগ, তিনি মাদক পাচারের আন্তর্জাতিক রুট তৈরি, সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং অপরাধচক্রের আর্থিক লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাকে নজরদারিতে রাখা হয় এবং অবশেষে তাকে ভারতে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, কয়েক মাস ধরে একটি বিদেশি দেশে সলিম ডোলার ওপর নিবিড় নজরদারি চালানো হচ্ছিল। তার গতিবিধি, যোগাযোগ এবং আর্থিক লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে তদন্তকারীরা নিশ্চিত হন যে তিনি একটি বৃহ আন্তর্জাতিক মাদক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। সেই তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতীয় সংস্থাগুলো তার প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করে। ভারতে পৌঁছানোর পরই তাকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটি উচ্চ-নিরাপত্তা কেন্দ্রে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ডোলাকে আন্তর্জাতিক ড্রাগ কার্টেল, হাওলা লেনদেন এবং সম্ভাব্য সন্ত্রাসে অর্থায়নের যোগসূত্র নিয়ে জেরা করা হবে। বিশেষ করে, মাদক পাচারের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ কীভাবে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রত্যর্পণ শুধু একটি গ্রেপ্তার নয়, বরং একটি বড় নেটওয়ার্ক ভাঙার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, সলিম ডোলার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে আরও বড় অপরাধচক্রকে ধরতে সাহায্য করতে পারে। তার জিজ্ঞাসাবাদ থেকে মাদক পাচারের নতুন রুট, আর্থিক লেনদেনের পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাউদ ইব্রাহিম, যিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছেন, তার অপরাধ সাম্রাজ্য বহু দশক ধরে বিস্তৃত। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, চাঁদাবাজি, চোরাচালান এবং মাদক পাচারের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীর প্রত্যর্পণকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এটি দাউদের নেটওয়ার্কের ওপর সরাসরি চাপ সৃষ্টি করবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা, বিশেষ করে মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিটগুলো গত কয়েক বছরে তাদের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। বন্দর ও বিমানবন্দরে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে, সন্দেহভাজন লেনদেনের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য আদানপ্রদান বাড়ানো হয়েছে। এই সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলেই সলিম ডোলার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ধরতে সক্ষম হয়েছে সংস্থাগুলো। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া এই ধরনের অভিযান সফল করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের আইনপয়াগকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়, তথ্য বিনিময় এবং কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই এই প্রত্যর্পণ সম্ভব হয়েছে। এটি ভারতের কূটনৈতিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতিরও একটি প্রতিফলন। আইনগত প্রক্রিয়া অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সলিম ডোলার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক মামলা দায়ের করা হবে। তদন্তকারীরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছেন, যা আদালতে উপস্থাপন করা হবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সমস্ত প্রক্রিয়া আইন মেনেই সম্পন্ন করা হবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। সলিম ডোলার জিজ্ঞাসাবাদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য শুধু বর্তমান তদন্তেই নয়, ভবিষ্যতের অনেক মামলাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক মাদক পাচার এবং অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত বড় বড় চক্রগুলোকে শনাক্ত করতে এই তথ্য অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। এছাড়া, এই ঘটনাটি একটি স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, অপরাধীরা যত দূরেই পালিয়ে থাকুক না কেন, আইন তাদের নাগাল পেতেই পারে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে এখন অপরাধীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে, সলিম ডোলার ভারতে প্রত্যর্পণ শুধু একটি আইনি প্রক্রিয়ার সাফল্য নয়, বরং এটি সংগঠিত অপরাধ এবং মাদক পাচারের বিরুদ্ধে ভারতের দীর্ঘ লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্যের পথ খুলে দিতে পারে এবং দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে।

গোরখপুর জংশন স্টেশনে সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক উন্নতি

গোরখপুর, ২৯ এপ্রিলঃ যাত্রীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করতে যাত্রী-কেন্দ্রিক উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুর জংশন স্টেশনের ৯ নং প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক উন্নতি করা হয়েছে। ৯ নং প্ল্যাটফর্মের পশ্চিম প্রান্তে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্টেশনের কলগুলিতে ২৪ ঘণ্টা জল সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ক্যাবওয়েতে আসা যানবাহনগুলির সুশৃঙ্খল পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং রেল কর্মচারীদের যানবাহনের জন্যও পার্কিংয়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও, প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের চলাচলে যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তা নিশ্চিত করে ট্রেন থেকে নামানো পার্সেলগুলি অবিলম্বে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নর্দমা ব্যবস্থা এবং স্টেশন চত্বরের পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে এবং স্টেশন চত্বরের মধ্যে গাছ লাগিয়ে পরিবেশ সুরক্ষাও নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ভোটের উত্তাপে না পুড়ুক মানবতা-সহিষ্ণুতার শপথ নিক বাংলা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ পশ্চিমবঙ্গ আজ গণতান্ত্রিক পরীক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটগ্রহণকে ঘিরে উত্তেজনা, উদ্বেগ এবং প্রত্যাশা-সব মিলিয়ে এক তীব্র আবহ তৈরি হয়েছে রাজ্যজুড়ে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর এই শেষ পর্বের ভোটের পর শুরু হবে অপেক্ষা-ফল ঘোষণার দিন ৪ মে-র দিকে তাকিয়ে থাকবে গোটা রাজ্য। কিন্তু এই রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যেই উঠে আসছে এক জরুরি প্রশ্ন, ভোটের হার-জিতের লড়াইয়ে কি আমরা আমাদের মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছি? গত কয়েক সপ্তাহে নির্বাচনী প্রচার যত এগিয়েছে, ততই তীব্র হয়েছে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ। একদিকে ছিল প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে পাল্টা আক্রমণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই বাকযুদ্ধ অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব হিংসায় রূপ নিয়েছে। কোথাও গাড়ি ভাঙচুর, কোথাও শারীরিক আক্রমণ, আবার কোথাও রক্তপাত-এইসব ঘটনা গণতন্ত্রের পরিসরকে কলুষিত করেছে। সাধারণ মানুষের মনে তাই একটাই প্রশ্ন-এই কি আমাদের গণতন্ত্রের চেহারা? প্রথম দফার ভোট তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ হওয়ায় অনেকেই আশাবাদী হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দফা ঘিরে সেই আশার সঙ্গে মিশে গেছে একরাশ আশঙ্কা। মানুষ জানতে চাইছে-এই পর্বেও কি শান্তি বজায় থাকবে, নাকি আবার ফিরে আসবে সেই চেনা হিংসার ছবি? গণতন্ত্রের মান-মর্যাদা কি রক্ষা পাবে, নাকি তা আবারও আঘাতপ্রাপ্ত হবে? গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল সহিষ্ণুতা, সংবেদনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। ভোট মানেই প্রতিযোগিতা-কেউ জিতবে, কেউ হারবে। জয়ীদের মধ্যে থাকবে উল্লাস, আর পরাজিতদের মধ্যে থাকবে হতাশা। কিন্তু এই স্বাভাবিক আবেগের মধ্যেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সংযম। জয়ের আনন্দ যেন প্রতিহিংসায় না বদলে যায়, আর পরাজয়ের বেদনা যেন হিংসার জন্ম না দেয়। এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন একটি সামাজিক ও নৈতিক শপথ-যে শপথে আমরা প্রতিশোধ, ঘৃণা এবং হিংসাকে প্রত্যাখ্যান করব। আমাদের মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তা কখনওই মানবিক সম্পর্ককে ভেঙে দিতে পারে না। সমাজ, পরিবার এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখতে হলে এই ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে একটি আশার আলো দেখাচ্ছে প্রকৃতি নিজেই। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভোটের দিন দক্ষিণবঙ্গ জু।ে ঝ।-বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কালবৈশাখীর এই আগমন শুধু গরম থেকে স্বস্তি দেবে না, হয়তো কিছুটা প্রতীকীভাবেও রাজনীতির উত্তাপ কমাতে সাহায্য করবে। প্রকৃতির এই স্নিগ্ধতা যদি মানুষের মনেও কিছুটা শান্তি এনে দেয়, তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। বৃষ্টি যেমন ধুলো ঝেড়ে দেয়, তেমনি কি এই বৃষ্টি আমাদের মন থেকে ঘৃণা, আক্রোশ এবং হিংসার আবরণ মুছে দিতে পারবে না? এই প্রশ্ন আজ প্রতিটি সচেতন নাগরিকের মনে। আমরা কি পারি না, এই বৃষ্টিকে শান্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে? পারি না কি, এই দিনটিকে একটি নতুন সূচনার দিন হিসেবে দেখতে? ফল ঘোষণার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বা।ছে উত্তেজনা। কিন্তু সেই দিনের জন্যও প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতি। জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, তা যেন গণতান্ত্রিক মর্যাদা বজায় রেখে গ্রহণ করা হয়। কারণ, গণতন্ত্র শুধু ভোটে সীমাবদ্ধ নয়-এটি একটি মূল্যবোধ, একটি সংস্কৃতি, যা গড়ে ওঠে সহনশীলতা, উদারতা এবং ভালোবাসার উপর। এই প্রসঙ্গে মনে প।ে যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন-যখন বৃষ্টি নামলো। এই বৃষ্টি শুধু প্রকৃতির নয়, এটি যেন আমাদের অন্তরেরও এক পরিশুদ্ধি। যেন প্রতিটি মানুষের মনে ঝরে পড়ে শান্তির বার্তা, সহমর্মিতার স্পর্শ। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নাগরিকের কাছে একটাই আবেদন-ভোট দিন, নিজের অধিকার প্রয়োগ করুন, কিন্তু তা যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়। কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে, কোনও ঘৃণার রাজনীতিতে নিজেকে জড়াবেন না। মনে রাখবেন, আমরা সবাই একই সমাজের অংশ, একই ভবিষ্যতের সহযাত্রী। শেষ পর্যন্ত, এই নির্বাচন শুধু একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়-এটি আমাদের সামাজিক চরিত্রেরও পরীক্ষা। আমরা কি পারব, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে? পারব কি, প্রমাণ করতে যে আমরা এখনও সহিষ্ণু, সংবেদনশীল.

যুদ্ধের মাঝেও জীবনের জয়-বেইরুটে একই দলে ভারত-পাকিস্তান, বাঁচার মন্ত্র ক্রিকেট

২৯ এপ্রিল ঃ যুদ্ধ মানেই ধ্বংস, আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা। বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠা শহর, ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়া আকাশ, আর প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই-এই বাস্তবতাই আজ মধ্যপ্রাচ্যের বহু মানুষের জীবনের অংশ। কিন্তু এত কিছুর মাঝেও থেমে থাকে না মানুষের আশা, থামে না বেঁচে থাকার ইচ্ছা। আর সেই ইচ্ছারই এক অনন্য প্রতীক হয়ে উঠেছে ক্রিকেট-যা যুদ্ধবিধ্বস্ত বেইরুট-এ পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনের শক্তির উৎস। প্রতি রবিবার, শহরের আর্চাফিয়েহ এলাকার একটি সাধারণ পার্কিং লট বদলে যায় ক্রিকেট মাঠে। চারপাশে যুদ্ধের চাপা উত্তেজনা, দূরে কোথাও বোমা বিস্ফোরণের শব্দ-তার মধ্যেই টেনিস বলের টুংটাং, ব্যাটের মাঝখানে লেগে বল ছুটে যাওয়ার আনন্দ, আর এক ঝাঁক মানুষের উল্লাস যেন অন্য এক জগতের ছবি আঁকে। এই ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, এটি একধরনের মানসিক আশ্রয়। এখানে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার পরিযায়ী শ্রমিকরা একসঙ্গে খেলেন, হাসেন, প্রতিযোগিতা করেন। যে দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক বহু সময় উত্তপ্ত, সেই দেশগুলোর মানুষ এখানে এক দলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলেন। যুদ্ধের বাস্তবতা তাদের শত্রুতা ভুলিয়ে দিয়েছে-ক্রিকেট তাদের এক করেছে। ৪২ বছর বয়সি মজিদ সাট্টি খেলেন ১১ ব্রাদার্স নামে একটি দলে, যেখানে ভারত ও পাকিস্তানের খেলোয়া।রা একসঙ্গে অংশ নেন। এই দলটি গত কয়েক বছর ধরে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে। তাদের কাছে জয়-পরাজয়ের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো একসঙ্গে থাকার আনঃদ, কিছুটা সময়ের জন্য যুদ্ধের ভয় ভুলে থাকা। লেবাননের স্থানীয় মানুষদের কাছে ক্রিকেট খুব পরিচিত খেলা নয়। তবুও তারা এই খেলাকে আগ্রহ নিয়ে দেখেন। বিশেষ করে আর্চাফিয়েহ এলাকা, যা খ্রিস্টান অধ্যুষিত, সেখানে তুলনামূলকভাবে যুদ্ধের প্রভাব কম। ফলে এই এলাকায় ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে যুদ্ধের ভয় এখানেও পুরোপুরি অনুপস্থিত নয়। ইস্টার রবিবারের দিন, এই মাঠ থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট হাঁটার দূরত্বে একটি ভয়াবহ হামলায় ৩৯ জন নিহত হন। সেই সময় পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। তবুও ক্রিকেট থামেনি। পাকিস্তানের এক শ্রমিক আহমেদ বলেন, আমরা আর কী করতাম? আমরা খেলেছি, সন্ধ্যায় বা।ি ফিরে গেছি। তার এই কথাতেই ফুটে ওঠে বাস্তবতা-যখন চারপাশে অস্থিরতা, তখন স্বাভাবিক জীবনের ছোট্ট মুহূর্তগুলোই সবচেয়ে বড় ভরসা। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের অনেকেই লেবাননে আটকে পড়েছেন। কেউ ইউরোপে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু অর্থের অভাবে বা পরিস্থিতির কারণে আর এগোতে পারেননি। তাদের জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে কাজ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে। এই কঠিন বাস্তবতায় ক্রিকেট তাদের কাছে একমাত্র মুক্তির পথ। ৫৩ বছর বয়সি শ্রীলঙ্কার সুগত প্রিয়ন্ত ফার্নাঃদো প্রায় ৩০ বছর ধরে লেবাননে বসবাস করছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি একাধিক যুদ্ধ দেখেছেন, বহু কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। তবুও তিনি টিকে আছেন-আর তার পেছনে বড় কারণ ক্রিকেট। তিনি বলেন, যদি ক্রিকেট না থাকত, আর রবিবারে এই ছুটিটা না পেতাম, তাহলে আমি এতদিন এখানে থাকতে পারতাম না। এই জায়গাটাই আমাদের শক্তি আর স্বাধীনতার উৎস। তার এই কথায় বোঝা যায়, ক্রিকেট শুধু একটি খেলা নয়-এটি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যেখানে মানুষ কিছুটা সময়ের জন্য নিজের দু ঃখ, ভয় আর অনিশ্চয়তা ভুলে থাকতে পারে। যুদ্ধের মধ্যে জীবন থেমে থাকে না-এই সত্যটাই প্রতিফলিত হয় বেইরুটের এই ক্রিকেট মাঠে। এখানে প্রতিটি বল, প্রতিটি রান, প্রতিটি হাসি যেন জীবনের পক্ষেই এক একটি ঘোষণা। ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্ব ঃদ্ব, সীমান্তের উত্তেজনা-সবকিছু ভুলে এখানে মানুষ মানুষকে চিনেছে, বন্ধুত্ব গড়েছে। এই গল্প শুধু ক্রিকেটের নয়, এটি মানবতার গল্প। এটি প্রমাণ করে, যতই কঠিন পরিস্থিতি হোক না কেন, মানুষ বাঁচার পথ খুঁজে নেয়। কখনও তা হয় এক কাপ চায়ের আড্ডা, কখনও একটি গান, আর কখনও বা একটি ক্রিকেট ম্যাচ। বেইরুটের সেই ছোট্ট পার্কিং লট তাই আজ শুধু একটি মাঠ নয়-এটি আশার প্রতীক, জীবনের প্রতীক। যুদ্ধের অন্ধকারের মধ্যেও যে আলো জ্বলে থাকতে পারে, সেই আলোর নামই এখানে ক্রিকেট। শেষ পর্যন্ত, আহমেদ, ফার্নাঃদোদের মতো মানুষের কণ্ঠেই যেন ধ্বনিত হয় এক অদম্য বার্তা- যুদ্ধ চলতেই পারে, কিন্তু জীবন থামে না আর ক্রিকেটও নয়।

গাজায় নিখুঁত ড্রোন হামলা-হামাসের গোয়েন্দা প্রধান নিহত

গাজা, ২৯ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ফের নতুন মোড় নিল সংঘাত। গাজায় একটি লক্ষ্যভেদী ড্রোন হামলায় হামাসের গোয়েঃদা বিভাগের প্রধান আয়াদ আহমেদ আবদ আল-রহমান শামবারিকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস। বুধবার প্রকাশ্যে আনা এই তথ্য ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে আবারও উদ্বেগ বাড়ছে। ইজরায়েলি সেনার দাবি অনুযায়ী, শামবারি হামাসের গোপন অপারেশন, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং গোয়েঃদা কার্যকলাপের অন্যতম প্রধান মস্তিষ্ক ছিলেন। বিশেষ করে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের বৃহ আক্রমণের নেপথ্যে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ। সেই হামলার পর থেকেই শুরু হয় ভয়াবহ ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ ২০২৩, যা এখনও থামার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। সেনা সূত্রে জানা গেছে, গাজার পশ্চিমাংশে অবস্থিত আল-রিমাল এলাকায় এই ড্রোন হামলা চালানো হয়। হামলায় মোট চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ছ'জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শামবারি ছা।াও তার ছেলে সালাহর নামও উঠে এসেছে। যদিও এই দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবুও ঘটনাটি ঘিরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে।গাজা দীর্ঘদিন ধরেই সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতনিয়াহু-র নেতৃত্বে দেশটির সামরিক অভিযান গাজায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। একাধিক বিমান হামলা, স্থল অভিযান এবং অবরোধের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে, এই সংঘাতে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে শামবারির মৃত্যু হামাসের জন্য একটি বড় ধাক্কা হতে পারে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। কারণ, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি সংগঠনের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং গোপন নেটওয়ার্ক পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তার অনুপস্থিতিতে হামাসের কার্যক্ষমতা সাময়িকভাবে দুর্বল হতে পারে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তবে এই হামলার ফলে সংঘাত কমার বদলে আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ, হামাস ইতিমধ্যেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের হুমকি দিয়েছে। অন্যদিকে, ইজরায়েল জানিয়ে দিয়েছে যে তারা তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে যেকোনও পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বছরের ১০ অক্টোবর গাজায় আনুষ্ঠানিক সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে সেই শান্তি স্থায়ী হয়নি। সংঘর্ষবিরতির পরেও একাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, সংঘর্ষবিরতির পরেও অন্তত ৮১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই তথ্যকে সমর্থন করেছে রাষ্ট্রসংঘ-ও। এই সংঘাতের সবচেয়ে ব। শিকার সাধারণ মানুষ। প্রতিদিনের বোমা হামলা, খাদ্য ও চিকিসার অভাব, এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তারা বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ-কেউই এই পরিস্থিতির বাইরে নন। ঘরবাড়ি হারিয়ে অনেকে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের লক্ষ্যভেদী হামলা সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও দীর্ঘমেয়াদে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। একদিকে যেমন একটি সংগঠনের নেতৃত্ব দুর্বল হয়, অন্যদিকে প্রতিশোধের মনোভাব আরও তীব্র হয়, যা সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করে। বর্তমানে ইজরায়েল ও হামাস উভয় পক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করে চলেছে। ইজরায়েলের দাবি, তারা শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অন্যদিকে হামাস বলছে, তারা নিজেদের ভূমি ও মানুষের সুরক্ষার জন্য লড়ছে। এই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নিরীহ সাধারণ মানুষ। গাজা আজ কার্যত এক মানবিক সংকটের প্রতীক। বিদ্যুৎ, জল, খাদ্য-সবকিছুর অভাব সেখানে প্রকট। আন্তর্জাতিক মহল বারবার শান্তির আহ্বান জানালেও বাস্তবে তার প্রতিফলন খুব কমই দেখা যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে শামবারির মৃত্যু নতুন করে উত্তেজনা বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভারত বনাম চিন, থমাস কাপ ২০২৬

নয়া দিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ থমাস কাপ ২০২৬-এ ভারতের সামনে চিনের কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে। তবে, ভারতীয় দলের সদস্য আয়ুশ শেঠি নিজের অসাধারণ পারফরম্যান্স দিয়ে দেশের প্রথম জয় নিশ্চিত করেন। চিনের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ১৫ নম্বর খেলোয়াড় ওয়েং হং ইয়াংকে ৭০ মিনিটের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে পরাজিত করে শেঠি ভারতকে লড়াইয়ে টিকিয়ে রাখেন। এই ম্যাচে শেঠি ১৭-২১, ২১-১৩, ২১-১৫ গেমে জয়লাভ করেন। তবে, ভারতের জন্য দিনটি মিশ্র ফলের ছিল। আয়ুশ শেঠির জয়ের পরও ভারতের জন্য দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেন ডাবলস জুটি সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেডি এবং চিরাগ শেঠি। তাদের বিপক্ষে চিনের লিয়াং ওয়েই কাং এবং চ্যাং ওয়াং-এর দ্বৈরথ ছিল অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি। দীর্ঘ ৭৩ মিনিটের ম্যাচে সাত্বিক-চিরাগের জুটি ১৩-২১, ২১-১৩, ২৪-২৬ গেমে পরাজিত হন। এই হার ভারতের জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল, কারণ এতে চিন ২-১ গেমে এগিয়ে যায়। প্রথম রাবারের খেলায়, লি শি ফেং ভারতীয় তারকা লক্ষ্য সেনকে ২১-১৯, ৮-২১, ২১-১২ পয়েন্টে পরাজিত করেন।

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Hosna Ara (Old Name) W/o Sabir Hussain Residing at 71/C, Mafidul Islam Lane, Vtc+P.o - Entally, Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Husnara Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 15/2026 Dated 28-04-2026. Hosna Ara (Old Name) and Husnara Begum (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sabir Hossain (Old Name) S/o Mumtaz Ali Residing at 71/C, Mafidul Islam Lane, Entally, Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sabir Hussain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 14/2026 Dated 28-04-2026. Sabir Hossain (Old Name) and Sabir Hussain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kuldeep Sharma (Old Name) S/o Bimal Kumar Sharma Residing at BF-7/10, Deshbandhu Nagar, Saha Para, P.o+P.s - Baguiati, District - North 24 parganas, Pin - 700059, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kuldeep Kumar Sharma (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-04-2026. Kuldeep Sharma (Old Name) and Kuldeep Kumar Sharma (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Swapan Das (Old Name) S/o Hari Pada Das Residing at Banipur Prantika, P.o - Banipur, P.s - Habra, District - North 24 parganas, Pin - 743233, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Swapan Kumar Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-04-2026. Swapan Das (Old Name) and Swapan Kumar Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dipa Sarkar Das (Old Name) D/o Bishu Kumar Das Residing at Biswanath Dham Block A, 4A, Sourav Ganguly Avenue, P.o - Rajarhat Gopalpur, P.s - Narayanpur, District - North 24 parganas, Pin - 700136, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Dipa Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-04-2026. Dipa Sarkar Das (Old Name) and Dipa Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tulika Agarwal (Old Name) W/o Parag Jain Residing at GC-214, Sector - 3, Salt Lake City, District - North 24 parganas, Pin - 700106, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Tulika Jain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-04-2026. Tulika Agarwal (Old Name) and Tulika Jain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Harjit Kour Nandha, Harjit Kaur (Old Name) W/o Anil Kumar Mandal Residing at 3A, 3rd Floor, 8/1/1/B, Fakir Ghosh Lane, Baranagar, District - North 24 parganas, Pin - 700108, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Harjit Kaur Nandha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-04-2026. Harjit Kour Nandha, Harjit Kaur (Old Name) and Harjit Kaur Nandha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Maola Box (Old Name) S/o Ahad Box Mandal Residing at Vill - Gurdaha Uttar Para, P.o+P.s - Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743401, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mawla Box Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-04-2026. Md Maola Box (Old Name) and Mawla Box Mandal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Avijit Majumder (Old Name) S/o Asoke Majumder Residing at 2 Bank Gardens, Kolkata Municipal corporation, Bansdroni, Kolkata South - 700070, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abhijit Majumder (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 17/2026 Dated 28-04-2026. Avijit Majumder (Old Name) and Abhijit Majumder (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Afruza Bibi (Old Name) W/o Isahaque Residing at Nadia, Dhanyakuria Basirhat - II, District - North 24 Parganas, Pin - 743437, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Afruja Bibi Mandal (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 16/2026 Dated 28-04-2026. Afruza Bibi (Old Name) and Afruja Bibi Mandal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Kajem Ali Sk(old name) S/o-Samir Seikh residing at Nashipur, Islampur, Murshidabad, Dist-Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD KAJEM ALI SK to KAJEM SEIKH and henceforth I shall be known as KAJEM SEIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 29/04/2026. MD KAJEM ALI SK (old name) and KAJEM SEIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sufeya Khatun (Old Name) D/o Sekh Ahammad Ali Residing at Vtc - Diangamanik, P.o - Chekati, District - North 24 Parganas, Pin - 743245, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Supiya Bibi Shek (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 13/2026 Dated 28-04-2026. Sufeya Khatun (Old Name) and Supiya Bibi Shek (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khater Hussain, Sk Khater Hossein (Old Name) S/o Sekh Ajiyar Residing at Vtc - Diangamanik, P.o - Chekati District - North 24 Parganas, Pin - 743245, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shekh Khater Hoshen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 18/2026 Dated 28-04-2026. Khater Hussain, Sk Khater Hossein (Old Name) and Shekh Khater Hoshen (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahmood Alam (Old Name) S/o Late Mukhtar Mollah Residing at 3rd Floor, Flat - A, 71/1E, Diamond Harbour Road, P.o - Khidderpore, P.s - Watgunge, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mahmud Alam (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 12618 Dated 28-01-2026. Mahmood Alam (Old Name) and Mahmud Alam (New Name) both are same and one identical person.

ঝাড়গ্রামে হাতির করিডর প্রকল্পে ধস, তদন্তে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৯ এপ্রিল ঃ ঝাড়গ্রামের গুগুমনি এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি সেতুর একাংশ ভেঙে পড়ল। বুধবার ভোররাতে ব্রিজ ভেঙে পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। হাতির পারাপারের জন্য গুগুমনি এলাকায় আন্ডারপাস নির্মাণ চলছিল। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি-র (এনএইচএআই) তরফে এই প্রকল্পের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে কাজ শেষ হওয়ার আগেই সেতুর একটি বড় অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ঘটনার জেরে কোনও আহতের কিংবা হতাহতের খবর মেলেনি। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছান এনএইচএআই আধিকারিকরা। কী কারণে সেতুর অংশ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঝাড়গ্রামের গুগুমনি এলাকার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে খড়্গপুর চিচিড়া ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়ক। এটি হাতির করিডর হিসেবে চিহ্নিত। হাতিদের নিরাপদ পারাপার এবং হাতি-মানুষের সংঘাত মেটাতে ওই এলাকায় আন্ডারপাস তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় বনদফতর। সেই মর্মে এনএইচএআই-এর কাছে গুগুমনি এলাকায় সেতু নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিল বনদফতর। গত বছর এপ্রিলে ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কে আন্ডারপাস তৈরির কাজ শুরু করে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি। এটি তৈরি হলে হাতির চলাচলে সুবিধা হবে। এটি সাত মিটার উঁচু ও একশো মিটার দীর্ঘ। কিন্তু নির্মাণকাজের মাঝপথেই এমন দুর্ঘটনা প্রকল্পের নিরাপত্তা ও মান নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল।

হাওড়া ও সীতামারহির মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, পূর্ব রেল হাওড়া ও সীতামারহির মধ্যে একটি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৩০৪৩ হাওড়া - সীতামারহি বিশেষ ট্রেনটি ০৯.০৫.২০২৬ থেকে ২৭.০৬.২০২৬ তারিখের মধ্যে (মোট ৮টি ট্রিপ) প্রতি শনিবার রাত ২৩ঃ০০ ঘটিকায় হাওড়া থেকে ছেড়ে পরের দিন বিকেল ১৫.৩০ ঘটিকায় সীতামারহি পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৩০৪৪ সীতামারহি - হাওড়া বিশেষ ট্রেনটি ১০.০৫.২০২৬ থেকে ২৮.০৬.২০২৬ তারিখের মধ্যে (মোট ৮টি ট্রিপ) প্রতি রবিবার বিকেল ১৭.০০ ঘটিকায় সীতামারহি থেকে ছেড়ে পরের দিন সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় হাওড়া পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই পূর্ব রেলের আওতাধীন স্টেশনগুলির মধ্যে ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডিহ স্টেশনে ট্রেনটি থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, স্লিপার শ্রেণী এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বসার ও শোয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

মাথাভাঙা পুরসভার বড় উদ্যোগে শুরু হল সৌন্দর্যায়নের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৯ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের মাথাভাঙা শহরের সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হল। মাথাভাঙা পুরসভার তরফে এই কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার শহরের শীতলকুচি রোড ও ইমিগ্রেশন রোডে এই কাজ হয়। গতকাল সন্ধ্যায় দেখা যায়, এই এলাকাগুলির বাতিস্তম্ভের গায়ে নীল ও সাদা রঙের লাইট লাগানো হয়েছে। জানা গেছে, মাথাভাঙা পুরসভার তরফে কয়েক লক্ষ টাকা খরচে ইলেকট্রিকের খুঁটিগুলিতে লাইট দিয়ে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে শহরের সৌন্দর্য আরও বাড়ছে। এই বিষয়ে মাথাভাঙা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সরকার জানান, তারা বিভিন্ন এলাকার বাতিস্তম্ভের গায়ে লাইট লাগানোর মাধ্যমে সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করেছেন। এভাবে দ্রুত আরও সৌন্দর্যায়নের কাজ হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। একদিকে মাথাভাঙার বুকে যখন সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে, তখন অন্যদিকে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নর্দমাগুলি অপরিষ্কার অবস্থায় থাকার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোটের আগে থেকে পুরসভার তরফে এই নর্দমাগুলি পরিষ্কার করা হয় না। ফলে বিভিন্ন ড্রেনের চারপাশ জঙ্গলে ভরে গিয়েছে, জল না বেরোতে পারায় মশা-মাছির উপদ্রব বাড়ছে। দ্রুত নর্দমাগুলি পরিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। মাথাভাঙা পুরসভার চেয়ারম্যান জানান, ভোটের কারণে শ্রমিক না থাকার ফলে নর্দমাগুলি পরিষ্কার করা যায়নি। দ্রুত এগুলি পরিষ্কার হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জেনারেটর অপারেটর সেজে বুথে তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৯ এপ্রিল ঃ ভোটগ্রহণ চলাকালীন হুগলির খানাকুলে নতুন করে বিতর্ক। অভিযোগ, বুধবার পুরশুড়া বিধানসভার পরিচয়পত্র ব্যবহার করে অন্য বিধানসভার বুথে জেনারেটর অপারেটর হিসেবে বসেছিলেন এক তৃণমূল কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে খানাকুলের উদয়পুর নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলে অবস্থিত একটি বুথে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তির পরিচয়পত্র যাচাই করতে গিয়েই অসঙ্গতি ধরা পড়ে। অভিযোগ, পুরশুড়া বিধানসভার ভোটার পরিচয়পত্র ব্যবহার করে খানাকুল বিধানসভার বুথে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি, যা নির্বাচন বিধি লঙ্ঘনের সামিল। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান সুশান্ত ঘোষ । তিনি নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন। তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের তরফে পরিকল্পিতভাবে ভোট প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

কফি স্টল টু স্পেশ্যাল কাউন্টার..., বর্ধমানে ভোটের ভিআইপি আয়োজনে তাক লাগল সবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ বর্ধমানের বুথে এবার অন্য ছবি! তপ্ত রোদে লাইনে দাঁড়িয়ে ঘাম ঝরানো নয়, বরং কফিতে চুমুক দিয়ে ভোট দিলেন ভোটাররা। কফি স্টল থেকে বিশেষ সব কাউন্টার, বর্ধমানের এই মডেল বুথের এলাহি আয়োজন এখন আলোচনার তুঙ্গে। ভোট দিয়ে আঙুলের অমোচনীয় কালি দেখিয়ে সেলফি তোলা এখনকার ট্রেন্ড। এখানে সেই সুযোগ হাতছাড়া করছেন না কেউই। সেলফি তুলে অনেকেই আবার আপলোড করছেন সামাজিক মাধ্যমে। ভোট দিতে আসা অভিভাবকদের সঙ্গে আসা খুদে সদস্যদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশেষ কিডস জোন বা খেলার জায়গা। ফলে বাবা-মায়েরা যখন ভোট দিচ্ছেন, শিশুরা তখন খেলায় মত্ত। অন্যদিকে, তীব্র গরমের কথা মাথায় রেখে ভোটারদের জন্য রয়েছে পরিশ্রুত পানীয় জলের সুব্যবস্থা এবং ক্লান্তি দূর করতে আয়োজন করা হয়েছে কফি স্টলের। এবারের কেন্দ্রের মূল আকর্ষণ হল নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ম্যাসকট 'ভট্টু'। ভোটারদের সচেতন করতে এবং আনন্দ দিতে প্রবেশপথেই দাঁড়িয়ে আছে এই মিষ্টি ম্যাসকট। তবে সবথেকে বেশি ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে সুসজ্জিত সেলফি জোনটিতে। নবদম্পতি থেকে শুরু করে প্রবীণ

দম্পতিরা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ছবি ও 'গ্রুফি' তুলে মুহূর্তটিকে ফ্রেমবন্দি করছেন। পোলিং বুথের গম্ভীর পরিবেশকে ছাপিয়ে এখানে ধরা পড়ছে এক উৎসবের মেজাজ, যা গণতন্ত্রের এই উৎসবকে আরও সার্থক করে তুলেছে। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে এই ভোটকেন্দ্রটি কার্যত একটি মেলা প্রাঙ্গণ বা উৎসবের আঙিনায় পরিণত হয়েছে। ভোটারদের অভিজ্ঞতাকে আনন্দদায়ক করতে এখানে আয়োজন করা হয়েছে এলাহি 'ভিআইপি' ব্যবস্থা। বয়স্ক ও শারীরিক ভাবে অক্ষম ভোটারদের জন্য রয়েছে বসার জায়গা। লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ঝক্কি এড়াতে এখানে রয়েছে পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক ও বিশ্রামের ব্যবস্থা। গোটা চত্বর জুড়ে কমিশনের বিভিন্ন নিয়মাবলী সুচারুভাবে লিখে রাখা হয়েছে যাতে কারও কোনও বিভ্রান্তি না হয়। ভোট দিতে এলে চিন্তা করতে হবে না বাচ্চাদের জন্য, বিশেষ আয়োজন বর্ধমানে। ভোট মানেই কী শুধু লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ অপেক্ষা আর রোদে পুড়ে বিরক্ত হওয়া? বর্ধমান দক্ষিণের বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পা রাখলে আপনার সেই ধারণা নিমেষেই বদলে যাবে।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় অযোধ্যা পাহাড়ে সেন্দ্রা, ভিড় সামলাতে প্রস্তুত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৯ এপ্রিল ঃ উৎসবে মেতে উঠতে চলেছে পুরুলিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়। ১ মে বুদ্ধ পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে পালিত হবে সেন্দ্রা। ওড়িশা, ঝাড়খন্ড , বিহার, এবং ছত্তিশগড়ের মতো প্রতিবেশী রাজ্য থেকে বহু মানুষ এই উৎসবে শামিল

হবেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে এটি অন্যতম প্রধান উৎসব। এই উৎসব যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই কারণেই তৎপর বনবিভাগ। বিগত বছরগুলির ন্যায় রক্তপাতহীন সেন্দ্রার লক্ষ্যে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে বন বিভাগ ও প্রশাসন। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পুলিশ এবং বনবিভাগ গোটা প্রক্রিয়ার উপর কড়া নজরদারি চালাবে। এছাড়াও সংবেদনশীল গ্রামগুলোতে ২০০- এর বেশি ফ্লেক্স, ব্যানার এবং পোস্টার লাগানো হয়েছে। ১০০-টিরও বেশি বনসংলগ্ন গ্রামে মাইকিং ও সচেতনতা সভা করা হচ্ছে। জেলাশাসকের বার্তাসম্বলিত ২০,০০০-এর বেশি দ্বিভাষিক (বাংলা ও সাঁওতালি) হ্যান্ডবিল স্থানীয়দের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। রেল সুরক্ষা বাহিনীর সহযোগিতায় পুরুলিয়া, বরাভূম, উর্মা, কাঁটাডি, কোটশিলা ও সুইসা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সচেতনতামূলক পোস্টার লাগানো হয়েছে। একেবারেই দোরগোড়ায় সেন্দ্রা। রক্তপাতহীন সেন্দ্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে বনবিভাগ। রয়েছে কড়া নজরদারি। আগামী ১ মে ২০২৬ বুদ্ধ পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন গরধাম ও সুদান ডান্ডি এলাকায় পালিত হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী সেন্দ্রা। উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রশাসনের তরফে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সহায়তায় পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০টির বেশি জলের ট্যাঙ্কার এবং প্রায় ১ লক্ষ জলের পাউচ মজুত রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য, দমকল এবং আবগারি দফতরের কর্মীরাও মোতায়েন থাকবেন। ৩০ এপ্রিল থেকেই বনদফতর ও পুলিশের যৌথ পরিচালনায় ৮০-টিরও বেশি নাকা পয়েন্ট সক্রিয় থাকবে। ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও সৌর চালিত সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে। বনকর্মীদের পোশাকে থাকবে 'হিডেন বডি ক্যামেরা'। জেলা ও দায়রা বিচারক এবং জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সরাসরি সমস্ত দফতরের কাজের সমন্বয় তদারকি করছেন বলে জানা গেছে বন বিভাগ সূত্রে। বিগত দুই বছরের মতোই পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে আরও একটি রক্তপাতহীন ও শান্তিপূর্ণ 'সেন্দ্রা' উৎসব যাতে উদ্‌যাপিত হতে পারে তার জন্যই বদ্ধপরিকর বনবিভাগ ও প্রশাসন। শুধু পুরুলিয়ার মানুষজন নয়। পার্শ্ববর্তী রাজ্য অর্থাৎ ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, বিহার, এবং ছত্তিশগড়ের মতো প্রতিবেশী রাজ্য থেকেও বহু মানুষ এই সেন্দ্রাতে শামিল হয়ে থাকেন। তাই সমস্ত কিছু নিযন্ত্রণ করতে ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন ও বনবিভাগ।

নবদ্বীপে ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে শরবত বিতরণের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৯ এপ্রিল ঃ ভোটকেন্দ্রের বাইরে শরবত বিতরণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা নদীয়ার নবদ্বীপ বিধানসভার ৫৩ নম্বর বুথে। বিজেপির অভিযোগ, ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে শরবত বিতরণ করছিল তৃণমূলের লোকজন। একটি ট্রলি রিক্সায় তিনটি ড্রামে করে নিয়ে আসা হয় শরবত। বিজেপি কর্মীরা তেড়ে গেলে শরবতের গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় তারা। বিজেপি কর্মীরা গিয়ে সেই শরবত নর্দমায় ফেলে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করে ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের ভেতরে ঢুকে বড় বড় ড্রামে করে শরবত মজুত করে তৃণমূলের কর্মীরা। এই শরবত খাইয়ে ভোটারদের প্রবাহিত করার চেষ্টা করছিল তৃণমূল, তাই বিজেপি কর্মীরা বাধা দেয়। অন্যদিকে বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের দাবি, ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের বাইরে মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে শরবত বিলি করা হয়। বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের শরবত ফেলে দেয়।

দম্পতি খুন! ঘর থেকে উদ্ধার গলা কাটা দেহ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৯ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আবহেই কোচবিহারের মাথাভাঙায় ঘটে গেল এক হাড়হিম করা ঘটনা। শোওয়ার ঘর থেকে উদ্ধার হল এক দম্পতির গলা কাটা দেহ। বুধবার সকালে দেহ দু'টি উদ্ধার হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন মাথাভাঙা ২ নম্বর ব্লকের পারাডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তেঁতুলতলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৬০ বছর এবং তার স্ত্রীয়ের বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। জানা যাচ্ছে, এদিন সকালে ওই দম্পতির শোওয়ার ঘর থেকে গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। জোড়া খুনের এই ঘটনায় তেঁতুলতলা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন সকালে ঘর থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধারের খবর জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। ঘরের বাইরে কার্যত ভিড় জমে যায়। মৃতদের পরিবার সূত্রে খবর, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই খুন হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তাতে কী উঠে আসে সেটাই দেখার। তবে ভোটের আবহে জোড়া খুনের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের আবহ তৈরি হয়েছে।

কেদারনাথ যাত্রার প্রথম সপ্তাহেই দুই লক্ষের বেশি ভক্তের দর্শন

দেহরাদূন, ২৯ এপ্রিল ঃ বিশ্বখ্যাত কেদারনাথ মন্দির -এ তীর্থযাত্রার প্রথম সপ্তাহেই ভক্তদের ঢল। মন্দিরের কপাট খোলার পর মাত্র এক সপ্তাহে দুই লক্ষেরও বেশি ভক্ত 'বাবা কেদার'-এর দর্শন করেছেন। বুধবার রুদ্রপ্রয়াগ পুলিশের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৭ হাজার ৪৫২ জন ভক্ত কেদারনাথ ধামে পুজো দিয়েছেন। ক্রমবর্ধমান ভিড়ের মধ্যেও যাতে ভক্তদের নির্বিঘ্নে দর্শন করানো যায়, সে জন্য প্রশাসনের তরফে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মন্দিরে আগত ভক্তদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করে দর্শনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ডিউটিতে থাকা কর্মীরা নিয়মিতভাবে যাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং তাঁদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করছেন। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ, এসডিআরএফ ও ডিডিআরএফ-এর যৌথ উদ্যোগে উদ্ধার ও সহায়তা পরিষেবা জোরদার করা হয়েছে। যাত্রাপথে আটটি 'হারানো প্রাপ্তি কেন্দ্র' (লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড) স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে হারিয়ে যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার ও বিচ্ছিন্ন ভক্তদের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ২৬৫টি সহায়তা কল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রায় ১০০ জন বিচ্ছিন্ন ভক্তকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৩০টি মোবাইল ফোন, ৪৫ টি মানিব্যাগ ও ব্যাগ এবং ১০ টি মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করে ফেরত দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, বয়স্ক ও অসহায় ভক্তদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে তাঁরা সহজে মন্দিরে দর্শন করতে পারেন।

বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ২৯ এপ্রিল ঃ ভোটের দিন দুপুরে নবদ্বীপের বিজেপি প্রার্থী শ্রুতিশেখর গোস্বামীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। নবদ্বীপ পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের সুদর্শন হাইস্কুলে ৫৪ নম্বর বুথটি প্রার্থীর বাড়ি ঠিক উল্টো দিকে। প্রার্থীর অভিযোগ, বেলা আড়াইটে নাগাদ জনা চল্লিশ পুরুষ ও মহিলা সেখানে পৌঁছান। তাঁর বাড়ির লোহার দরজায় লাথি মারা হয়, নানারকম কটু কথা বলা হয় বলে অভিযোগ। এর পরেই তিনি খবর দিলে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে ভিড় ফাঁকা করে দেয়। যদিও তৃণমূলের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

বুথে ভোট গ্রহণ চলাকালীন হঠাৎ ছিঁড়ে পরল ১১,০০০ ভোল্টের তার, আতঙ্কে ভোটাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৯ এপ্রিল ঃ ভোটের মাঝে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল অল্পের জন্য। নদিয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বক্তারঘাট হাইস্কুলে ভোটগ্রহণ চলাকালীন হঠাৎই ঘটে যায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এলাকায় থাকা ১১,০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনের তার আচমকাই ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ভোটার ও উপস্থিত সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনাটি ঘটে ভোট চলাকালীন সময়ে, যখন বহু মানুষ ভোট দিতে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সৌভাগ্যবশত বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং অল্পের জন্য রক্ষা পান একাধিক ব্যক্তি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় শান্তিপুর থানা-র পুলিশ বাহিনী। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে এলাকাটি নিরাপদ করার ব্যবস্থা নেয়। এরপর বিদ্যুৎ দফতরে খবর দেওয়া হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা। তারা দ্রুততার সঙ্গে মেরামতির কাজ শুরু করেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালান। এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি না ঘটায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে এই ধরনের ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বলেই মত অনেকের। উল্লেখ্য, এদিন চলছে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন যার মধ্যে রয়েছে গোটা নদীয়া জেলা। সকাল থেকে দু একটি বিক্ষিপ্ত গন্ডগোলের খবর আসলেও স্বাভাবিকভাবেই চলছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া প্রত্যেকটি বুথে। বেলা তিনটে পর্যন্ত গোটা নদীয়া জেলায় ভোটের হার ৭০.০৮ শতাংশ। অন্যান্য বাড়ি তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই ভোটের হার অনেকটাই বেশি।

ফুটপাত দখল করে দোকান! ব্যবসায়ীদের ২৪ ঘণ্টার ডেডলাইন, কড়া বার্তা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট সম্পন্ন হয়েছে। অপেক্ষা এবার ফলাফলের। নির্বাচনের আগে টানা প্রায় দু'মাস ধরে চলেছে প্রচার। যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বালুরঘাট শহরের ফুটপাত দখল করে গজিয়ে উঠেছে বহু দোকানপাঠ। ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেই ফুটপাত দখলমুক্ত করতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে বালুরঘাট পুরসভা । মঙ্গলবার বিকেল থেকে শুরু হয় পুরসভার ফুটপাত দখলমুক্ত অভিযান। বালুরঘাট শহরের গীতাঞ্জলি মার্কেট থেকে ফুটপাত দখলমুক্ত অভিযান শুরু করে বালুরঘট পুরসভা। প্রথম দিন পুরসভার আধিকারিক ও কর্মীরা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সমস্ত ব্যবসায়ীর কাছে অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন ফুটপাত ছেড়ে অন্যত্র নিজেদের ব্যবসা করেন। ব্যবসায়ীদের বেধে দেওয়া হয়েছে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা। পুরসভার তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুটপাত দখলমুক্ত না হলে আগামী দিনে বুলডোজার দিয়ে অভিযান চালানো হবে। অভিযোগ, সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য তৈরি বালুরঘাট শহরের ফুটপাত চলে গিয়েছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীদের দখলে। বালুরঘাট শহরের বড় বাজার, তহবাজার, ডানলপ মোড়-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছেন ব্যবসায়ীরা। এর আগে পুরসভার তরফে একাধিকবার অভিযান চালানো হলেও সম্প্রতি ভোটের জন্য অভিযান বন্ধ ছিল। ভোট মিটতেই আবার ফুটপাত দখলমুক্ত করতে ধুন্ধুমার অভিযান শুরু করেছে বালুরঘাট পুরসভা।

মা-বাবাকে নিয়ে ভোট দিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বুথে সাধারণের লাইনে টলি-নায়ক অঙ্কুশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ১০২ নং বুথের ভোটার টলি অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। এদিন দুপুরে মা - বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে ভোট দিতে আসেন তিনি। এমনকি বর্ধমানের গুডসেড রোডে সাধুমতি বালিকা বিদ্যালয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েই ভোট দেন তিনি। প্রিয় অভিনেতাকে দেখে সেলফি তুলতে ভিড় জমান ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত মহিলারা থেকে শুরু করে এলাকাবাসীরা। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি মজার ছলে বলেন, অনেকেই বলেন সেলিব্রিটিরা লাইন ব্রেক করে ভোট দেন আমি কিন্তু লাইন দিয়েই ভোট দিলাম। তিনি আরও বলেন, বর্ধমান এসেছি ভোট দিলাম। খুব ভালো লাগছে, হোপ ফর দা বেস্ট। প্রচুর পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ফোর্স যেভাবে কাজ করছে খুব ভালো লাগছে, ভোটের পার্সেন্টেজ দেখে আরও ভালো লাগছে। আমি সবসময় বলি ভোট সবার দেওয়া উচিত ভোট যেন নষ্ট না হয়। এত পরিমাণ যে ভোট করছে খুব ভালো লাগছে। বর্ধমানে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন টলিউড অভিনেতা অঙ্কুশ। এদিন দুপুরে মা ও বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে আসেন তিনি। অভিনেতাকে দেখে সেলফি তুলতে ভিড় জমান সকলে। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে সব আমাদের নিজেদের লোকজন, পাড়ার লোক, বাবার বন্ধুবান্ধব সবার সঙ্গে দেখা হল আর সবাই আমাকে রেখে বলছে যাও তুমি আগে গিয়ে ভোট দিয়ে এসো। আমি এর পরে কলকাতা চলে যাব মা-বাবা এখানে থাকবে। প্রিয় অভিনেতাকে দেখে সেলফি তুলতে ভিড় জমান ভোটকেন্দ্রে

উপস্থিত মহিলারা থেকে শুরু করে এলাকাবাসীরা। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি মজার ছলে বলেন, অনেকেই বলেন সেলিব্রিটিরা লাইন ব্রেক করে ভোট দেন আমি কিন্তু লাইন দিয়েই ভোট দিলাম।

পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও হাউসকিপিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ ডিওয়াইসিই-সিওএন-৩-কেআইআর-ওআরএইচএম-২০২৬, তারিখ ঃ ১৩-০৪-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর ঃ** ডিওয়াইসিই-সিওএন-৩-কেআইআর-ওআরএইচএম-২০২৬; **কাজের নাম ঃ** উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা) বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত নতুন বিজি লাইন নির্মাণ সংক্রান্ত বালুরঘাটে এএক্সইএন/সিওএন/বালুরঘাট অফিস-কাম-অফিসার/সাবঅর্ডিনেট রেস্ট হাউসে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা ইত্যাদি ধোয়ার খরচ সহ কেয়ারটেকার, কুক, মালি, সার্ভিস বয় ও সাফাইওয়ালা সরবরাহের মাধ্যমে ২৪ মাস মেয়াদে বালুরঘাটে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ) এএক্সইএন/সিওএন/বালুরঘাট অফিস-কাম-অফিসার/সাবঅর্ডিনেট রেস্ট হাউসের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও হাউসকিপিং। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪৭,১৪,৭৩৭.৩৬/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫-০৫-২০২৬** তারিখে **১৪:৩০** টায় এবং খোলার সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/সিওএন-৩, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ডায়রিয়া বিধ্বস্ত গ্রামে খাঁ খাঁ করছে বুথঃ শোক আর অসুস্থতার ছায়ায় ঢাকা ভোট উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ চলছে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা। দিকে দিকে যখন বুথের সামনে লম্বা লাইন আর রাজনৈতিক উত্তাপ, তখন পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কাটুন্দীডাঙ্গা গ্রামের চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে নেই কোনও উৎসবের আমেজ, নেই কোনো রাজনৈতিক স্লোগান। পরিবর্তে গ্রামজুড়ে বিরাজ করছে এক শ্মশানের নীরবতা। ডায়রিয়ার প্রকোপে বিধ্বস্ত এই গ্রামের মানুষের কাছে আজ ভোটদান গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের সাফ কথা-- 'আগে জীবন বাঁচুক, ভোট তো পরে হবে।' কেতুগ্রামের কাটুন্দীডাঙ্গা গ্রামের ৮১ নম্বর বুথটি আজ সকাল থেকেই ছিল কার্যত জনশূন্য। এই বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ৬৭৭ জন। সাধারণত নির্বাচনের সকালে এই সমস্ত গ্রামীণ বুথগুলোতে দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আজ সকাল গা।য়ে দুপুর হতে চললেও বুথের ছবিটা বদলায়নি। ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও ভোট দিয়েছেন মাত্র ৮০ জন। গ্রামের সুস্থ বাসিন্দাদের হাতেগোনা কয়েকজনকে দেখা গিয়েছে বুথমুখী হতে। যাঁরা সুস্থ আছেন, তাঁরাই কেবল নাগরিক কর্তব্য পালন করতে এসেছেন। বাকি গ্রাম হয় হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, নয়তো মৃত কিশোরীর শোকে পাথর হয়ে ঘরের কোণে বসে আছেন। কাটুন্দীডাঙ্গা গ্রামে এই বিপর্যয়ের সূত্রপাত গত শনিবার। জানা গিয়েছে, গ্রামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রসাদ খাওয়ার পর থেকেই বাসিন্দারা অসুস্থ হতে শুরু করেন। প্রাথমিক উপসর্গ ছিল পেটব্যথা ও বমি, যা দ্রুত মারাত্মক ডায়রিয়ার আকার ধারণ করে। গত কয়েক দিনে গ্রামের কয়েকশ বাসিন্দা আক্রান্ত হয়েছেন। এই মারণ রোগের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে মৌসুমি হাজরা নামে মাত্র ১৬ বছর বয়সী এক স্কুল ছাত্রী। কিশোরীর এই অকাল মৃত্যু গ্রামটিকে মানসিকভাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। শোকাতুর গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, যেখানে ঘরের মেয়ে চলে গিয়েছে এবং শত শত মানুষ হাসপাতালের পথে, সেখানে ভোটের লাইনে দাঁড়ানোর মানসিকতা কারো নেই। গ্রামের সিংহভাগ ভোটার এখন স্থানীয় হাসপাতাল বা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অনেকে আবার এতটাই দুর্বল যে বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতাটুকুও নেই। গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, বাড়ি বাড়ি এখনও কান্নার রোল। মৃত মৌসুমির পরিবারের পাশাপাশি অসুস্থ রোগীদের স্বজনরা ভোটকেন্দ্রের ধারেকাছেও ঘেঁষছেন না। গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, 'আমাদের গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ। কেউ হাসপাতালে ভর্তি, কেউ বাড়িতে জ্বরে আর পেটের টানে ছটফট করছে। নির্বাচন কমিশন বা সরকার ভোট চাইছে ঠিকই, কিন্তু আমরা আগে নিজের পরিবারকে বাঁচাতে চাই।' পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় জেলা স্বাস্থ্য দফতরোর প্রতিনিধিরা গ্রামে পৌঁছেছেন। শতাধিক গ্রামবাসীকে গ্রামে বসেই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প। স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জল ফুটিয়ে খাওয়ার এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রামে পৌঁছলেও মানুষের মনে ক্ষোভ এবং ভয় দুই-ই রয়েছে। স্থানীয়দের মতে, যদি পানীয় জলের সঠিক ব্যবস্থা আগে থেকে থাকত বা খাবার নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো যেত, তবে হয়তো এই পরিস্থিতি হতো না। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আজ ইভিএম-এর সামনে ভোটারদের অনুপস্থিতিতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। নির্বাচন আধিকারিকরা আশা করছেন, বেলার দিকে রোদ কমলে এবং রোগীদের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে হয়তো কেউ কেউ

ভোট দিতে আসতে পারেন। বিকেলের দিকে যদি পরিস্থিতি অনুকূল হয়, তবে বুথে ভোটারদের সংখ্যা সামান্য বাড়তে পারে বলে প্রশাসনের ধারণা। কিন্তু মাঠের বাস্তবতা বলছে, শারীরিক ও মানসিক অবসাদে ভোগা কাটুন্দীডাঙ্গা আজ ভোট উসব থেকে নিজেদের অনেকটা দূরে সরিয়ে নিয়েছে। গণতন্ত্রের উসবে শামিল হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য। কিন্তু যখন বেঁচে থাকার লড়াইটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন অধিকারের চেয়ে জীবন রক্ষা অনেক বড় হয়ে ওঠে। কেতুগ্রামের এই ৮১ নম্বর বুথ আজ এক জীবন্ত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, উন্নয়ন ও সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব কীভাবে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থবির করে দিতে পারে। মৌসুমি হাজরার মৃত্যু আর কয়েকশ মানুষের অসুস্থতা আজ কেতুগ্রামের নির্বাচনী রাজনীতিকে এক বড় ধাক্কা দিয়েছে। আজ যখন ফলাফল নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ হবে, তখন কাটুন্দীডাঙ্গার এই ফাঁকা বুথটি সম্ভবত শাসক ও বিরোধী- উভয় পক্ষকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে, মানুষের জীবনের দাম ব্যালট বক্সের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

বাজাজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বাজাজ ইন্স্যুরেন্স হাউস, এয়ারপোর্ট রোড, ইয়েরওয়াড়া, পুনে - ৪১১০০৬
ফোনঃ ০২০ ৬৬০২৬৭৭৭

সর্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, বাজাজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর যে কার্যালয়টি ১১৮, প্রথম তলা, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, থানা- বুরতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৪ ঠিকানায় অবস্থিত, সেটি ৩০-০৬-২০২৬ তারিখ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বাজাজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর নতুন ঠিকানা-১৬২, শ্রী অরবিন্দ সরণি, তৃতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৬-এ চলে যাবে।

BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED
(Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.)
IRDAI Reg. No. 113 | CIN - U66010PN2000PLC015329
Regd. Office: Bajaj Insurance House, Airport Road, Yerawada, Pune-411006.
Tel.: 1800-209-5858 Fax: 020-30512246

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that, with effect from 1st **July 2026,** our **Esplanade office** (Code - 2495) is relocated to new premises as mentioned here in below:

Old office address	New office address
BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED (Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.) Kham Tower, 6th Floor, 13 Nellie Sengupta Sarani, Kolkata – 700087, P.S. New Market	BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED (Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.), Marble Arch, 236B AJC Bose Road, 4th Floor, Kolkata – 700020

All policyholders are requested to take note of the new address mentioned herein above and any further correspondence to our above branch office be made only to our new address mentioned herein above.

This notice is issued for the information of all our esteemed policy holders and to the public at large, in public interest.

By order
Chief Executive Officer

For and on behalf of
BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED
(Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.)

প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও নিখুঁত নিরাপত্তা চাই!

ফিফা সভাপতির ‘আবদার’ পত্রপাঠ খারিজ করল কানাডা

সংবাদ সংস্থা, ভ্যাঙ্কুভার, ২৯ এপ্রিলঃ বিশ্বকাপের আগে ফিফার বার্ষিক কংগ্রেস আয়োজিত হচ্ছে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে। কিন্তু বৈঠক শুরুর আগে ঘনিয়ে উঠল বিব্রতকর পরিস্থিতি। ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো চেয়েছিলেন এমন নিরাপত্তা, যা কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির নিরাপত্তার চেয়েও নিশ্ছিদ্র। ভ্যাঙ্কুভার পুলিশ সেই প্রস্তাব সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। কানাডার গ্লোবাল বিসি নিউজের রিপোর্ট মতে, ইনফান্তিনোর কনভয়ের জন্য ‘‘লেভেল ফোর মোটারকেড এস্কর্টে’র আর্জি জানানো হয়। এমন স্তরের নিরাপত্তা মানে, কনভয় লাল সিগনাল উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারবে। কানাডায় এই সুবিধা পান কেবল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তিত্ব। ফিফা প্রধান প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা স্তরের উপরে যেতে চেয়েছিলেন-এটাই অস্বস্তির কারণ। ভ্যাঙ্কুভার পুলিশ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। শহরের মেয়রের দফতর থেকে বলা হয়েছে, ব্যবস্থা হবে ‘উপযুক্ত সংযত এবং বড় আন্তর্জাতিক আয়োজেনের মানদণ্ড অনুযায়ী!’ ২০২৩ সালে নিউজিল্যান্ডে মহিলাদের বিশ্বকাপের সময়ও ফিফা ইনফান্তিনোর জন্য পুলিশ মোটারকেডের আবদার জানান। তখনও সটান ‘না’ বলে দেয় স্থানীয় পুলিশ। দুটো ঘটনা মিলিয়ে ছবিটা স্পষ্ট-ফিফা তার সভাপতির জন্য রাষ্ট্রপ্রধান পর্যায়ের মর্যাদা চাইছে, কিন্তু আয়োজক কোনও দেশই তা মানতে নারাজ। এবারের কংগ্রেস আয়োজিত হচ্ছে ১১ জুন থেকে শুরু হওয়া বিশ্বকাপের মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোয ৪৮ দলের টুর্নামেন্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বড়। কংগ্রেসে ফিফার সদস্য দেশগুলো মূল আয়োজন শুরুর আগে শেষ বার একত্রিত হচ্ছে। ফিফা সভাপতি হিসেবে ইনফান্তিনো যথেষ্ট প্রভাবশালী। কিন্তু কানাডার এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করে দিল-বিশ্বজুড়ে ফুটবল নিয়ন্ত্রণ আর রাষ্ট্র পরিচালনা এক কথা নয়। রাস্তায় লাল বাতি কেবল দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্যই সবুজ হয়, ফিফা প্রধানের জন্য নয়।

রাহানেকে সরিয়ে রিঙ্কুকে অধিনায়ক করা উচিত?

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা নাইট রাইডার্সের নেতৃত্ব নিয়ে আবার প্রশ্ন। ফল আসছে না, ছন্দ নেই, পরিকল্পনাও বারবার ভেঙে পড়ছে। এই অবস্থায় উসকে উঠেছে অজিঙ্ক রাহানের অধিনায়কত্ব সংক্রান্ত সংশয়। বিকল্প হিসেবে সামনে উঠে আসছে একটাই নাম-রিঙ্কু সিং। প্রশ্ন- এখনই কি এই রদবদলের উপযুক্ত সময়? কেকেআরের দলের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, সঠিক নেতৃত্ব সাফল্যের চাবিকাঠি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জমানা অস্থিরতায় কেটেছে। কোচ জন বুকাননের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, একাধিক অধিনায়কের পরীক্ষা-সব মিলিয়ে শান্তি উধাও! তারপর গৌতম গম্ভীরের হাতে দায়িত্ব ও আকস্মিক পালাবদল। ট্রফি আসে, টিম নিজেদের পরিচয় খুঁজে পায়। গম্ভীরের পর আবার নেতৃত্বে ঘনঘন পরিবর্তন। দীনেশ কার্তিক, মরগ্যান, শ্রেয়স আইয়ার-অনেকে এলেন, অনেকে গেলেন। কিন্তু সেই স্থিরতা কই? আইয়ার অবশ্য শেষবার দলকে শিরোপা এনে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিদায়ের সূত্রে পুরনো রোগ ফিরে এসেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অজিঙ্ক রাহানের অবদান নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। গত মরসুমে আট নম্বরে শেষ করা দল এবারও একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ব্যাটিংয়ে কমছে প্রভাব, ওপেনিংয়ে মন্থর ব্যাটিং দলের শুরুর ছন্দ নষ্ট করে দিচ্ছে। রাহানে এখন সাঁইত্রিশে দাঁড়িয়ে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তাঁকে কেন্দ্র করে দল গড়া কঠিন। স্কোয়াডে অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর মতো তরুণ বিকল্প রয়েছেন। ফলে সওয়াল বেশ জোরালো-কেকেআর কি নতুন পথে হাঁটবে? একথা সবাই একবাক্যে মেনে নেবেন, গত কয়েক বছর ধরে এই দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মুখ রিঙ্কু। ২০১৮ থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এবার সহ-অধিনায়কও করা হয়েছে তাঁকে। কয়েক ম্যাচে নেতৃত্বের দায়িত্বও সামলেছেন। তাই প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফের সাফ মন্তব্য, ‘‘রিঙ্ককে ভবিষ্যতের অধিনায়ক হিসেবে তৈরি করা উচিত। ও সব ফরম্যাটে খেলতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, ওর রান ম্যাচ জেতায়। মানসিকভাবেও নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত!’ এই মন্তব্যে ইঙ্গিত স্পষ্ট-কেকেআর ক্যাম্প যদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে, রিঙ্কুই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত পছন্দ। চলতি মরসুমে প্রতিটা ম্যাচ এখন রাহানেদের কাছে বাঁচা-মরার লড়াই। কিন্তু শুধু তাৎক্ষণিক ফলের কথা ভাবলে চলবে না। দলকে পরের পাঁচ-ছয় বছরের জন্য তৈরি করতে হবে। সেখানে রিঙ্কু নিখুঁতভাবে ফিট। তরুণদের সুযোগ দেওয়া, ব্যাটিং অর্ডারে নমনীয়তা আনা-এই পরিবর্তনগুলো আশু জরুরি। বর্তমান ম্যানেজমেন্টের সেই সাহস দেখা যাচ্ছে না। অথচ অন্য দলগুলোর ছবি একদম আলাদা। ঝুঁকি নিচ্ছে, নতুনদের তুলে আনছে। নাইট বাহিনীর সামনে তাই স্পষ্ট প্রশ্ন-এখনই চূড়ান্ত বদল, নাকি আবারও অপেক্ষার পথে হাঁটা? সিদ্ধান্ত কঠিন। কিন্তু দেরি করলে বড় খেসারতও চোকাতে হতে পারে।

ভারতীয় গলফার বিজয় কুমার প্রয়াত

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু, শোকের ছায়া ক্রীড়ামহলে

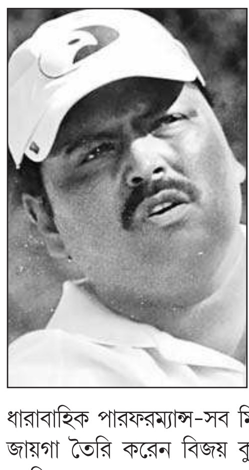

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ২৯ এপ্রিলঃ ভারতীয় গলফে পরিচিত নাম, নির্ভরযোগ্য মুখ। আচমকাই থেমে গেল দীর্ঘ পথচলা। প্রয়াত প্রাক্তন ইন্ডিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন বিজয় কুমার। লখনউয়ে নিজের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। বয়স ৫৭ বছর। দীর্ঘদিন ধরে দেশের পেশাদার গলফের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন তিনি। ১৯৬৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর লখনউয়ে জন্ম। ১৯৮৮ সালে পেশাদার গলফের দুনিয়ায় পা রাখা। নয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে পরের দশকের শুরু-এই সময়টুকু দাপট দেখিয়েছেন। একাধিক শিরোপা, ধারাবাহিক পারফরম্যান্স-সব মিলিয়ে দেশের ঘরোয়া গলফে নিজের আলাদা জায়গা তৈরি করেন বিজয় কুমার। ২০০২ সালে ইন্ডিয়ান ওপেন জেতা কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় সাফল্য। দেশের হাতেগোনা কয়েকজন গলফারের মধ্যে তিনি, যাঁরা এই খেতাব জিতেছেন। এর পাশাপাশি চারবার ‘অর্ডার অব মেরিট’জয়ের নজির রয়েছে ঝুলিতে। ১৯৯৯ সালে স্কটল্যান্ডের সেন্ট অ্যান্ড্রুজে আয়োজিত আলফ্রেড ডানহিল কাপে দেশের প্রতিনিধিত্বও করেন। সংখ্যার বিচারে সাফল্য বড়, কিন্তু তার চেয়েও বড় নিপাট ধারাবাহিকতা। বিজয় কুমার শুধু ট্রফি জেতেননি, তৈরি করেছেন মানদণ্ড। খেলার প্রতি নিষ্ঠা, নিয়মিত পারফরম্যান্স আর আচরণ-সব দিক থেকেই তিনি দৃষ্টান্ত। দেশের গলফকে জনপ্রিয় করতে বিজয়ের অবদান উল্লেখযোগ্য। অনেক তরুণ গলফার তাঁকে দেখে এই খেলায় আসতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে পেশাদার গলফের মঞ্চেও বিজয়ের প্রভাব স্পষ্ট। সহ-খেলোয়াড় থেকে কর্মকর্তারা-সবার কাছে তিনি সম্মানিত। ময়দানে যেমন স্থিতধী, তেমনই বাইরে নম্র স্বভাব-এই দুইয়ের মিশেলে বাকিদের থেকে আলাদা হয়ে ওঠেন বিজয় কুমার। এই আকস্মিক প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছে ক্রীড়া মহল। পেশাদার গলফ ট্যুরের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে গভীর সমবেদনা। সবাই একমত, বিজয় কুমারের সাফল্য যেমন স্মরণীয়, তেমনই তাঁর ব্যক্তিত্বও প্রেরণা জোগাবে আগামী প্রজন্মকে। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও কাছের মানুষদের রেখে গেলেন। ভারতীয় গলফে যে ছাপ ফেলেছেন তিনি, তা সহজে মুছে যাওয়ার নয়। পরিসংখ্যানের বাইরে গিয়ে, একজন খেলোয়াড় হিসেবে বিজয়ের প্রভাবটুকুই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়।

মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন আফগান তারকা, চলছে রক্তের খোঁজ, কাতর আর্জি পরিবারের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিলঃ বিশ্বমঞ্চে আফগানিস্তান ক্রিকেটকে পরিচিতি দিয়েছিলেন যে ক্রিকেটাররা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শাপুর জাদরান। সেই প্রাক্তন ক্রিকেটারই এখন রয়েছেন সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছেন আফগানিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শাপুর জাদরান। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন তিনি। বিরল ও প্রাণঘাতী অসুখ হেমোফ্যাগোসাইটিক লিম্ফোহিস্টিওসাইটোসিস-এ আক্রান্ত তিনি। বর্তমানে নয়াদিল্লির একটি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন এই প্রাক্তন ক্রিকেটার। তাঁর চিকিৎসার জন্য এখন প্রচুর রক্তের প্রয়োজন। এই নিয়ে ইন্সটাগ্রামে আবেগঘন পোস্ট করলেন শাপুর জাদরানের ভাই ঘামাই জাদরান। কী জানালেন তিনি? ২০২৫ সালে অক্টোবর মাসে প্রথম অসুস্থ বোধ করেন শাপুর জাদরান। তখনই শাপুরকে ভারতে চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়। রশিদ খান ও আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মিরওয়াইস আশরাফের সহায়তায় তিনি ভারতীয় ভিসা পান। ১৮ জানুয়ারি স্ত্রী ও প্রাক্তন সতীর্থ আসগর আফগানের সঙ্গে দিল্লিতে পৌঁছে হাসপাতালে ভর্তি হন জাদরান। এখন নয়াদিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এই প্রাক্তন ক্রিকেটার। তবে রক্তের পরিস্থিতিতে প্রচুর রক্তের প্রয়োজন। এখন ভারতের নয়াদিল্লিতে যদি কোনও বন্ধু থাকেন এবং তাঁদের যদি ‘এ’ পজিটিভ গ্রুপের রক্ত থাকে, তা হলে আমাদের জাতীয় নায়ককে দিতে দ্বিধা বোধ করবেন

প্রয়োজন। এই নিয়ে ইন্সটাগ্রামে একটি পোস্ট করেছেন শাপুরের ভাই ঘামাই। ওই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘‘আমার দাদা, শাপুর জাদরানের শারীরিক অবস্থা এখন সঙ্কটজনক। আপনাদের প্রার্থনার কারণেই এখনও জাতীয় নায়কের সঙ্গে রয়েছি আমরা। তবে রক্তের খুবই অভাব দেখা দিয়েছে। এই আপকালীন না।’’ তাঁর এই কাতর আবেদন নিয়ে চর্চা চলছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। উল্লেখ্য, ২০০৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৮০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন জাদরান। এর মধ্যে রয়েছে ৪৪টি ওডিআই ও ৩৬টি টি২০। তবে প্রাক্তন বাঁহাতি পেসার এখন জীবনের সবচেয়ে কঠিন লড়াই লড়ছেন।

টি২০ বিশ্বকাপে দুর্নীতি? শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে গণ ইস্তফা

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ২৯ এপ্রিলঃ বড় ধাক্কা খেল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। বুধবার, ২৯ এপ্রিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড ও এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা। তাঁর সঙ্গে বোর্ডের বাকি সদস্যরাও পদত্যাগ করেছেন। এই কমিটির বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে শুরু করে জোর খাটিয়ে কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ফলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হলো। সংবাদসংস্থা এএফপি-তে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ আয়োজক হিসেবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে দুর্নীতি হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রশাসনিকস্তরে প্রভাব খাটিয়ে বিশ্বকাপে অনেক কাজ নিজেদের পক্ষে নিয়েছেন কর্তারা বলে অভিযোগ। এর ফলে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে সাসপেন্ড করতে পারে আইসিসি। তাই আগে থাকতেই কর্তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এই প্রথমবার নয়, এর আগে ২০২৩ সালে আইসিসি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে সাসপেন্ড করেছিল। সেই সময় অভিযোগ ছিল, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে রাজনীতির হস্তক্ষেপ রয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হয়। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সিলভা ও বাকি কর্তারা শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। বোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট তাদের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করবেন। একটি প্রেস বিবৃতিতে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট লিখেছে, ‘শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা তাঁর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর আবেদন করেছেন। পুরো বিষয়টাই জানানো হয়েছে দেশের প্রেসিডেন্ট আনুরা কুমারা দিস্সানায়েক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুনীল কুমার গামাগেকে।’ এএফপি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন কমিটি তৈরি করা হবে। আর এই কমিটি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড পরিচালনা করবে এবং ভবিষ্যতে কমিটি গঠন, নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ দেখতে। কমিটির মাথায় থাকবেন একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার ও শ্রীলঙ্কার বিরোধী রাজনীতিবিদ। যদিও তাঁর নাম সামনে আসেনি।

রিয়ান পরাগের ই-সিগারেট বিতর্ক ভালো ভাবে নিচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

চন্ডীগড়, ২৯ এপ্রিলঃ রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক রিয়ান পরাগের জন্য মঙ্গলবারের রাত হতে পারত পুরো স্বপ্নের মতো, তবে শেষমেশ সেটি দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো। তাঁর নেতৃত্বেই এ দিন পাঞ্জাব কিংসের জয়রথ থেমে যায়। সব মিলিয়ে সেলিব্রেশনের রাত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ম্যাচ শেষ হতেই গল্পটা উল্টে গেল। মাঠের পারফরম্যান্সের আলো ম্লান করে দিল রিয়ানের নিজেরই তৈরি করা বিতর্ক। যার ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নিয়েও। ড্রেসিংরুমের একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, আউট হওয়ার কিছুক্ষণ পর রিয়ান পরাগ ভ্যাপিং করছেন। টিভি ক্যামেরায় সেই দৃশ্য ধরা পড়তেই শুরু হয় বিতর্ক। সতীর্থ যশস্বী জয়সওয়াল কিছুটা আড়াল করার চেষ্টা করলেও ধোঁয়ার দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়।

এই ঘটনাটি শুধু নৈতিক নয় কিনা তা নিয়ে নয়, আইনি দিক নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ভারতে ই-সিগারেট বা ভ্যাপিং আইনত নিষিদ্ধ, যা পিইসিএ ২০১৯-এর আওতায় পড়ে। এই আইনে ই-সিগারেট বিক্রি, ব্যবহার, আমদানি ও বিজ্ঞাপন সবই নিষিদ্ধ। নিয়ম ভাঙলে জরিমানা ও জেল পর্যন্ত হতে পারে। এ ছাড়া আইপিএল ও বিসিসিআই-এর নিয়ম অনুযায়ী ড্রেসিং রুমে ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা নিয়েও কড়াকড়ি করা হয়। সাধারণত মোবাইল ফোনও টিম বাস থেকে নামার পর জমা রাখা হয়। সেই জায়গায় ভ্যাপ কী ভাবে ঢুকল, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। এর আগেও রাজস্থান দলের ম্যানেজার রোমি ভিন্ডারকে ডাগআউটে মোবাইল ব্যবহারের জন্য জরিমানা করা হয়েছিল। সেই ঘটনার পরও একই ধরনের নিয়মভঙ্গ আবার হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে দলের শৃঙ্খলা নিয়েও। নিজেও স্বীকার করেছেন, রিয়ান পরাগ কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। কিছু দিন আগে ম্যাচ শেষে তিনি বলেছিলেন, তিনি মানসিক ভাবে কিছু সমস্যার মধ্যে আছেন, যদিও বিস্তারিত বলেননি। দলীয় নেতৃত্বে ক্ষেত্রেও মিশ্র পারফরম্যান্স তাঁর। কখনও সাহসী সিদ্ধান্ত, আবার কখনও খেলার নিয়ন্ত্রণ হারানোর অভিযোগ-সব মিলিয়ে নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে রাজস্থান রয়্যালস এখনও তার পাশে আছে। রিয়ান পরাগ এখন কঠিন সময়ের মুখে। ব্যাটে ধারাবাহিকতা নেই, আবার এই বিতর্ক পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। এখন শাস্তি কী হয় এবং তিনি কী ভাবে ফিরে আসেন, সেটাই দেখার বিষয়। কারণ এই ঘটনার পর তাঁর কেরিয়ার যাত্রা আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। বিসিসিআই এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রিয়ান পরাগকে তাঁর কাজের ব্যাখ্যা দিতে বলা হবে। তিনি বলেন, ‘‘আমরা এই বিষয়টি নিয়ে রিয়ান পরাগের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাইব, কারণ ভ্যাপিং এখানে অনুমোদিত নয়। ওর ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে আইপিএল পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।’’

৯ গোলের পাগলাটে লড়াইয়ে বায়ার্নকে হারাল পিএসজি

‘আমাদের চেয়ে ভালো দল আর নেই’- আগের দিন পিএসজি কোচের আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা গেল দলের পারফরম্যান্সে। শুরুতে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে প্রবল প্রতাপে ঘুরে দাঁড়াল তারা। বায়ার্ন মিউনিখও কম গেল না। তাতে অবিশ্বাস্য উত্তেজনার অসাধারণ এক লড়াইয়ের সাক্ষী হলো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর বেশে মাঠ ছাড়ল পিএসজি।

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৯ এপ্রিলঃ প্যারিসে মঙ্গলবার রাতে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে ৯ গোলের পাগলাটে লড়াইয়ে ৫-৪ ব্যবধানে জিতেছে শিরোপাধারীরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালের এক লেগে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড এটি। আর ইউরোপিয়ান কাপ যুগ হিসাবে নিলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ, ১৯৫৯-৬০ মরসুমে রেঞ্জার্স ও আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগ শেষ হয়েছিল ৬-৩ গোলে। ২০২১ সালের এপ্রিলের পর এই প্রথম ইউরোপ সেরার মঞ্চে বায়ার্নকে হারাতে পারল পিএসজি। দুই দলের টানা পাঁচ ম্যাচে জয়হীন ছিল ফরাসি ক্লাবটি। প্রথমার্ধে গোল হয়েছে পাঁচটি, দ্বিতীয়ার্ধে চারটি। একপর্যায়ে ৫-২ গোলে পিছিয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে এক গোলের ব্যবধানে হারায়, ঘরের মাঠে ফিরতি লেগে বায়ার্নের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা জিইয়ে রইল ভালোভাবেই। হ্যারি কেইনের গোলে পিছিয়ে পড়া পিএসজিকে সমতায় ফেরান খাভিচা কাভারাসখেলিয়া। এরপর জোয়াও নেভেস এগিয়ে নেন আয়োজকদের। সেই গোল মাইকেল ওলিসে শোধ করার পর প্রথমার্ধেই উসমান দেম্বেলের গোলে আবার লিড পায় লুইস এনরিকের দল। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে ম্যাচে নিজেদের দ্বিতীয় গোল করে দলকে ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে নেন কাভারাসখেলিয়া ও দেম্বেলে। পরে দুটি গোল শোধ করেন দায়ত উপামেকানো ও লুইস দিয়াস। পুরো ম্যাচে বল দখলে একটু পিছিয়ে থাকা পিএসজি গোলের জন্য ১২টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে পাঁচটি। বায়ার্নের ১০ শটের আটটি লক্ষ্যে ছিল। ম্যাচে কোনো সেভ করতে পারেননি বায়ার্ন গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সবশেষ ১৬ মরসুমে তিনিই প্রথম গোলরক্ষক, যিনি নকআউট পর্বের কোনো ম্যাচে একটিও সেভ না করে পাঁচ বা এর বেশি গোল হজম করলেন। গত নভেম্বরে এই মাঠে প্রাথমিক পর্বের ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছিল বায়ার্ন। এবারের লড়াইয়ে শুরু থেকে আক্রমণ পাল্টা-আক্রমণ চললেও

শুরুর দিকে উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না কেউ। সপ্তদশ মিনিটে সফল স্পট কিকে বায়ার্নকে এগিয়ে নেন কেইন। পিএসজির উইলিয়ান পাচো বক্সে দিয়াসকে ফাউল করলে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা ছয় ম্যাচে গোল করলেন কেইন। আসরে ১৩ ম্যাচে ইংলিশ স্ট্রাইকারের গোল হলো ১৩টি। তিন মিনিট পর ব্যবধান বাড়তে পারত। কেইনের পাস ধরে বক্সে ঢুকে ওলিসের নেওয়া শট এগিয়ে এসে রুখে দেন পিএসজি গোলরক্ষক মাতভেই সাফানভ। ২৩তম মিনিটে সমতা টানার সুবর্ণ সুযোগ হারান দেম্বেলে। ওয়ারেন জাইরে এমেরির পাস ধরে বক্সে ঢুকে পড়েন ২০২৫ সালের ব্যালন ডি'অর জয়ী, কিন্তু ওয়ান-অন-ওয়ানে অবিশ্বাস্যভাবে বাইরে মারেন তিনি। পরের মিনিটেই সমতায় ফেরে আয়োজকরা। দিজিরে দুয়ের পাসে বল ধরে বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন কাভারাসখেলিয়া। প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে ডান পায়ের নিচু শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন জর্জিয়ার এই ফরোয়ার্ড। ৩১তম মিনিটে ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে বাইলাইনের কাছ থেকে ওলিসের প্রচেষ্টা গোলরক্ষক ফেরানোর পর, পিএসজির এক ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে বল পোস্টে লাগে। সেখান থেকে পাল্টা আক্রমণে উঠে বক্সের বাইরে থেকে দুয়ের শট প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে কর্নার পায় পিএসজি। সেই কর্নারে চমৎকার হেডে দলকে এগিয়ে নেন জোয়াও নেভেস। পিএসজির সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকেনি। ৪১তম মিনিটে ২-২ সমতায় ফেরে বায়ার্ন। আলেকজান্ডার পাভলোভিচের পাস বক্সের বাইরে পেয়ে প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে ভেতরে ঢুকে জোরাল শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ওলিসে। উত্তেজনায় ঠাসা লড়াইয়ে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দেম্বেলের স্পট কিকে আবার এগিয়ে যায় পিএসজি। দেম্বেলের শট বক্সে বায়ার্ন ডিফেন্ডার আলফুঁস ডেভিসের হাতে লাগার পর মনিটরে দেখে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দুই মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় পিএসজি। ৫৬তম মিনিটে বক্সে আশরাফ হাকিমের কাটব্যাকে ছুটে গিয়ে জোরাল শটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন কাভারাসখেলিয়া। পরের গোলে অবদান রাখেন দুয়ে। তার পাসে বক্সে পেয়ে বায়ার্ন ডিফেন্ডার উপামেকানোর দুই পায়ের মাঝ দিয়ে শট নেন দেম্বেলে, বল পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। তবে একটু পর তিন মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে ব্যবধান কমায় বায়ার্ন। ৬৫তম মিনিটে জসুয়া কিমিখের ফ্রি-কিকে বক্সে লাফিয়ে উপামেকানো ঠিকমতো হেড করতে না পারলেও বল এক ড্রপ খেয়ে জাল খুঁজে নেয়। আর কেইনের উঁচু করে বাড়ানো বল বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, ডিফেন্ডার মার্কিনিয়োসের বাধা এড়িয়ে জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করেন দিয়াস। বাকি সময়েও লড়াই হয় দারুণ, সুযোগও পায় দুই দলই। ৮৭তম মিনিটে পিএসজির মিডফিল্ডার সেনি মায়ুলুর শট পোস্টে লাগায় ব্যবধান বাড়েনি। যোগ করা সময়ের একেবারে শেষ দিকে বায়ার্নের কিমিখের হেড গোললাইন থেকে হেডে ক্লিয়ার করেন ডিফেন্ডার উইলিয়াম পাচো। আগামী বুধবার মিউনিখে হবে ফিরতি লেগ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com